সারসংক্ষেপ

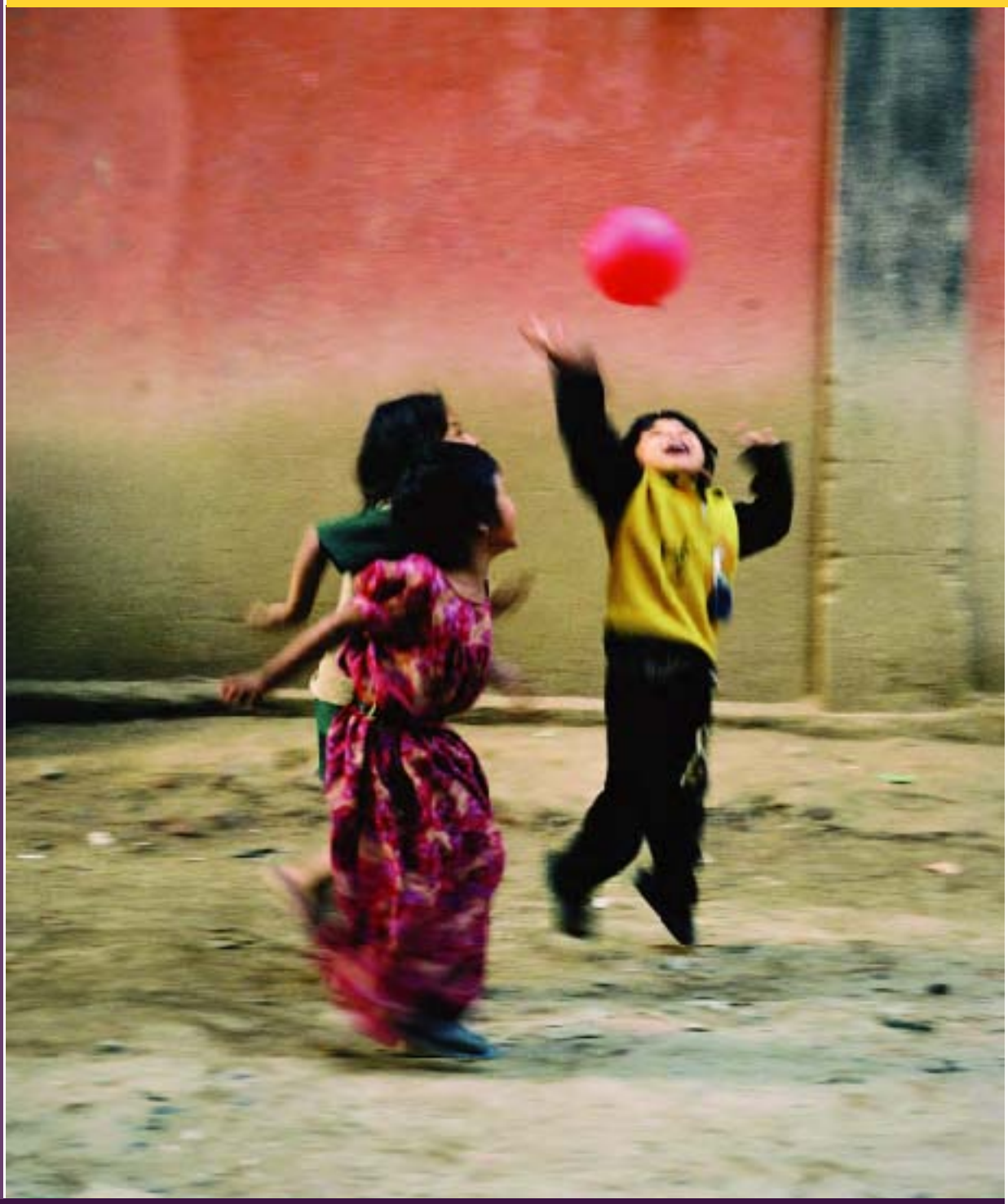

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৭

সুদৃঢ় ভিত্তি

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০৭

প্রাক-শৈশবাবস্থা যেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সময়, তেমনই চরম অরক্ষিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ সময়ও বটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমণের আগে কম বয়সী শিশুদের সহায়তা প্রদানকারী কার্যক্রমগুলো তাদের পরবর্তী শিখন ও বিকাশের ক্ষেত্রে ভিত্তি গঠনে সহায়ক। এ ধরনের কার্যক্রমগুলো সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষতি পুষিয়ে দেয় এবং দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বের হওয়ার পথ দেখায়।

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি সবার জন্য শিক্ষার প্রথম লক্ষ্যটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এমন একটি পরিপূর্ণ প্যাকেজ যাতে শিক্ষা ছাড়াও যত্ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। তবু খুব কম উন্নয়নশীল দেশ এবং খুব কম দাতাগোষ্ঠী প্রাক-শৈশবাবস্থাকে প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দিয়েছে।

অন্যদিকে সবার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। মেয়েরা বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্যও বাড়ছে। তবে ২০১৫ সালের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণের জন্য এখনও অনেক কাজ বাকি। এখনই যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যথাযথ কর্মসূচি নেয়া হয়, তাহলেই কেবল শিশুদের বিদ্যালয় বহির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং প্রত্যেকের জন্য প্রাক-শৈশবাবস্থা থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী একটি পরিপূর্ণ ও সমন্বিত শিক্ষার সুযোগের আশ্বাস দেয়া যাবে।

EFA GMR EDUCATION FOR ALL GLOBAL MONITORING REPORT

কভার ফটো
নেপালের কাঠমুন্ডুতে বাচ্চারা খেলা করছে
© অলিভার কালম্যান/টেনডেন্স ফ্লো

UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ED-2006/WS/67

অনুবাদ
সালমা আখতার
অধ্যাপক, আই ই আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
কাজী আফরোজ জাহান আরা
সহযোগী অধ্যাপক
আই ই আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়
ডঃ কামরুন্নসা বেগম
প্রাক্তন পরিচালক
আই ই আর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনেস্কো ঢাকা
বাড়ী নং ৬৮ (তৃতীয় তলা)
সড়ক ১, ব্লক আই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
বাংলাদেশ
ফোন : (৮৮০-২) ৯৮৬ ২০৭৩
(৮৮০-২) ৯৮৭ ৩২১০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯৮৭ ১১৫০
ই-মেইল : dhaka@unesco.org

যোগাযোগ
আব্দুর রফিক
ই-মেইল : a.rafique@unesco.org

খান ওয়ালী ইমাম
ই-মেইল : kw.imam@unesco.org

জানুয়ারী ২০০৭

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
তারকালোক কমপ্লেক্স, ২৫/৩ গ্রীন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ৮৬১২৮১৯

সুদৃঢ় ভিত্তি

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

ইউনেস্কো প্রকাশনা

Summary
Strong foundations
Early childhood care and education
EFA Global Monitoring Report 2007

এই প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ এবং নীতিবিষয়ক সুপারিশসমূহ কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামতের প্রতিফলন নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইউনেস্কো কর্তৃক সম্পাদিত এটি একটি স্বাধীন প্রকাশনা। এই রিপোর্টটি একদল প্রতিবেদক, বহু ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও সরকারসমূহের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। এই রিপোর্টে যে মতামত ও ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে তার সার্বিক দায়িত্ব পরিচালক গ্রহণ করেছেন।

এই প্রকাশনায় ব্যবহৃত পদবী, বিবরণ কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামত প্রকাশ করেনা, বিশেষ করে কোন দেশ, অঞ্চল, শহর বা এলাকা, এর কর্তৃপক্ষ অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও সীমারেখায় সীমা সংক্রান্ত আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে।

সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনির্টরিং টীম

পরিচালক

নিকোলাস বারনেট

নিকোল বেল্লা, এ্যারন বেনাভোট, ফাদিলা কেইলয়েড, ভিক্টোরিয়া কাভিচ্চিওনি, এলিসন ক্লেসন, ভ্যালেরী ডিজিওজি, এ্যানা ফন্ট-গিনার, ক্যথ্যারিন গিনিসটি, সিনথিয়া গাটম্যান, এলিজাবেথ হিন, কিথ হিনসলিফ, ফ্র্যাঙ্কিয়স লেকলারক, ডেলফিন সেনজিমানা, ব্যান্ডি নজোমিনি, উলরিকা পেপলার ব্যারী, পলা রাজকুইন, ইসাবেলা রুলন, ইউসুফ সাঈদ, এ্যালিসন কেনেডী, (ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর ষ্ট্যাষ্টিসটিক্স)
মাইকেল জে নিউম্যান (প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা-এর বিশেষ উপদেষ্টা)

প্রতিবেদনটি সম্পর্কে আরো তথ্য পেতে হলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

পরিচালক
সবার জন্য শিক্ষা গ্লোবাল মনিটারিং রিপোর্ট টীম
প্রযত্নে: ইউনেস্কো, ৭ প্লেস ডি ফনটেনয়
৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭, ফ্রান্স
ই-মেল : efareport@unesco.org
টেলিফোন : + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ২১ ২৮
ফ্যাক্স : + ৩৩ ১ ৪৫ ৬৮ ৫৬ ২৭
www.efareport.unesco.org

পূর্ববর্তী সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টসমূহ

- ২০০৬ জীবনের জন্য সাক্ষরতা
- ২০০৫ সবার জন্য শিক্ষা-গুনগতমান অত্যাবশ্যক
- ২০০৩/৪ জেন্ডার এবং সবার জন্য শিক্ষা-সমতার দিকে ধাবমান
- ২০০২ সবার জন্য শিক্ষা-বিশ্ব কি সঠিক পথে

ইউনেস্কো কর্তৃক ২০০৬ সনে প্রকাশিত
৭, প্লেস ডি ফনটেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস ০৭ এসপি, ফ্রান্স
গ্রাফিক ডিজাইন: সিলভেইন বেয়েনস
আইকোনোগ্রাফার: ডেলফিন গেইলার্ড
মুদ্রণ : গ্রাফোপ্রিন্ট প্যারিস
© ইউনেস্কো : ২০০৬
ফ্রান্সে মুদ্রিত

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়
সবার জন্য শিক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭

দুই হাজার সালে নির্ধারিত সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে অব্যাহত অগ্রগতি (মেয়ে শিশুদের অর্জনও অন্তর্ভুক্ত) সত্ত্বেও অনেক শিশুই বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, অকালেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে যাচ্ছে অথবা ন্যূনতম মানসম্পন্ন শিক্ষাও অর্জন করতে পারছে না। প্রাক-শৈশবকালীন সময়ের সাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বয়স্ক শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনে অবহেলার কারণে বিভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়ায় শিশু, যুবা ও বয়স্করা মৌলিক শিক্ষা বিকাশের নানান সুযোগ হারাচ্ছে।

লক্ষ্যসমূহের অগ্রগতি

প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে তিনটি অঞ্চলের মধ্যে দুটি অঞ্চলই সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত অনেক দূরে : এর মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধির হার ছিল ২৭%, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে ১৯%, এবং আরব দেশগুলোতে মাত্র ৬%। বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে নেট ভর্তির অনুপাত (net enrolment ratio) হচ্ছে ৮৬%। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও অনেক শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে পৌঁছতে পারে না। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের অর্ধেক দেশেই এ ভর্তির হার ৮৩% এর কিছু কম এবং সাব-সাহারান অঞ্চলের অর্ধেক সংখ্যক দেশে দুই-তৃতীয়াংশেরও কিছু কম শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে পৌঁছতে পারে না।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু : সংখ্যায় কত এবং এরা কারা ?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী যেসব শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না তাদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এমন শিশুদের সংখ্যা যেখানে ১৯৯৯ সনে ২১ মিলিয়ন হ্রাস পায় সেখানে ২০০৪ সনে এই সংখ্যা ৭৭ মিলিয়ন হ্রাস পায়। বিদ্যালয় বহির্ভূত এই শিশুদের সংখ্যা এখনও অনেক বেশি এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে এই শিশুদের তিন-চতুর্থাংশের বেশি শিশু রয়েছে, যদিও ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে এই সংখ্যা অর্ধেকে নেমেছে মূলত ভারতে এই সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে। বৈশ্বিক পরিমাণে এই সংখ্যা বেশি হলেও মূল সমস্যা রয়ে গেছে। বাড়িভিত্তিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, অনেক শিশু ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হয় না।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের কিংবা যারা অকালেই ঝরে পড়ে তাদের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। অথবা দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী থেকে এসে থাকে। গড় হিসাবে দেখা যায় কিছু লেখাপড়া জানা মায়েদের শিশুদের তুলনায় লেখাপড়া না জানা মায়েদের শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার সম্ভাবনা দুই গুণ বেশি।

বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সমস্যা মোকাবেলায় সরকারি নীতি

যারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং যাদের কোন দিনই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন সব শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে সরকারের চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের কাছে পৌঁছান, শিক্ষার মান বাড়ানো, শিক্ষাকে নমনীয়, প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ করার পলিসি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটি প্রথম পদক্ষেপ।

এসব শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ হচ্ছে:

স্কুলের বেতন মওকুফ করা, শিশু শ্রমের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে দরিদ্র ও গ্রামীণ পরিবারগুলোকে আয়-সহায়তাদান, শিশুকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, প্রতিবন্ধী এবং এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া এবং যুবা ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় বারের সুযোগ নিশ্চিত করা।

শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও কর্মকালীন অবস্থার উন্নতিকরণ

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অনুপ্রাণিত শিক্ষক নেই। সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২০১৫ সালের মধ্যে ১.৬ মিলিয়ন নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন। এই অঞ্চল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে খুবই কম মহিলা শিক্ষক রয়েছে যা মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও ধরে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক। উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতিও একটি কঠিন সমস্যা। বিশেষ করে প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের ধরে রাখার কার্যকর কৌশলগুলো হচ্ছে : স্বল্প মেয়াদী চাকুরী পূর্বকালীন প্রশিক্ষণ, বেশি করে চাকুরীকালীন অভিজ্ঞতা অর্জন ও অনুশীলন, পেশাগত উন্নয়ন এবং গ্রামাঞ্চল ও দূরবর্তী অঞ্চলে কাজ করার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ সুবিধা প্রদান।

মাধ্যমিক শিক্ষা: দ্রুত বৃদ্ধিমান চাহিদা এবং অপর্যাপ্ত স্থান

মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের চাপ নাটকীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। গড়ে মোট শিক্ষার্থী ভর্তির অনুপাত (Gross enrolment ratio) উন্নয়নশীল অঞ্চলগুলোতে বেড়েছে কিন্তু সাব-সাহারান আফ্রিকাতে (৩০%) দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (৫১%) এবং আরব দেশগুলোতে (৬৬%) তা কম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্থান সংকুলান জনিত সমস্যার জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অর্জন ধীর গতিতে হচ্ছে কারণ তা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণে উৎসাহ কমিয়ে দেয়। এর সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা সরকারি ব্যয়ের অন্যান্য স্তরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

জেন্ডার সমতা (Parity)ঃ এখন পর্যন্ত বাস্তব নয়

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৯৪ জন মেয়ে রয়েছে। ১৯৯৯ সনের ৯২ জন থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে ১৮১টি দেশের ২০০৪ সনের তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দুই-তৃতীয়াংশ দেশ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ২৬টি দেশের মধ্যে ছেলেদের পক্ষে জেন্ডার অসমতা বন্ধ হয়েছে মাত্র ৪টি দেশে এবং ২০০০ সনে এদের মোট ভর্তি অনুপাত (GER) ৯০% এর নিচে ছিল।

১৭৭টি দেশের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে এসব দেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে। এই পর্যায়ে অসমতা যেমন মেয়ে তেমনি ছেলেদের পক্ষে বিদ্যমান। উচ্চ শিক্ষা স্তরে ২০০৪ সনের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৪৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ৫টি দেশে জেন্ডার প্যারিটি বিদ্যমান। জেন্ডার সমতা এখনও ইস্যু হিসাবে বিদ্যমান, বিশেষ করে শিখন সামগ্রীতে গতানুগতিকতা এবং প্রায়শ মেয়ে এবং ছেলে শিক্ষার্থী সম্পর্কে শিক্ষকের প্রত্যাশায় ভিন্নতার কারণে।

সাক্ষরতা : অর্জনের জন্য একটি কঠিন লক্ষ্য

৭৮১ মিলিয়ন বয়স্ক ব্যক্তির (বিশ্ব জুড়ে প্রতি ৫ জনে ১ জন) ন্যূনতম সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো নেই। এদের দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা। সাক্ষরতার হার কম রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (৫৯%), সাব-সাহারান আফ্রিকায় (৬১%), আরব দেশগুলোতে (৬৬%) এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে (৭০%)। বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া না হলে ২০১৫ সাল নাগাদ বিশ্বজুড়ে বয়স্ক নিরক্ষরদের সংখ্যা মাত্র ১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) কমতে পারে। সাক্ষরযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য বিভিন্ন দেশের সরকারের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

সংঘাতপূর্ণ দেশ: বিশ্লেষণ থেকে প্রায়শ বাদ পরে থাকে

যেসব দেশে সংঘাত চলছে বা সংঘাত পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে রয়েছে সেসব দেশ থেকে তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ফলে এসব দেশের চিত্র প্রতিবেদনের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় না। এসব দেশের সবার জন্য শিক্ষা'র অবস্থা গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে এবং সারা বিশ্বে সবার জন্য শিক্ষার চিত্র বিবেচনাকালে তা মনে রাখতে হবে। এই রকম সংঘাতপূর্ণ পরিবেশে যেসব শিশুরা বাস করে তাদের জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা আনার জন্য নির্দিষ্ট চাহিদা মাফিক শিক্ষার সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে।

অর্থায়ন ও সাহায্য

অভ্যন্তরীণ দেশজ ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে শিক্ষাখাতে এই ব্যয় ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে কমে গিয়েছিল। ১০৬টি দেশের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪১টি দেশে তা কমেছে এবং বাকি বেশির ভাগ দেশেই তা বেড়েছে। সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে সরকারি ব্যয়ের যে দিকগুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হয় তা হলোঃ শিক্ষক, বয়স্ক সাক্ষরতা, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) এবং সব স্তরেই একীভূত (inclusive) শিক্ষার নীতি।

বিদ্যালয়ের বেতন কিছু কিছু দেশে কমানো বা মওকুফ করা হলেও অনেক দেশে তা সাধারণভাবেই প্রচলিত রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বেতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং অব্যাহতভাবে শিক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিরাট বাধা।

মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে মোট সাহায্য স্বল্প আয়ের দেশগুলোতে ২০০০ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (২০০৩ এর মূল্যমান অনুযায়ী ১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ৩.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার হয়েছে।) যদিও আগে তা কমে গিয়েছিল। অবশ্য স্বল্প আয়ের দেশগুলোর সমস্ত শিক্ষাখাতের সাহায্যের অংশ হিসাবে এই পরিমাণ ৫৪% এ স্থির রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় দাতা দেশগুলো শিক্ষাখাতে তাদের সাহায্যের অর্ধেক মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দিয়ে থাকে। দাতা দেশসমূহের প্রায় অর্ধেক সরাসরি মৌলিক শিক্ষার জন্য সাহায্য হিসাবে এক-চতুর্থাংশেরও কম বরাদ্দ করে থাকে।

দ্রুত চলার উদ্যোগ দাতা সংস্থাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বিত কার্য সাধন পদ্ধতির যোগান দিলেও তা এখন পর্যন্ত 'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক শর্তে একমত হতে পারেনি। ২০০২ সাল থেকে অর্থ বন্টনের পরিমাণ মাত্র ৯৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং ১১টি দেশ তা পেয়েছে, যদিও বিগত বছরে দাতারা তাদের বরাদ্দ অনেক বাড়িয়েছে।

অর্থ যোগানে ব্যবধান সবার জন্য শিক্ষা (যাতে বয়স্ক সাক্ষরতা ও ইসিসিই (ECCE) অন্তর্ভুক্ত) কর্মসূচির জন্য বহি: উৎস থেকে অর্থ যোগানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান হিসাবে বাৎসরিক ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বর্তমানের চেয়ে তিনগুণ বেশি এবং ২০১০ সালের মধ্যে মোট সাহায্য বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার চেয়ে দুই গুণ বেশি।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা

কি বুঝায় ?

- প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার নানা সংজ্ঞা রয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদনে এর উপর একটি সার্বিক ধারণা ও মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা যেসব ধারণাকে সমর্থন করে থাকে তা হলোঃ শিশুদের বেঁচে থাকা, বেড়ে উঠা, উন্নয়ন ও শিখন যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তথা স্বাস্থ্যবিধি, বৌদ্ধিক, সামাজিক, শারীরিক ও আবেগিক বিকাশ, জন্ম থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ পর্যন্ত তা আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক যে কোন পরিবেশেই বিদ্যালয়টি হোক না কেন।

- ইসিসিই কর্মসূচিতে নানা ধরনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত ঃ যেমন পিতামাতার জন্য কর্মসূচি, কমিউনিটিভিত্তিক শিশু যত্ন, কেন্দ্রভিত্তিক ব্যবস্থা এবং প্রায়শ বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

- কর্মসূচিগুলোর প্রধান লক্ষ্য দুই বয়সী দল ঃ তিন বছরের কম বয়সী এবং ৩ বছর বয়সী থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী (সাধারণত ৬ বছর যা সর্বদাই ৮ বছর বয়সী হয়ে থাকে) শিশুরা।

এর প্রয়োজনীয়তা কেন?

- ইসিসিই একটি অধিকার, যা শিশুদের অধিকার সম্বলিত কনভেনশনে স্বীকৃত এবং প্রায় সর্বজনীনভাবে সমর্থিত।

- ইসিসিই শিশুর সার্বিক বিকাশ বাড়িয়ে থাকে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে চরম দারিদ্র্যে একজন শিশুর ১০ ভাগের মধ্যে মাত্র চার ভাগ সুযোগ রয়েছে বেঁচে থাকার। এছাড়া প্রতি বছর ১০.৫ মিলিয়ন শিশু ৫ বছর হওয়ার আগে প্রতিরোধমূলক রোগে মারা যায়।

- প্রাক-শৈশবকালীন এর সময় মস্তিস্ক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা ভবিষ্যত শিখনের ভিত্তি তৈরি করে থাকে।

- সবার জন্য শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে ইসিসিই নানা অবদান রেখে থাকে। যেমন শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয় শুরুর বছরগুলোতে ভাল ফলাফল করতে, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পৃক্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে।

- প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকর "ব্যয় ও সুবিধা প্রাপ্তি" পদ্ধতি যা শিশুর জন্য প্রতিরোধমূলক ও সহায়তাকারী ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। বয়োবৃদ্ধি সময়ে অসুবিধাগ্রস্থ হবার ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার তুলনায় শৈশবেই সহায়তা দেয়া অনেক বেশি ব্যয় সাশ্রয়ী (cost effective).

- শিশুদের জন্য ব্যয়সাধ্য এবং নির্ভরযোগ্য যত্নের ব্যবস্থা কর্মজীবী পিতামাতা বিশেষ করে মাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

- ইসিসিই কর্মসূচিতে বিনিয়োগে অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের অসুবিধা দূর করা সহ অসমতাকে এর মাধ্যমে কমিয়ে আনা যায়।

কি ধরনের পরিস্থিতি?

- প্রায় ৮০% উন্নয়নশীল দেশে কোন না কোন ধরনের মাতৃকালীন ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে, যদিও তার প্রয়োগে তারতম্য আছে।

- সবচেয়ে ছোট শিশুরাই অবহেলিত হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশেই ৩ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের জন্য কোন আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নেই।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ১৯৭০ থেকে ভর্তি তিনগুণ বাড়লেও বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে এখনও তা অনেক কম।

- বেশির ভাগ ওইসিডি (OECD) দেশে কমপক্ষে দু'বছর মেয়াদী বিনা বেতনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

- উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ মোট ভর্তি অনুপাত রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছনে রয়েছে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ।

- নব্বই দশকে পরিবর্তনশীল মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে দ্রুত পতনের পর প্রাক-প্রাথমিক ভর্তি ধীরগতিতে বেড়ে চলেছে, তবে মধ্য এশিয়া এক্ষেত্রে অনেক পিছনে।

- উন্নত এবং পরিবর্তনশীল দেশগুলোতে এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও ইসিসিই এর বেশির ভাগ ব্যবস্থাদি সরকারি খাত থেকে প্রদেয়।

- সাব-সাহারান আফ্রিকা, আরব দেশ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল এবং পূর্ব এশিয়াতে এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ বেশি লক্ষণীয়।

- বেশির ভাগ অঞ্চলই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জনের কাছাকাছি রয়েছে।

- দেশগুলোর মধ্যেও আবার ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া ধনী পরিবার ও শহরাঞ্চলের শিশুদের চেয়ে দরিদ্র এবং গ্রামাঞ্চলের শিশুরা এবং যারা সামাজিক কারণেও বহির্ভূত (যাদের জন্মের সার্টিফিকেট নেই) লক্ষণীয়ভাবে তারা ইসিসিই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ কম পেয়ে থাকে।

- ইসিসিই কার্যক্রম থেকে যাদের বেশি উপকৃত হবার সম্ভাবনা, যারা অপুষ্টি ও প্রতিরোধমূলক রোগের শিকার, তারাই সবচেয়ে কম ভর্তি হয়।

- উন্নয়নশীল দেশে ইসিসিই কার্যক্রমে কার্যরত ষ্টাফদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ খুবই কম; এবং এরা তুলনামূলকভাবে কম বেতন পায়।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাখাতে সরকারি বিনিয়োগও কম অগ্রাধিকার পায়। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সংমিশ্রণের ফলে ইসিসিই খাতে মোট জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করা কঠিন হয়ে পড়ে। কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত স্থান এর গুণগত মান, ব্যবস্থার ধরণ ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচির দৃশ্য বিবরণী তৈরি করে দেশগুলো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যয় হিসাব করতে পারে।

- বেশির ভাগ দাতা সংস্থার কাছে ইসিসিই অগ্রাধিকার পায় না। বেশির ভাগ সংস্থাই প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যা সাহায্য দিয়ে থাকে তার শতকরা ১০ ভাগেরও কম প্রাক-প্রাথমিক খাতে বরাদ্দ করে এবং অর্ধেকেরও বেশি সংস্থা শতকরা ২ ভাগেরও কম বরাদ্দ করে থাকে।

কোন কোন কর্মসূচি বেশি কার্যকর?

- কোন একক ব্যবস্থার চেয়ে মিশ্র ব্যবস্থা যাতে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, যত্ন ও শিক্ষা থাকে তা ছোট শিশুদের বিকাশ ও সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য বেশি কার্যকর।
- প্রচলিত শিশু যত্ন পদ্ধতি, শিশুর নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একীভূত কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা।
- সরকারি ভাষার চেয়ে মাতৃভাষায় ব্যবহৃত কর্মসূচিগুলো অনেক বেশি কার্যকর এবং সারা পৃথিবী জুড়ে এটি একটি সাধারণ নিয়ম।
- সুপরিকল্পিত কর্মসূচিগুলো ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে গতানুগতিক চিন্তাধারা বদলাতে পারে।
- ইসিসিই কর্মসূচির মানের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হচ্ছে শিশু ও যত্নকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এর জন্যে যুক্তিসম্মত কাজের পরিবেশ, যেমন শিশু/যত্নকারী অনুপাত কম হওয়া এবং পর্যাপ্ত সামগ্রীর প্রয়োজন।
- ইসিসিই কার্যক্রমে অব্যাহতভাবে শিক্ষক ও যত্নকারীদের নিয়োগ ও ধরে রাখা, শিক্ষাক্রম ও পিতামাতার অংশগ্রহণ প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজ উত্তরণ ঘটায়। বিভিন্ন পটভূমি থেকে ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে আগত শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয়কালীন সময়ে ভাল বিকাশ পরবর্তী জীবনে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

ইসিসিই-এর লক্ষ্যসমূহে পৌঁছতে কি কি করতে হবে?

- উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার একটি অপরিহার্য উপাদান।
- একটি আলোচনা ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ায় জন্ম থেকে শুরু করে ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য জাতীয় নীতি তৈরি করা যাতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় এবং সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের জন্য প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকে।
- চলমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং কার্যক্রম পর্যালোচনা করে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য মোকাবিলার ক্ষেত্রে চাহিদা ও ফলাফল যাচাই।
- ছোট শিশুদের এবং প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি তৈরির জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা সংস্থা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাসহ একটি আন্ত:সংস্থা সমন্বয় সাধন কাঠামোর ব্যবস্থা রাখা।
- সব বয়সীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাদি জাতীয়ভাবে আরোপিত মানসম্মত হওয়া ।
- সরকারি এবং বেসরকারি খাতের (অনেক অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ইসিসিই স্টেক-হোল্ডার) মধ্যে দৃঢ় এবং বেশি মাত্রায় অংশীদারিত্ব থাকা।
- ইসিসিই স্টাফদের পদোন্নতি, বিশেষ করে নমনীয় নিয়োগদান কৌশলের মাধ্যমে চাকুরীর জন্য নির্বাচন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও যত্নকারীদের ধরে রাখার জন্য তাদের ভাল বেতন ও সুবিধাদি প্রদান।
- ইসিসিই কর্মসূচির জন্য বর্দ্ধিত ও সুনির্দিষ্ট সরকারি অর্থায়ন-বিশেষ দৃষ্টি থাকবে দরিদ্র, গ্রামাঞ্চলের এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি।
- সাহায্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল ও কৌশলপত্রে যেমন জাতীয় বাজেট, খাতওয়ারী পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ইসিসিই-কে অন্তর্ভুক্তকরণ।
- এক্ষেত্রে দাতা সংস্থাদের অনেক বেশি দৃষ্টিপাত- অনেক বেশি অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

অবতরণিকা/ভূমিকা

জীবনে প্রথমবারের মতো শ্রেণীকক্ষের দরজা দিয়ে ঢোকার বহু আগে থেকেই একটি শিশু শিখতে শুরু করে। শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলোর গুরুত্ব যে অপরিসীম তা ২০০০ সনে ডাকারে অনুষ্ঠিত ১৬৪টি দেশের সম্মেলনে "সবার জন্য শিক্ষা" এর প্রথম লক্ষ্যেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। শিশুর প্রারম্ভিক কালের বছরগুলো যেমন চরম ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি প্রচণ্ড সম্ভাবনাময়। এই সময়কালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধান, যত্ন ও উদ্দীপনা অপরিহার্য যা শিশুর কল্যাণ ও বিকাশের জন্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

সবার জন্য শিক্ষার প্রথম লক্ষ্যটিতে সরকারকে "সমন্বিত প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমকে, বিশেষ করে চরম ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসরত ও অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের জন্য" সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এই সুযোগ তাদেরই লক্ষ্যে করা দরকার যারা সবচেয়ে কম অংশগ্রহণ করে থাকে কিন্তু এই কার্যক্রম থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পরে। সমন্বিত কর্মসূচির আহ্বান একটি পরিপূর্ণ ধারাকে নির্দেশ করে থাকে যার মধ্যে জন্ম থেকে শুরু করে ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য সেবা/যত্ন ও শিক্ষা উভয়ই রয়েছে। এই জাতীয় কর্মসূচিগুলো বিভিন্ন ধরনের চাহিদা, যেমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য কাজ করে থাকে। একটি পরিপূর্ণ প্রাক-শৈশবকালীন কর্মসূচি সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণের (যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটি প্রধান লক্ষ্য) ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নতমানের প্রাক-শৈশবকালীন কর্মসূচিগুলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান বাড়ানো সহ এইচ আইভি/এইডস প্রতিরোধ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজেই প্রবেশ করানোর জন্য শিশুদের প্রস্তুত করে।

সম্প্রতি প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশে যথেষ্ট উদ্যোগ ও অঙ্গীকার বেড়েছে। ১৯৮৯ সনে জতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত এবং ১৯২টি জাতি কর্তৃক সমর্থিত "শিশুর অধিকার সম্বলিত কনভেনশন" শিশুদের বেঁচে থাকা, বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য একটি অনন্য হাতিয়ার। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন প্রাক-শৈশবকালীন কর্মসূচি ও নীতির প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নতমানের প্রাক-শৈশবকালীন কর্মসূচিতে শিশুদের প্রবেশের সুযোগ তেমন ব্যাপক নয়। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোতে অধিকাংশ শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরুর আগেই ২ বছরের অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে থাকে।

'প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা' ছাড়াও এই প্রতিবেদনে সবার জন্য শিক্ষার অন্যান্য ৫টি লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। গত প্রতিবেদনের তুলনায় বর্তমান প্রতিবেদনে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের অবস্থাকে বেশি মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ঐসব শিশুসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের শিশুদের কাছে পৌঁছানোর কৌশলগুলোও উপস্থাপন করা হয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে সরকারি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং দাতাসংস্থাদের সহযোগিতার মাত্রার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। শিশুর প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কর্মসূচির জোড়দারকরণের যৌক্তিকতা নির্ধারণের পরে প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের কর্মসূচি বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের ও অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের জন্য গৃহীত সুযোগ ও সুবিধাদির মূল্যায়ন করা হয়েছে। জন্ম থেকে শুরু করে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন পটভূমি ও চাহিদা বিবেচনা করে যেসব প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে তাতে খুবই পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভাল উদাহরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এরপর শিশুর বিকাশ ও যত্ন সংক্রান্ত কর্মসূচি সম্প্রসারণে জাতীয় উদ্যোগ ও কৌশলগুলোর প্রধান প্রধান দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্ব সম্প্রদায়কে কর্মোদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটির উপসংহারে একটি ছোট এজেন্ডা/কর্মসূচি দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখিত ফলাফলের ভিত্তি হচ্ছে : আন্ত:দেশীয় শিক্ষা পরিসংখ্যান, বাড়িভিত্তিক জরিপ, পরামর্শ মূলক আলোচনা, সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী, বিশেষ করে ওয়েব সাইট (www.efareport.unesco.org) থেকে সংগৃহীত তথ্য ও সুনির্দিষ্ট লেখা যাতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন, পরিসংখ্যানযুক্ত সারণী এবং অঞ্চলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ

১। সমন্বিত প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের জন্য।

২। ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশু এবং সংখ্যালঘু শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারসহ ভাল মানের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করা নিশ্চিতকরণ।

৩। সকল কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষা এবং জীবনদক্ষতা মূলক কর্মসূচিতে ভর্তির সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৪। ২০১৫ সালের মধ্যে বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৫০% এ উন্নীতকরণ এবং মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষায় সব বয়স্কদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৫। ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ, ২০১৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য পূর্ণ এবং সমান অধিকারসহ উন্নতমানের বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

৬। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই গুণগত মানোন্নয়ন এবং সবাই যাতে সাক্ষরতা, হিসাব নিকাশ এবং জীবন দক্ষতা অর্জনে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিতকরণ।

প্রথম অংশ: সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগতি: বিদ্যালয় বহির্ভূতদের মুখোমুখি হওয়া

- প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ
- বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা কমছে
- কেন শিশুরা বিদ্যালয়ে নেই
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর চাপ
- জেন্ডার ব্যবধান কমছে
- শিক্ষক স্বল্পতার চ্যালেঞ্জ
- সাক্ষরতা: লক্ষ্যমাত্র অর্জন করা মুশকিল
- বহির্ভূতদের সামলানোর উপায়
- অপর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ ব্যয়

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ শিখনের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃত ধারা প্রসারিত করে দিয়েছে- ছোট শিশুদের যত্ন ও বৌদ্ধিক বিকাশ থেকে শুরু করে যুব সম্প্রদায় ও বয়স্কদের সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতা অবধি এর বিস্তৃতি। এই অংশে ইউনেস্কো পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটে (UIS) ২০০৪ সালের বিদ্যালয় বছর শেষের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও জোরদার, গুণগত মানবৃদ্ধি, শিশু, যুবা ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সংক্রান্ত অগ্রগতির রেখাচিত্র রয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের অবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার যদি কেবল শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার বাধাগুলোই বুঝতে পারে তা হলে তারা 'মৌলিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর অধিকার'- এ সম্পর্কে কার্যকর নীতি তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করতে পারত। যেসব শিশুদের কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না (Hard to reach) তাদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং শিক্ষা সমাপ্তকরণের সুযোগ বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমগুলো এই অংশে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাক-শৈশবকালীন কর্মসূচি সংক্রান্ত অগ্রগতি চতুর্থ অংশে আলাদাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষার অগ্রগতির সূচক : দরিদ্রতম দেশগুলো সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়েছে

২০০৩/০৪ সালের প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সবার জন্য শিক্ষার উন্নয়নসূচক (ইডিআই) একটি দেশের সার্বিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত চিত্র অর্থাৎ সবার জন্য শিক্ষার ৪টি লক্ষ্যের অগ্রগতি তুলে ধরে। এই লক্ষ্যগুলো হচ্ছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা, জেন্ডার ও শিক্ষার গুণগত মানের অবস্থা। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষা (লক্ষ্য নং-১), যুবা ও বয়স্কদের শিখন চাহিদা (লক্ষ্য নং- ৩) এতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তথ্য ও পরিসংখ্যানকে ততটা সুস্পষ্টভাবে আদর্শায়িত (Standardized) করা হয় নাই। প্রতিটি লক্ষ্যই একটি প্রতিনিধিত্বকারী (Proxy) সূচকে[১] দেখান হয়েছে। EDI হচ্ছে চারটি সূচকের সাধারণ গড় হিসাব : এর মান ০ - ১ এর মধ্যে, এবং ১ সবার জন্য শিক্ষার অর্জনকে দেখায়। ২০০৪ সালে ১২৫টি দেশের জন্য সূচকটির হিসাব করা হয়েছিল।

পাশাপাশি কিন্তু বিস্তর ব্যবধান: কম্বোডিয়ার নমপেনে স্কুল গামী একটি ছেলে এবং জীবিকার জন্য আবর্জনা সংগ্রহকারী একই বয়সী আরেকটি ছেলে।

- সাতচল্লিশটি দেশের ইডিআই ০.৯৫ অথবা তার ওপরে রয়েছে এবং দেশগুলোকে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনকারী অথবা লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি দেশ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই শ্রেণীভুক্ত উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের প্রায় সবগুলো দেশের সঙ্গে ছয়টি ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশ এবং চারটি মধ্য এশিয়ার দেশ যোগ করা যায়।
- ঊনপঞ্চাশটি দেশের সর্বত্রই ইডিআই এর মূল্যমাণ ০.৮০ থেকে ০.৯৪ এর মধ্যে। পনেরটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশের মধ্যে বেশির ভাগ দেশ এই শ্রেণীভূক্ত কারণ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার মাত্রা বেশ কম (গুণগত প্রকসী)। আরব দেশগুলোতে বয়স্ক সাক্ষরতার হার কম হওয়ায় সার্বিকভাবে ইডিআই এর মূল্যমান কম। সাব-সাহারান আফ্রিকার এই শ্রেণীভূক্ত ৮টি দেশের বেশির ভাগেরই অবস্থান হচ্ছে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে অথবা ছোট/ক্ষুদ্র দ্বীপে।
- ঊনত্রিশটি দেশের ইডিআই এর মান ০.৮০ এর নিচে। এর দুই-তৃতীয়াংশ সাব-সাহারান আফ্রিকায়, কিন্তু কিছু আরব দেশ, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও এই শ্রেণীভূক্ত। পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ভাষাভাষি ৫টি দেশ এই শ্রেণীভুক্ত যাদের মান ০.৬০ এর নিচে।

২০০৩ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে সূচক গড়ে ১.৬% বেড়েছে। আশাব্যঞ্জকভাবে এই বৃদ্ধি ৪.৩% ঐসব দেশেই হয়েছে যারা সর্বনিম্ন ইডিআই শ্রেণীভুক্ত (চিত্র ১.১)। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ইডিআই সূচকে সর্বনিম্নে অবস্থানকারী ডজন খানেক দেশেই হয়তো সংঘাত চলছে নয়তো দেশটি সংঘাত পরবর্তী অবস্থায় রয়েছে। ফলে তথ্যের অভাবে বিশ্লেষণ থেকে এদের বাদ দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা: সম্প্রসারিত হচ্ছে কিন্তু সবার জন্য নয়

২০১৫ সাল হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ও সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নির্ধারিত সময়। যদি সকল

১. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা: সার্বিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার নেট ভর্তির অনুপাত; বয়স্ক সাক্ষরতা: ১৫ এবং তার বেশী বয়সী লোকদের সাক্ষরতার হার; জেন্ডার প্যারিটি এবং সমতাঃ জেন্ডারভিত্তিক ইএফএ সূচক; শিক্ষার গুনগত মান: পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত টিকে থাকার হার।

বিশ্বজুড়ে ভর্তির উর্দ্ধগতি থেকে মেয়েরা উপকৃত হচ্ছে

শিশুকে ঐ সময়ের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে হয় তা হলে ২০০৯ সালের মধ্যে যথাযথ বয়সী শিশুদের সবাইকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে হবে। এটা বাস্তবায়ন করতে হলে বেশি পরিমাণে আসন বৃদ্ধি ও শিক্ষক বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহি: উৎস থেকে অর্থ যোগান বাড়াতে হবে। সরকারদের বুঝতে হবে যে কেন কিছু সংখ্যক শিশু কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না কিংবা অকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং উক্ত সমস্যা নিরসনের জন্য যথাযথ কর্মসূচি তৈরি করতে হবে।

২০০৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৮ কোটি ২০ লক্ষের (৬৮২ মিলিয়ন) মত শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, যা ১৯৯০ থেকে ৬% বেশি। এই সংখ্যা সাব-সাহারান আফ্রিকায় (২৭%), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (১৯%) মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে এবং ধীরলয়ে বেড়েছে আরব দেশগুলোতে (৬%)। বিশ্বজুড়ে প্রাথমিক স্তরে নেট ভর্তি অনুপাত (NER)[২] ১৯৯৯ সালের ৮৩% থেকে বেড়ে ২০০৪ সালে ৮৬% হয়েছে (চিত্র ১.২)। যেসব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কম ছিল সে অঞ্চলগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে নেট ভর্তি অনুপাত ৫৫% থেকে বেড়ে ৬৫% এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে বেড়ে ৭৭% থেকে ৮৬% হয়েছে। ১৯৯৯ সালে NER ৮৫% এর নিচে ছিল অধিকাংশ দেশেই এখন এর বেশ অগ্রগতি হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা খুবই লক্ষণীয় (যেমন ইথিওপিয়া, লেসোথো, মরোক্কো, মোজাম্বিক, নেপাল, দি নাইজার, তাঞ্জানিয়া)। তবে কিছুটা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে ১৯৯৯ সালে যে ৪৫টি দেশের NER ৮৫% এর উর্দ্ধে ছিল তাদের ২৪টি দেশেই বিগত বছরগুলোতে কমতে শুরু করেছে।

বিশ্ব জুড়ে ভর্তির এই উর্দ্ধ গতির ধারা থেকে মেয়েরা উপকৃত হচ্ছে। যেসব দেশে ভর্তির অনুপাত কম এবং জেন্ডার বৈষম্য বেশি সেখানে বেশি সংখ্যক মেয়েরা ভর্তি হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে ২০০৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৯৪ জন বালিকা ভর্তি হয়েছিল, যে সংখ্যা ১৯৯৯ সালে ৯২ জন ছিল। ২০০৪ সালে ১৮১টি দেশের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে দুই-তৃতীয়াংশ দেশ প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে। কিছু দেশ ১৯৯৯ সাল থেকেই জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে, এর মধ্যে রয়েছে মালাবী, মৌরিতানিয়া, কাতার ও উগান্ডা। বিশেষ করে আফগানিস্তানে (প্রতি ১০০ ছেলের বিপরীতে মাত্র ৪৪ জন মেয়ে), সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, চাদ, দি নাইজার, পাকিস্তান ও ইয়েমেনে জেন্ডার ব্যবধান খুব বেশি। তবে বিদ্যালয়ে একবার ভর্তি হতে পারলে বেশি

২. বিশেষ কোন শিক্ষার স্তরে অফিসিয়াল ভাবে নির্ধারিত বয়সী ভর্তিকৃত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ঐ স্তরের জন্য সরকারিভাবে নির্ধারিত বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা হার হিসাবে দেখানো হয়।

চিত্র ১.১: ২০০৩ সাল থেকে ২০০৪ সালে পরিবর্তিত ইডিআই

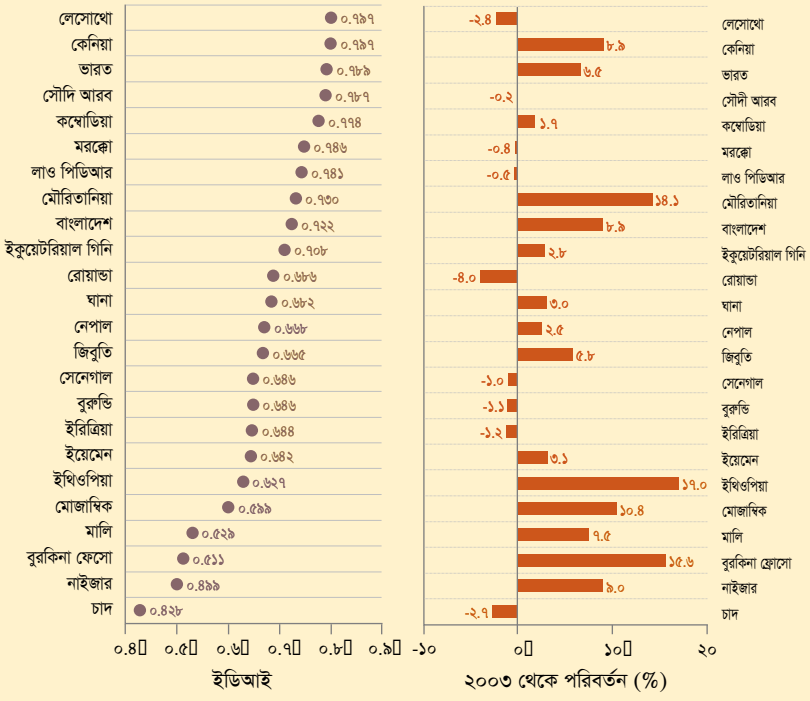

দ্রষ্টব্য: যেসব দেশের ইডিআই এর মান ০.৮০ এর নিচে চিত্রে তাদের দেখান হয়েছে।
উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাংগ প্রতিবেদন।

চিত্র ১.২: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তি অনুপাত: ১৯৯৯ ও ২০০৪

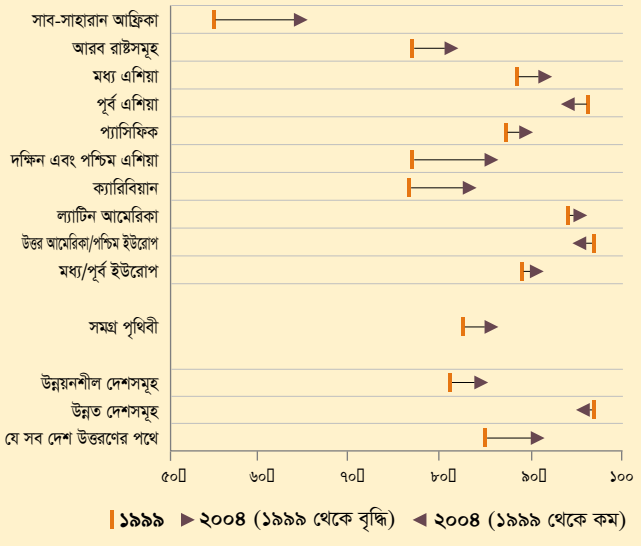

উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

দিন টিকে থাকার প্রবণতা মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। তারা ভাল ফলাফল করে কিংবা ছেলেদের অপেক্ষা ভাল ফলাফল করে।

প্রথম শ্রেণীতে নতুন ভর্তিকৃতদের বর্দ্ধিত সংখ্যার মধ্যেই বিশ্বজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ পরিলক্ষিত হয়। সাব-সাহারান আফ্রিকায় ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যেই এই বৃদ্ধি ছিল ৩০.৯%। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে প্রথম শ্রেণীতে নবাগতের ভর্তি বৃদ্ধি ছিল ১১.৫%, আরব দেশগুলোতে ৯.১% এবং ইয়েমেনে তা লাফিয়ে উঠেছে ৫৭% এ।

প্রথম শ্রেণীতে দেরিতে ভর্তি হওয়ার প্রচলন দেখা যায় সাব-সাহারান আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে। যেসব শিশুরা বেশি বয়সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তারা শিখনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় ভুগে এবং তাদের শিক্ষার পরবর্তী স্তরে যাবার সম্ভাবনা কমে যায়। সাধারণত: দরিদ্র পরিবার থেকে আগত এবং গ্রামাঞ্চলের শিশুদেরই বেশি বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে মায়ের শিক্ষাও বেশ প্রভাব ফেলে থাকে। কেনিয়াতে শিশুদের ৬০% যাদের মায়েদের কোন শিক্ষাই নেই স্কুলে দেরিতে ভর্তি হয়েছিল। সে তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়েদের শিশুদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ শিশু দেরিতে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়।

কত সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে?

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে।[৩] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের আনুমানিক হিসাবের সঙ্গে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের সরকারি হিসাব তুলনা করে দেখা যায় যে ২০০৪ সালে ৭৭ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল যা ১৯৯৯ সালের চেয়ে ২১ মিলিয়ন কম। এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ কমে যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সব অঞ্চলেই এদের সংখ্যা ২০০২ থেকে ২০০৪ এর মধ্যে কমে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি কমেছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (৩১ মিলিয়ন থেকে কমে ১৬ মিলিয়ন হয়েছিল), সম্ভবত: ভারতে বিরাট সংখ্যক বহির্ভূতদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে। সারা বিশ্বের বিদ্যালয় বহির্ভূতদের অর্ধেকের বাস হচ্ছে সাব-সাহারান আফ্রিকাতে, যদিও এদের সংখ্যা ১৯৯৯-২০০৪ সালের মধ্যে ৪৩ মিলিয়ন থেকে কমে ৩৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি (৫৭%) যা ১৯৯৯ সালে ছিল ৫৯%। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে এদের হার বেশি (৬৯%)। মোট ১১২টি দেশের মধ্যে ২৮টি উন্নয়নশীল দেশের যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি দেশে অর্ধেক মিলিয়নেরও বেশি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু রয়েছে। এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ভারত ও ইথিওপিয়াতে, যা বেশি থেকে কম ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে। ঐ চারটি দেশে বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা (২৩ মিলিয়ন) সবচেয়ে বেশি (চিত্র ১.৩)।

৭৭ মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ে নেই

আনুমানিক হিসাবে বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা কমে যাওয়া আশাব্যঞ্জক হলেও এতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কিছু দেশের শিক্ষার্থী সংক্রান্ত সরকারি/তথা প্রশাসনিক তথ্য ও উপাত্ত, বিদ্যালয় উপস্থিতি সম্পর্কিত অন্যান্য দেশের বাড়িভিত্তিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য (UIS-UNICEF যৌথ গবেষণা) ব্যবহার করে ২০০২ সালে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা ১১৫ মিলিয়ন হিসাব করা হয়েছিল। ঐ বছরে কেবল সরকারি হিসাবেই সংখ্যা হয়েছিল ৯৪ মিলিয়ন। তাছাড়া দুটি হিসাবেই হয়ত যেসব শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত যায় না তা কম করে গণনা করা হয়েছিল : উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সম্পর্কিত সম্প্রতিকালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে স্কুল ভিজিটের দিনে শিক্ষার্থীদের গড় অনুপস্থিতি শতকরা ৩০ ভাগ ছিল।

কোন সেই শিশুরা - বিদ্যালয়ে নেই?

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা কমানোর জন্য কার্যকর নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের ভালভাবে জানা প্রয়োজন যে এসব শিশুরা কারা। UIS/UNICEF স্টাডী ও বর্তমান প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের পারিবারিক পটভূমিসহ অন্যান্য অবস্থা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলী, শিক্ষা সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখা হয়। প্রমাণ সমৃদ্ধ উক্ত কাজগুলো নানা অসুবিধা মোকাবিলার জন্য কার্যকর কর্মসূচি তৈরির ক্ষেত্রে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। (বক্স ১.২)

৩. এই প্রতিবেদনটি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যার আরো সঠিক পরিমাপ করেছে। পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি তাদের ওপর ভিত্তি করে এই হিসাবটি করা হত। এই বয়সের বিদ্যালয় বহির্ভূত কিছুকিছু ছেলেমেয়েরা ইতোমধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সংগা অনুযায়ী বিদ্যালয় বহির্ভূত একটি শিশু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক কোন বিদ্যালয়েই ভর্তি হয়নি।

২০০৪ সালে ৭৭ মিলিয়ন বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের থেকে ৭ মিলিয়ন ড্রপ-আউট করেছিল, ২৩ মিলিয়ন বিদ্যালয়ে বিলম্বে ভর্তি হয়েছিল এবং বাকি ৪৭ মিলিয়ন শিশুর বাড়তি সুবিধা ছাড়া বিদ্যালয়ে কোন দিনই ভর্তি হওয়া সম্ভবপর নয়। শেষের শ্রেণীভুক্ত শিশুদের সংখ্যা ঐসব অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি যেখানে শিক্ষার সূচকগুলো সবচেয়ে নিচে রয়েছে যেমন সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায়। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিকের মতোই বিলম্বে ভর্তি হওয়া শিশুদের সংখ্যা ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম এমন শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি।

বাড়িভিত্তিক জরিপে ৮০টি দেশে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের পারিবারিক পটভূমি তথা সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো পাওয়া যায়। (চিত্র ১.৪)

- *জেন্ডার:* যেসব বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে তাতে জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য অতি ক্ষুদ্র। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি। আরব দেশগুলোতে (১০০ টি ছেলের বিপরীতে ১৩৪টি মেয়ে স্কুলের বাইরে), দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (১২৯টি মেয়ে) এবং কিছু কিছু দেশে যেমন ইয়েমেনে (১৮৪টি মেয়ে), ভারতে (১৩৫টি মেয়ে) এবং বেনিনে (১৩৬টি মেয়ে)।
- *বাসস্থান:* ঐসব দেশগুলোর মধ্যে ২৪টি দেশে বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের সংখ্যা শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রায় দ্বিগুণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায় বুরকিনা-ফাসো, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া ও নিকারাগুয়াতে। সাব-সাহারান আফ্রিকা, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে ৮০% এর বেশি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু গ্রামে বাস করে।
- *পারিবারিক সম্পদ:* সবচেয়ে ধনী ২০% পরিবারের শিশুদের চেয়ে দরিদ্রতম ২০% পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার সম্ভাবনা তিনগুণ। এই অবস্থা আরব দেশেগুলোতে সর্বাপেক্ষা বেশি এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সবচেয়ে কম।
- *মায়ের শিক্ষা:* শিক্ষিত মায়ের সন্তানের চেয়ে শিক্ষাবিহীন মায়ের সন্তানের বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। দক্ষিণ এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকাতে এই গুণক ২.৫ এর কাছাকাছি।

বিদ্যালয়ের সুযোগ থেকে বাদ পরে যাবার সার্বিক ফলাফল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। গিনিতে শহরের শিক্ষিত মায়ের এবং সবচেয়ে ধনী মুষ্টিমেয় পরিবারের একটি ছেলের গ্রামের দরিদ্রতম পরিবারের শিক্ষাবিহীন মায়ের একটি মেয়ে শিশুর তুলনায় বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ ১২৬ গুণ বেশি।

চিত্র ১.৩: যেসব উন্নয়নশীল দেশে ৫ লক্ষেরও বেশি শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত, ২০০৪

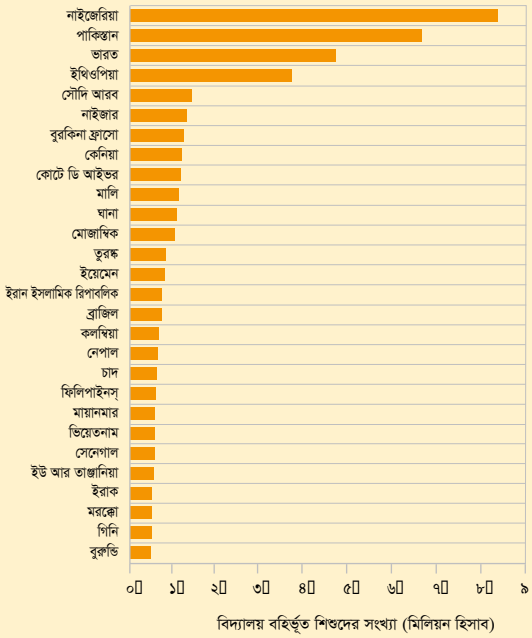

উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

চিত্র ১.৪: ৮০টি দেশের বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলী

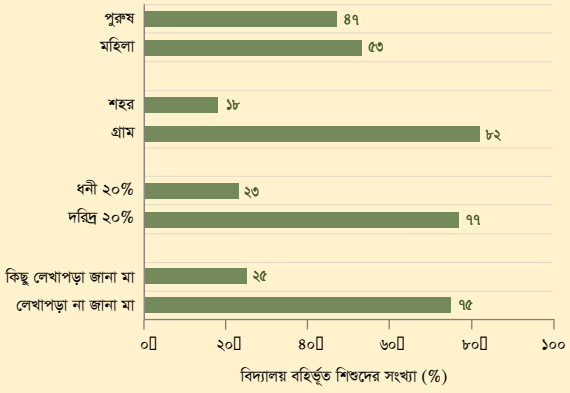

উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

কত সংখ্যক শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীতে পৌঁছে থাকে?

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের অবস্থানের মেয়াদ নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং নানাবিধ কারণ দিয়ে প্রভাবান্বিত। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে পরিবারের দারিদ্র্য শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বাধা। কিছু কিছু দেশে শিক্ষার মোট ব্যয়ের ৪০ ভাগ (বেতন, পাঠ্যবই, ইউনিফরম ও যাতায়াত) খরচ পরিবারকে বহন করতে হয়। শিশুদের প্রায়শ পরিবারের আয় পূরণে সহায়তা করার জন্য কাজ করতে হয় (বক্স ১.১) অথবা ছোট ভাই-বোনদের যত্ন নিতে হয়। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে আসার পরে, জনাকীর্ণ শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের শিক্ষা, নিম্নমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিখন সামগ্রীর স্বল্পতা শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের ঝুঁকি বাড়িয়ে থাকে।

২০০৩ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৩২টি দেশের অর্ধেক দেশেই ১ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিশু দলের (cohort) প্রায় ৮৭% শেষ শ্রেণীতে পৌঁছতে পেরেছিল। তবে এই গড় হার উল্লেখযোগ্যভাবে আঞ্চলিক পার্থক্য লুকিয়ে রাখে। ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে সার্বিকভাবে শিশুদের প্রবেশ ও অংশগ্রহণ বেশি হলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা সমাপ্তকরণ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বেশিরভাগ দেশেই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিশুদের ৮৩% এর কম সংখ্যক শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে দুই-তৃতীয়াংশের কম শিক্ষার্থী শেষ শ্রেণীতে পৌঁছতে পেরেছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশে (বাংলাদেশ ও নেপাল অন্তর্ভুক্ত) বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার বেশ কম।

যেসব কারণ শিশুদের বিদ্যালয়ের বাইরে রাখে তা ঝরে পড়াকেও প্রভাবান্বিত করে। এটি অপ্রত্যাশিত নয় যে গ্রামের এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ছেলে কিংবা মেয়েই হোক- বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ইথিওপিয়াতে শহরাঞ্চলের শিশুদের চেয়ে গ্রামাঞ্চলের শিশুদের ঝড়ে পড়ার সম্ভাবনা ৬০ গুণ বেশি। বুরকানিয়া-ফাসো, মালি ও মোজাম্বিকে দরিদ্রতম ৪০% পরিবারের যেসব শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল তাদের মাত্র ১০% লেখাপড়া সমাপ্ত করতে পেরেছে।

যে অনুপাতে শিক্ষার্থীরা শেষ শ্রেণীতে পৌঁছে ও সাফল্যের সাথে শেষ শ্রেণী থেকে পাশ করে বের হয় তার মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য (২০ শতাংশের উপরে) রয়েছে। কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃতিত্ব অর্জনে ঘাটতি এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সীমিত আসন সংখ্যার জন্য কঠিন নির্বাচনী ভর্তি পরীক্ষা। ফলশ্রুতিতে পরিপূর্ণভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যবস্থা করা এই দুটি প্রধান শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপর চাপ

অনেক দেশেই ৯ বছর মেয়াদী সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা দেয়ার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। দুই শত তিনটি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ১৯২টি দেশ 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন' রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। এদের তিন-চতুর্থাংশ দেশেই নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদা বেড়ে চলেছে। মাধ্যমিক স্তরে ২০০৪ সালে ৫০২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ সালের চেয়ে ১৪% বেশি। আরব দেশগুলো, সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে (প্রতিটি দেশে ২০% করে বৃদ্ধি)। সাব-সাহারান আফ্রিকা

সাব-সাহারান আফ্রিকাতে দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম শিক্ষার্থী শেষ শ্রেণীতে পৌঁছেছিল

বক্স ১.১: শিশুশ্রম কমানো প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার চাবিকাঠি

অনেক শিশুই যারা বিদ্যালয়ে নেই, ক্রমাগত দারিদ্র্য ও এর ব্যাপকতার ফলে যে কোন ধরনের কাজে এদের যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশু শ্রমের উদাহরণ কমেছে, তবুও এখন পর্যন্ত ২১৮ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক রয়েছে, এদের তিন-চতুর্থাংশের বয়স ১৪ এর নিচে। ঐ বয়সী শিশুদের মধ্যে ১২৬ মিলিয়ন ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু এমন সব কাজে নিয়োজিত যা চরম শিশু নিষ্পেষণ তথা নিপীড়নমূলক কাজ হিসাবে বিবেচিত- শিশু পাচার, ঋণ পরিশোধের নামে দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া, দাসত্ব, পতিতা বৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কাজ। ২০০৬ সাল নাগাদ ১৫৩টি দেশই দুটি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল যা সরাসরি শিশুশ্রম সম্পর্কিত। অনেক দেশেই বাড়ির কাজে শিশু শ্রমের চাহিদা কমিয়ে আনার জন্য আর্থিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করতে পারে। অন্যান্যরা যথোপযুক্ত, নমনীয় শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে সরাসরি কর্মজীবী শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

বাদে প্রতিটি অঞ্চলের অর্ধেক দেশে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের হার ছিল ৯০% এর কাছাকাছি। উক্ত দেশগুলোতে দুই-তৃতীয়াংশের চেয়ে কিছু কম শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসেছিল।

উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ও প্যাসিফিক অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রায় সর্বজনীন। মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে রয়েছে। বিপরীত দিকে মাধ্যমিক স্তরে গড় শিক্ষার্থী অনুপাত (GER)[৪] সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ৩০% এর নিচে, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় ৫১% এবং আরব দেশগুলোতে ৬৬%। যদিও মাধ্যমিক স্তরে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে তবে তা এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের চেয়ে অনেক কম, ২০০৪ সালে বিশ্বজুড়ে মাধ্যমিক স্তরে গড় মোট ভর্তির হার (GER) ছিল ৬৫%।

বিশ্বজুড়ে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে অংশগ্রহণ বা ভর্তির হার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে অনেক বেশি, ২০০৪ সালে এই দুই স্তরের মোট ভর্তির হার ছিল যথাক্রমে ৭৮% ও ৫১% (চিত্র: ১.৫)।

ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তিতে অনেক বেশি পার্থক্য/ অসমতা রয়েছে

৪. বিশেষ কোন শিক্ষার স্তরে ভর্তিকৃত যে কোন বয়সী ছেলেমেয়েদের মোট সংখ্যা ঐ স্তরের শিক্ষার জন্য সরকারিভাবে নির্ধারিত বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা হার হিসাবে দেখান হয়।

চিত্র ১.৫: মাধ্যমিক স্তরে গড় ভর্তি অনুপাত: স্তর ও অঞ্চলভিত্তিতে, ২০০৪

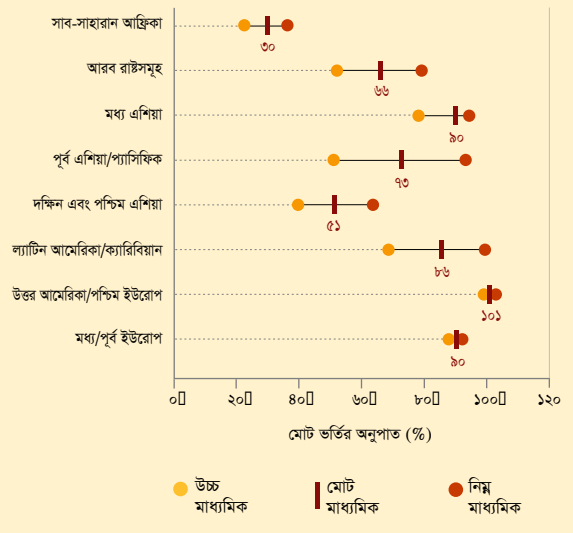

উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দুই পর্যায়ে পূর্ব এশিয়া এবং প্যাসিফিক (৪২), ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান (৩১) অঞ্চলে ভর্তির পার্থক্য অনেক বেশি (শতাংশ পয়েন্টে)। এই ভর্তির হার, উভয়ের জন্য, বৈশ্বিক গড় (২৭) থেকে অনেক বেশি।

ক্রম বর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য দৃশ্যমান। সাধারণত: প্রান্তিক পর্যায়ের শিশুরা (দরিদ্র, বিশেষ জাতি/গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং প্রায়শ: মেয়ে শিশু) এক্ষেত্রে বাদ যায়। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে বিদ্যালয় বহির্ভূতরা মূলত: দরিদ্রতর, গ্রামে বাস করে এবং মেয়ে। মুষ্টিমেয় উচ্চ আয়ের সর্বোচ্চ এক পঞ্চমাংশ পরিবার থেকে আগত প্রায় ৫০% ছেলে ৭ম শ্রেণী সমাপ্ত করে, কিন্তু নিম্ন আয়ের সর্বনিম্ন এক পঞ্চমাংশ পরিবার থেকে আগত মাত্র ৪% মেয়ে তা করতে পারে।

কেবলমাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশ মাধ্যমিক স্তরে ও দুই-তৃতীয়াংশ দেশ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার প্যারিটি অর্জন করেছে। এই অবস্থা শিক্ষার প্রতিটি স্তরে জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচি তৈরির অত্যাবশ্যকতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়। বিদ্যালয়ে যৌন সহিংসতা ও হয়রানী শক্তভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। পাঠ্যবইগুলোর পক্ষপাতদুষ্টতা সংশোধন, জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও লোকাচার ভেঙ্গে দেয়া সমাজে সমতা বিধানের কৌশলগুলোর প্রয়োজনীয় উপাদান।

মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার অসমতার ধরণ প্রাথমিক স্তরের চেয়ে বেশ জটিল। অনেক দেশ রয়েছে যেখানে মাধ্যমিক স্তরে ছেলেরাও অসুবিধাজনক স্থানে রয়েছে তা সত্ত্বেও জেন্ডার অসমতা মেয়েদের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ফলে মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীর (বৈষম্যের ক্ষেত্রে এরা এগিয়ে) অনুপাত কম। আফগানিস্তান, চাদ, গিনি, টোগো, ইয়েমেনে (প্রতি ১০০ জন ছেলের বিপরীতে ৫০ জনেরও কম মেয়ে মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি হয়ে থাকে। উন্নত দেশসহ ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানের কিছু দেশে ছেলেদের প্রতিকূলে জেন্ডার অসমতা দেখা যায়।

উচ্চ শিক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে জেন্ডার সমতা থেকে দূরে

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের সাথে অন্তত দু'ভাবে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত : প্রত্যক্ষভাবে জেন্ডার সমতা

অর্জনের উদ্দেশ্যের উপাদান হিসেবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও প্রশাসক সরবরাহের প্রধান যোগানদার হিসাবে। বিশ্বজুড়ে ২০০৪ সালে ১৩২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা স্তরে ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ সালের চেয়ে ৪৩% বেশি। এই প্রবৃদ্ধির তিন-চতুর্থাংশে ঘটেছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, কেবল চীনেই বেড়েছিল ৬০%। এই স্তরে মোট ভর্তি সংখ্যা ২৪%, কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া (১০%) এবং সাব সাহারান আফ্রিকায় (৫%) খুবই কম।

উচ্চ শিক্ষা স্তরে জেন্ডার সমতা রয়েছে কেবল এনডোরা, সাইপ্রাস, জর্জিয়া, মেক্সিকো ও পেরুতে। উন্নত ও পরিবর্তনশীল দেশগুলোতে এই স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের মধ্যে এক্ষেত্রে কিছু উন্নতি হলেও মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় অনেক কম। ২০০৪ সালে গড়ে প্রতি ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে ৮৭ জন মেয়ে ভর্তি হয়েছিল যা ১৯৯৯ সালে ৭৮ জন ছিল। উচ্চ শিক্ষা স্তরে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শাখার তুলনায় শিক্ষা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় মেয়েদের বেশি হারে অংশগ্রহণ সমাজের জেন্ডার বৈষম্যকে আরো জোরদার করে চলেছে। বিশেষ করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ, সমান বেতন এবং ব্যবস্থাপকের পদে আসীন হওয়ার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য প্রকটভাবে বিরাজমান।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং শিক্ষার্থীরা কত ভাল শিখে তা যাচাই করে মান উন্নত করা যায়

এই প্রতিবেদনের প্রতিটি সংস্করণে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের কত ভালভাবে সেবা দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুরা বিদ্যালয় থেকে অকালে ঝরে পড়লে অথবা মৌলিক সাক্ষরতা ও গণনার দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তা আংশিকভাবে শিক্ষার নিম্ন মানের চিত্রকেই তুলে ধরে। সারা বিশ্বের শ্রেণীকক্ষে কি হচ্ছে তার মূল্যমান যাচাইয়ের দুটি প্রধান মাত্রা হচ্ছে ঃ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অর্জন বিষয়ক তথ্যাবলী।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার প্রতি দৃষ্টি দেয়া

শিক্ষার গুণগত মানের সূচক হিসাবে প্রায়শ: শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থী সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (PTRs) ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় কমে গিয়েছিল। দুই হাজার চার সালের প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী ১৭৪টি দেশের ৮৪% দেশেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০ জনেরও কম। প্রায় ৩০টি দেশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৪০ : ১ এর বেশি ছিল। এবং এদেশগুলোর বেশির ভাগই সাব-সাহারান আফ্রিকায় অবস্থিত, তবে পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক, দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার বেশ কিছু দেশও রয়েছে। যেসব দেশে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি বাড়ছে সেসব দেশে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত বাড়ার প্রবণতা রয়েছে। কংগো, ইথিওপিয়া ও মালাবীতে শিক্ষক প্রতি ৭০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।

বেশির ভাগ দেশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অধিকাংশই মহিলা

বেশির ভাগ দেশেই স্কুল শিক্ষকদের অধিকাংশই হচ্ছে মহিলা, যদিও এর ব্যতিক্রম রয়েছে। আফগানিস্তান, বেনিন, চাদ ও টোগোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে জেন্ডার পার্থক্য ছেলেদের অনুকূলে বেশি অর্থাৎ ছেলেদের সংখ্যা মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। এসব দেশে প্রাথমিক স্তরে মোট শিক্ষকের মধ্যে মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ অথবা তার চেয়েও কম। উচ্চ শিক্ষা স্তরে মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতা মূলত পুরুষদেরই পেশা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪১টি দেশের প্রায় অর্ধেক দেশে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের হার কিছুটা বেড়েছিল। বাহামা, নামিবিয়া ও রুয়ান্ডায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি(৬০% এর বেশি) লক্ষ করা যায়। তথাপিও ৭৬টি দেশের প্রাথমিক ও ৫৯টি দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০৪ সালের তথ্যে দেখা যায় যে এসব দেশের অর্ধেকগুলোতেই এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষকের শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় লেবানন, নেপাল ও টোগোতে নির্ধারিত জাতীয় মান অনুযায়ী অর্ধেকেরও কম শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

যেসব অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রমাগতভাবে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়ছে সেসব স্থানে শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রতি বছর সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, পাকিস্তান ও সৌদী আরবে অতিরিক্ত ৬৫০০০ শিক্ষক এর দরকার রয়েছে। সাব-সাহারান আফ্রিকাতে ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং ঐ অঞ্চলের অনেক দেশেই

শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে ৪০ : ১ এ আনতে হলে ১.৬ মিলিয়ন অতিরিক্ত (২.৪ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়ন) শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ঘনিষ্ঠভাবে দুটি প্রধান ইস্যু/বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত: শিক্ষকদের পদ-মর্যাদা এবং চাকুরীর শর্তাবলী। সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার[৫] কিছু দেশে "শিক্ষক প্রেষণা" সংক্রান্ত পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে কম আয়-সম্পন্ন দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে কাজ না করার সমস্যায় আক্রান্ত। শহরের স্কুলে শিক্ষকতার চেয়ে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ বেশ কঠিন। শিক্ষকদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা বাড়ানোর জন্য গবেষণাতে বেশ কয়েকটি কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো ঃ

- পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ভাল বাসস্থান, এসব গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের ধরে রাখার জন্য খরচ ও সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে লাভজনক পন্থা।
- গ্রাম অঞ্চলে কাজ করার জন্য বিশেষ ভাতা প্রদান যা কষ্টকর পরিস্থিতিতে কাজের ক্ষতিপূরণ হিসাবে পর্যাপ্ত হওয়া উচিত।
- গ্রামাঞ্চলে কষ্টকর পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের পরিশ্রমের জন্য দ্রুত প্রমোশনের ব্যবস্থা করা উচিত এবং/অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণে তাদের নিজস্ব পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া উচিত।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ ও সংলাপ এবং বিদ্যালয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকদের বেশি করে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত।

শিক্ষকদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার বিভিন্ন পন্থা ল্যাটিন আমেরিকার বেশ কিছু দেশে চালু রয়েছে। বলিভিয়া গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেছে। চিলি ও মেক্সিকো কৃতিত্ব ও কর্ম-সম্পাদনভিত্তিক বিশেষ সুবিধা প্যাকেজ চালু করেছে; চিলিতে এই কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অনেক বেড়েছে। এলসালভাডোর ও হন্ডুরাসে বিদ্যালয়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শিক্ষকরা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট মতামত দিতে পারে। ব্রাজিলে বিভিন্ন রাজ্য সরকারদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য উৎসাহিত করা ও অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় কর্মসূচি রয়েছে।

শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণকে বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বেশ কিছু দেশে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু ও চাকুরীকালীন অভিজ্ঞতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিউবাতে সব ধরনের চাকুরী-পূর্ব প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ভিত্তিক। এ ধরণের ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা/পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয়, প্রশিক্ষক এবং পরামর্শদাতা। সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশসমূহে কিছু স্বল্প মেয়াদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ, একটি ধারা হিসাবে গড়ে উঠেছে। গিনি ১৯৯৮ সালে তিন বছরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ২ বছর মেয়াদী করেছে এবং ফলে সেখানে প্রতি বছর ১৫০০ করে প্রশিক্ষণার্থী পাওয়া যাচ্ছে। এই জাতীয় সংস্কারের আগে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা প্রতি বছরে ছিল মাত্র ২০০। শিক্ষক সরবরাহ বাড়ানোর একটি প্রধান কৌশল হচ্ছে চাকুরী পূর্ব প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমানো। ক্রমে ক্রমে অনেক দেশই স্বল্পকালীন এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে এখন প্রশিক্ষণরত শিক্ষকরা প্রশিক্ষণকালের দুই-তৃতীয়াংশ সময় বিদ্যালয়ে কাটাতে পারে।

জাতীয়ভিত্তিতে শিখন ফলাফল পরিমাপের ক্রমবর্ধমান ধারা

১৯৯০ সাল থেকে অনেক দেশের সরকার শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন ফলাফলের মূল্য যাচাই বা পরিমাপ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সময়ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফল অর্জনে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তা মূল্যায়ন করা হচ্ছে। শিখনের জাতীয়ভিত্তিক মূল্যায়ন দেশের সরকারকে শিক্ষাব্যবস্থার দক্ষতা ও গুণগত মান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণত: জাতীয়ভিত্তিতে নির্ধারিত মানদন্ডের নিরিখে কিছু নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। যদিও এ ধরনের মূল্যায়নের মাঝে উল্লেখযোগ্যভাবে গুনগতমানের পার্থক্য থাকতে পারে তথাপি শিক্ষার মান তদারক করার ক্ষেত্রে একে গুরুত্বপূর্ণ এক নতুন জাতীয় উদ্যোগ বলা যায়।

৫. ঘানা, ভারত, লেসেথো, মালাবী, সিয়েরা লিওন, তাঞ্জানিয়া এবং জাম্বিয়া।

আন্তর্জাতিকভাবে শিখনের মূল্য যাচাই তথা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ষাটের দশকে শুরু হয় এবং এতে বেশি সংখ্যক দেশ অংশগ্রহণের ফলে বৈশ্বিক অগ্রগতি তদারক করা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৮৯ সাল থেকে মধ্যম ও স্বল্প আয়ের দেশগুলো বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়নে বেশি সংখ্যায় অংশ নিচ্ছে। এই প্রক্রিয়া ল্যাটিন আমেরিকা, সাব-সাহারান আফ্রিকা ও প্যাসিফিক দ্বীপগুলোতে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্দীপনা জুগিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত আন্ত:জাতীয় সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে ক্রমাগতভাবে যে তথ্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো স্বচ্ছল পরিবার ও মূল সাংস্কৃতিক ধারা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের চেয়ে দরিদ্রতর পরিবার ও মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিম্নমানের। উন্নতমানের লেখাপড়া জানা বাড়ির পরিবেশ (যেখানে বই, সংবাদপত্র, লিখিত সামগ্রীর সহজলভ্যতা রয়েছে) শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতা অর্জন গুরুত্বপূর্ণভাবে বাড়িয়ে থাকে। দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্থ পরিবারের শিশুদের শিক্ষার মান বাড়ানো সবচেয়ে বেশি জরুরি।

সারণী ১.১: ২০০০-২০০৪ সালের বয়স্ক (১৫+) সাক্ষরতার হার এবং জিপিআই, ও ২০১৫ সালের জন্য অভিক্ষেপণ (projection).

	২০০০-২০০৪		২০১৫	
	সাক্ষরতার হার (%)	জিপিআই	সাক্ষরতার হার (%)	জিপিআই
	মোট	পুরুষ/মহিলা	মোট	পুরুষ/মহিলা
সারা বিশ্ব	৮২	০.৮৯	৮৭	০.৯২
সাব-সাহারান আফ্রিকা	৬১	০.৭৭	৬৭	০.৮৪
আরব রাষ্টসমূহ	৬৬	০.৭২	৭৯	০.৮২
মধ্য এশিয়া	৯৯	০.৯৯	১০০	১.০০
পূর্ব এশিয়া/প্যাসিফিক	৯২	০.৯৩	৯৬	০.৯৬
পূর্ব এশিয়া	৯২	০.৯৩	৯৬	০.৯৬
প্যাসিফিক	৯৩	০.৯৮	৯৩	০.৯৯
দক্ষিন এবং পশ্চিম এশিয়া	৫৯	০.৬৬	৬৮	০.৭৪
ল্যাটিন আমেরিকা/ক্যারিবিয়ান	৯০	০.৯৮	৯৪	০.৯৯
ক্যারিবিয়ান	৭০	১.০০	৯৭	১.০১
ল্যাটিন আমেরিকা	৯০	০.৯৮	৯৪	০.৯৯
উত্তর আমেরিকা/পশ্চিম ইউরোপ	৯৯	১.০০	১০০	১.০০
মধ্য/পূর্ব ইউরোপ	৯৭	০.৯৭	৯৮	০.৯৮

উৎস: অধ্যায় ২, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাংগ প্রতিবেদন।

শিখন ও জীবন দক্ষতাগুলো : উন্নততর পরিবীক্ষণের পথে

ব্যাপক ও বিভিন্ন ধর্মী কর্মকান্ড এবং পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান শিখন ও জীবন দক্ষতা অর্জন কর্মসূচির সাথে জড়িত থাকায় মনিটরিং এর কাজ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বস্তুতপক্ষে সবার জন্য শিক্ষার ৩ নং লক্ষ্যই হচ্ছে যেসব অল্পবয়স্ক এবং বয়স্ক ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বাদ পড়েছে তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া। কিছু দেশ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে এদের জন্য শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তবে এদের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া মুশকিল। ইউনেস্কো ও এর সদস্য ইনস্টিটিউটগুলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি "Non-Formal Education Management Information System" মডেল তৈরি করছে এবং কিছু কিছু দেশে যেমন কম্বোডিয়া, ভারত, জর্দান এবং তাঞ্জানিয়াতে তা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সাক্ষরতা : লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা মুশকিল

দুই হাজার ছয় সালের রিপোর্টে সাক্ষরতার ওপর বিস্তৃত প্রতিবেদন রয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতিগুলো কোন ব্যক্তির সাক্ষরতার দক্ষতাগুলো এবং উৎকর্ষতার সরাসরি পরিমাপ করে না এবং ফলে এগুলো আসল সমস্যার মাত্রাও তুলে ধরতে পারে না। এ জাতীয় গতানুগতিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসারে প্রায় ৭৮১ মিলিয়ন বয়স্কদের সাক্ষরতা দক্ষতা নেই, এদের দুই-তৃতীয়াংশ মহিলা। সাক্ষরতাবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠদের বাস দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকা, পূর্ব-এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে। প্রথম দুটি অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষরদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও জাতীয় নীতিনির্ধারকদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া না হলে সারা বিশ্বে নিরক্ষরদের সংখ্যা ২০১৫ সাল নাগাদ মাত্র ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) কমবে (সারণী: ১.১)।

সাক্ষরতার হার বেড়েছে সব অঞ্চলেই, তবে তুলনামূলকভাবে এখনও কম হচ্ছে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় (৫৯%), সাব-সাহারান আফ্রিকা (৬১%), আরব দেশগুলোতে (৬৬%) এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে (৭০%)। সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে ২২টি দেশের জন্য অর্জন করা মুশকিল হবে (যাদের সাক্ষরতার হার ৬০% এর নিচে)। যে ১০টি দেশের প্রত্যেকটিতে ১০ মিলিয়নেরও বেশি বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি

স্বচ্ছল এবং মূল সংস্কৃতির ধারা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের চেয়ে দরিদ্র এবং মূল সংস্কৃতির ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিম্নমানের হয়

রয়েছে এদের মাত্র অর্ধেক কটি দেশই ১৯৯০ থেকে এ পর্যন্ত নিরক্ষরদের সংখ্যা কমাতে পেরেছে। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত ১৯৯০ সাল থেকেই অপরিবর্তনীয় রয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে প্রতি ১০০ জন সাক্ষর লোকের বিপরীতে ৬৬ জন, আরব দেশগুলোতে ৭২ জন, সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৭৭ জন মহিলা সাক্ষর। যুব (১৫-২৪ বছর বয়সী) সাক্ষরতার হার ১৯৯৯ সাল থেকে সব অঞ্চলেই বেড়েছে, ফলে নিরক্ষর যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যাও কমেছে তবে সাব-সাহারান আফ্রিকা এর ব্যতিক্রম।

শিক্ষা পরিকল্পনা : প্রান্তিক গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত

বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে সবার জন্য শিক্ষাকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো একীভূতকরণ ধারা (inclusive approach)- যেখানে বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহে বিপদগ্রস্থ ও পশ্চাৎপদ এবং অসুবিধাগ্রস্থদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। কম চাহিদা, অনমণীয় ব্যবস্থা এবং নিম্নমান অনেকের জন্যেই শিক্ষা থেকে বাদ পরে থাকার চক্র তৈরি করে। এই চক্র ভেঙ্গে ফেলতে প্রয়োজন শিক্ষার মান, নমনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা

বক্স ১.২: অন্তর্ভুক্তি জোরদার করার নীতিমালা

নীতির লক্ষ্য / উদ্দেশ্য	কর্মসূচির উদাহরণ
শিক্ষার খরচ কমানো: শিক্ষার প্রত্যক্ষ ব্যয় ৯০টিরও বেশি দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা।	বুরুন্ডী ২০০৫ সালে প্রাথমিক স্কুলে বেতন মওকুফ করেছে; ৫০০,০০০ অতিরিক্ত শিশু বিদ্যালয়ের প্রথম দিনেই ভর্তির জন্য উপস্থিত।
অনাথ এবং এইচআইভি/এইডস এর ফলে দুর্দশাগ্রস্থ শিশুদের সহায়তা প্রদান।	সোয়াজিল্যান্ডে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তের সংখ্যা, সরকার ২০০৪ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত অনাথ ও অন্যান্য কারণে দুর্দশাগ্রস্থ শিশুদের জন্য ৭.৫ মিলিয়ন ইউ.এস.ডলার বরাদ্দ করেছিল। ভর্তিকৃত শিশুদের সংখ্যা একই ছিল এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগকারীর সংখ্যা কমে ছিল।
আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে শিশু শ্রমের চাহিদা কমানো।	ব্রাজিল **"বোলসা ফ্যামিলিয়া"** (আগের Bolsa Escola) কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের নিয়মিত উপস্থিতির শর্তে আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি শিশু এর আওতায় সুবিধা ভোগ করছে।
নমনীয় শিক্ষা কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে শিশু শ্রম কমানো।	অন্ধ্র প্রদেশ, যেখানে ভারতের সবচেয়ে বেশি শিশু শ্রমিক রয়েছে সেখানে "বালজ্যোতি" (Baljyoti) কর্মসূচির মাধ্যমে বস্তি এলাকায় ২৫০টি স্কুল পরিচালনা করা হয়। এখানে ৩১,০০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এই কার্যক্রমটি সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার একটি সফল উদাহরণ।
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়ানোর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা।	**"গাম্বিয়া মেয়েদের জন্য স্কলারশীপ ট্রাস্ট ফাণ্ড"** যেসব স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থী কম সেসব স্কুলের এক-তৃতীয়াংশ মেয়েদের বেতন, বই ও পরীক্ষার ফিস হিসাবে পূর্ণ স্কলারশীপ প্রদান করে এবং ১০% মেয়েকে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা অর্জনের জন্যে স্কলারশীপ দিয়ে থাকে। ১৬,০০০ এর বেশি ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করছে।
যুবা ও বয়স্ক যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বাদ পড়েছে তাদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ দান।	হন্ডুরাসে **"এডুকাটোডোস"** (Educatodos) নামক কর্মসূচির লক্ষ্যদল হচ্ছে ঐসব শিক্ষার্থী ও বয়স্করা যারা ৯ বছরের মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেনি। অর্ধেক মিলিয়ন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রধান দিকগুলো হচ্ছে: নাগালের মধ্যে অবস্থিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলো, প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু, নমনীয় সময়সূচি এবং শক্তিশালী কমিউনিটি সহায়তা।
প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা চাহিদা মিটাতে একীভূত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	উরুগুয়েতে বিশেষ একটি একীভূত শিক্ষা ফান্ড রয়েছে যা প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একসঙ্গে লেখাপড়া করতে সাহায্য করে। প্রায় ৩৯০০০ শিশু এতে উপকৃত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা এবং পাশাপাশি শিক্ষার জন্য পরিবারের ব্যয় কমানো।

পঁয়তাল্লিশটি দেশ-এর মধ্যে ২০টি দেশে যেখানে স্কুল বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, এদের সবার জন্য শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে এসব দেশই বিপদপ্রস্থ শিশুদের প্রতি কিছুটা নজর দিয়েছে। অধিকাংশ দেশেই মেয়েদের এবং গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে অগ্রগণ্য লক্ষ্যদল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে জাতি ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যা লঘুদের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে আবার অনাথ/এতিম শিশু, এইচআইভি পজিটিভ আক্রান্ত এবং যৌন নিপীড়িত শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেবার জন্য তাদের চিহ্নিত করা হয় না। বাইশটি দেশ বিদ্যালয়ের খরচ কমানো, বেতন মওকুফ করা, শিখন সামগ্রী ও ইউনিফর্ম যোগান সংক্রান্ত বিষয়ক পরিকল্পনাতে তাদের কার্যসূচি উল্লেখ করেছে। ১৮টি দেশ মহিলা শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধিসহ মেয়ে শিশু-বান্ধব স্কুল পরিবেশ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। পনেরটি দেশের পরিকল্পনায় স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি করা ভ্রাম্যমান স্কুল, গ্রামীণ স্কুল বা অন্যকোন ধরনেরই হোক না কেন প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষা থেকে বাইরে থাকা যুব সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি উত্তরোত্তর সবার কাছে (২৫টি দেশ) পরিচিত হয়ে উঠছে। যেমন সেনেগাল ও গুয়াতেমালা সাক্ষরতার বিষয়গুলো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সাথে একত্রিত করে চালু করার পরিকল্পনা করেছে, যাতে যারা অকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তারা যেন পুষিয়ে নেবার সুযোগ পায়। আটটি দেশ, বেশির ভাগই ল্যাটিন আমেরিকাতে, স্কুল কারিকুলামে স্থানীয় ভাষা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। আটটি দেশের পরিকল্পনায় অভিভাবক ও কমিউনিটির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার লক্ষ্যে তথ্য প্রচারনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কি মাত্রায় দেশীয় সরকারগণ বিদ্যালয় বহির্ভূতদের নানাবিধ সমস্যা এবং শিখনের বিভিন্ন অন্তরায় সমূহ দূর করতে পারে সেটাই অনেকাংশে নির্ধারণ করবে দেশগুলো সবার জন্য শিক্ষার কত কাছাকাছি পৌছেছে। বক্স ১.২-এ সমস্যা মোকাবিলায় সাধারণ কিছু পলিসি ও কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া হয়েছে।

শিক্ষায় অভ্যন্তরীণ ব্যয়: সবচেয়ে সমস্যাসংকুল দেশগুলোতে অপর্যাপ্ত

বিশ্বজুড়ে ১৯৯৯ সাল থেকে শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বেড়েছে। ১০৬টি দেশের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে দুই-তৃতীয়াংশ দেশে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে সরকারি ব্যয় বেড়েছে। বিশটি দেশে ৩০% বা তার বেশি বেড়েছে। বিশ্ব জুড়ে এই ধারাতে আঞ্চলিক পার্থক্য ধরা পড়েনি। মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে ৪১টি দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় কমেছিল বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়াতে (শেষোক্ত অঞ্চলটি তিনটির মধ্যে একটি যেখানে বিদ্যালয় বহির্ভূতদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি)। যে সব দেশে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়েছে সে সব দেশে শিক্ষা ব্যয় অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে। উদাহরণ হচ্ছে: নাইজার ও পাকিস্তান, জিএনপি-এর ৩% এর কম শিক্ষায় ব্যয় করে থাকে (চিত্র ১.৬)।

বিশ্ব জুড়ে ১৯৯৯ থেকে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় বেড়েছে

চিত্র ১.৬: যেসব দেশ শিক্ষায় জিএনপি (GNP)-এর ৩% এর কম ব্যয় করে থাকে, ২০০৪

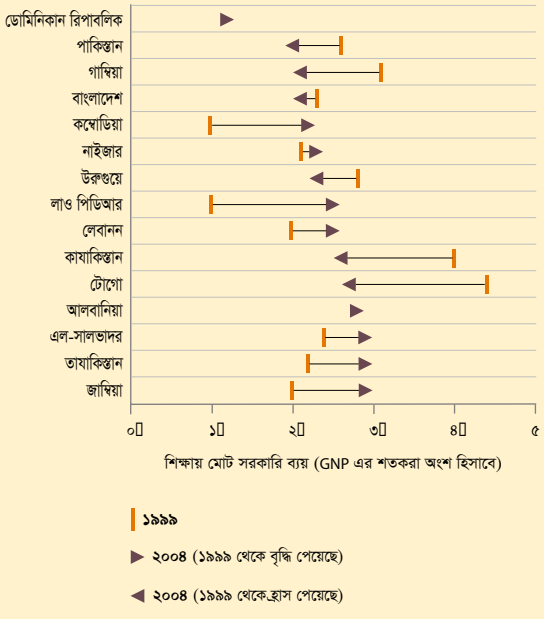

উৎস: পূর্ণাঙ্গ ইএফএ প্রতিবেদন, অধ্যায়-৩।

বাজেটে অন্যান্য খাতে খরচের সঙ্গে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণের তুলনার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষার প্রতি সরকারি দায়বদ্ধতা পরিমাপ করা যায়। ছত্রিশটি দেশ থেকে ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সনের তথ্য পাওয়া গেছে। আশাপ্রদভাবে তিন-চতুর্থাংশ দেশেই শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় বেড়েছিল। তাঞ্জানিয়া এক্ষেত্রে চমৎকার উদাহরণ: ২০০১ সালে সরকার শিক্ষার্থীদের বেতন মওকুফ করার ফলে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি তীব্রভাবে বেড়েছিল। মোট দেশজ উৎপাদনের অংশ হিসাবে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় ২০০০ সালের ২.১% থেকে বেড়ে ২০০৪ সালে ৪.৩% হয়েছিল।

অসুবিধাগ্রস্থদের অসুবিধা মোকাবিলায় সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থাগুলো বহুমুখী

যেসব দেশের তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে তাতে দেখা যায় যে অধিকাংশ দেশই ২০০৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষায় সমগ্র শিক্ষা বাজেটের ৫০% এর কম ব্যয় করেছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নব্বইটি দেশের তিন-চতুর্থাংশ দেশ তাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে জাতীয় আয়ের ২% এর কম প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় করে থাকে। এই চিত্র দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার ৩টি এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার ১৬টি দেশের। এই অঞ্চলগুলো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন থেকে বেশ দূরে রয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটছে, ফলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে এর প্রতিযোগিতা বাড়ার সম্ভাবনাও বাড়ছে। বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ দুটি খাতের মধ্যে সঠিকভাবে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ ব্যতীত সবার জন্য শিক্ষা ও মানসম্মতভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকরণ যা সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্য তা অর্জন করা সম্ভব নয়। বেশির ভাগ অভিভাবকই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠায় এই প্রত্যাশায় যে তাদের সন্তানেরা ভবিষ্যতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে। এটা উপলব্ধি করা যায় যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন বা অর্জনের কাছাকাছি অবস্থানকারী দেশগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে। যাহোক যেসব দেশে এখনও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জিত হয়নি (যেমন বাংলাদেশ ও নেপাল), সেসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারি ব্যয় ১৯৯৯ সাল থেকেই কমছে।

শিক্ষার অন্যান্য স্তরের বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্থ না করেই গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। অব্যাহত হারে সরকারি ব্যয়, লটারি থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে প্রাথমিকের পরবর্তী স্তরের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, কঠোর নিয়ন্ত্রনকারী কাঠামোর আওতায় বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ দেশটির শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের মূল বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেশি পরিমাণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও লেখাপড়া নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মাঝে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে উৎসাহ প্রদানকারী পলিসিগুলোর মধ্যে রয়েছে: অসুবিধাগ্রস্থ পরিবারের শিক্ষার্থীদের খাবার ও স্টাইপেন্ড দেয়া, দরিদ্র পরিবারের মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপ দেয়া।

অসুবিধাগ্রস্থদের অসুবিধা মোকাবিলার সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থাগুলো বহুমুখী: উদাহরণ হচ্ছে আর্থিক সহায়তাকে শিক্ষার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করা। এক্ষেত্রে বিশেষ দলগুলোকে সুনির্দিষ্ট করতে সরকারকে অধিকতর সক্রিয় বা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। স্থানীয় কমিউনিটি ও সুশীল সমাজের সঙ্গে জোটভূক্ত হওয়া একটি সৃজনশীল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। আর্থিক সহায়তা প্রদান কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা উত্তরণের ক্ষমতা দিয়ে থাকে। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দরকার, যেমন ভারতে স্কুলে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষাখাতের মোট ব্যয়ের থেকে আলাদা। অসুবিধাগ্রস্থ শিশু, যুবা ও বয়স্কদের চাহিদা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

অনেক দেশেই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাই উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বেশি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এসব কর্মসূচির সমতা, কার্যকারিতা এবং ফলাফল মনিটর করা প্রয়োজন। ঐ কর্মসূচিগুলো সফল যা নির্দিষ্ট মধ্যবর্তী ব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সুশৃঙ্খল সংস্কারের সংমিশ্রন ঘটায়- যাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ ও শিক্ষার্থীদের ভাল মানের শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় অংশ: সবার জন্য শিক্ষার প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন : প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ভাল কাজ হচ্ছে

- *মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য বেড়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম*
- *পাঁচটি দাতাদেশ শিক্ষায় দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের সিংহভাগ দিয়ে থাকে*
- *দেশভেদে দাতাদের উপস্থিতি অসম*
- *আঞ্চলিক বন্টন সরল নয় বরং তির্যক*
- *সাহায্যের মাঝে ব্যবধান/পার্থক্য বৃদ্ধি*
- *দ্রুতলয়ের উদ্যোগ গতি পাচ্ছে তবে বিশ্বজুড়ে এর প্রভাব এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান নয়*

‘ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন’ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দিয়ে একটি চুক্তি তথা পারস্পরিক শর্ত নির্ধারিত করেছিল যে “কোন দেশই সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকলে সম্পদ স্বল্পতার কারণে সে উদ্দেশ্য অর্জনে বাধাগ্রস্থ হবে না।” যদিও ২০০০ সন থেকে মৌলিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অতিরিক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, তথাপি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, প্রাক-শৈশবকালীন এবং বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বছরে প্রয়োজনীয় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় অনেক কম।

ভিয়েতনামের হা-নাম প্রদেশের একটি গ্রামের স্কুলে একদল শিশু গাদাগাদি অবস্থায় বসা

শিক্ষাখাতে সাহায্য: সঠিক পথে এগুচ্ছে

মোট সাহায্য: নব্বই দশকের প্রথমার্ধে মোট সাহায্য কমে গেলেও ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সনের মধ্যে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার (Official Development Assistance-ODA) প্রকৃত পরিমাণ স্থিতিশীলতা পায় এবং পরবর্তীতে তা বাড়তে থাকে। মোট সাহায্যের যোগান ২০০০ সনে ৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সনে ৭২ বিলিয়ন ডলার হয়।[৬] এই সাহায্যের তিন-চতুর্থাংশ এসেছিল সরাসরিভাবে দ্বিপক্ষীয় দাতাদের কাছ থেকে। স্বল্প আয়ের দেশ হিসাবে নির্ধারিত ৭২টি দেশে এই সাহায্যের পরিমাণ ৪৬% এ স্থির করা হয়েছিল। তবে এই দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম উন্নত ৫১টি দেশে এই সাহায্যের পরিমাণ ২৬% থেকে ৩২% এ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকা উভয় বছরেই মোট সাহায্যের এক-তৃতীয়াংশ পেয়েছিল, এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া যথেষ্টভাবে বর্ধিত এই সাহায্য থেকে উপকৃত হয়েছিল, এতে ইরাকও উপকৃত হয়। ঋণ মওকুফ করাতে যে অর্থের যোগান হয়েছে তা মোট সাহায্যের ১০% এর কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং এর পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অনেক স্বল্পোন্নত দেশের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দেশগুলোর অধিকাংশ সাব-সাহারান আফ্রিকায় অবস্থিত।

যদিও সাহায্যের এই ধারাগুলো আশাব্যঞ্জক, তবুও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাখাতের মোট সাহায্যের মাত্র ৪.৮% মৌলিক শিক্ষাখাতে প্রদান করা হয়।

শিক্ষাখাতে সাহায্য: সব উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাখাতে মোট সাহায্যের পরিমাণ ৮৫% বেড়েছিল, ২০০০ সনে ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সনে তা ৮.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সাহায্যের ধারা আরো বৃদ্ধি পায়- ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে দ্বিগুণ এরও বেশি হয়ে ৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় এবং বর্তমানে তা শিক্ষাখাতে মোট সাহায্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হয়েছে (সারণী ২.১)। সুনির্দিষ্ট খাতগুলোতে বরাদ্দকৃত সাহায্যের মধ্যে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ২০০০ সনে ১০.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ এ ১৩.৬% হয়।

মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য: শিক্ষাখাতে মোট সাহায্য বৃদ্ধি করার ফলে মৌলিক শিক্ষা উপকৃত হয়েছে। সবচেয়ে ভাল মানের হিসাব থেকে দেখা যায় যে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য (এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিক্ষাখাতে প্রদত্ত সাহায্যের একটি অংশ যা অন্যকোন সুনির্দিষ্ট স্তরের জন্য নির্ধারিত নয়) সব উন্নয়নশীল দেশে ২০০০ সালের ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ৩.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হয় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৩.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উভয় ধরনের দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে মোট সাহায্যের অংশ হিসাবে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্যের পরিমাণ স্থির থাকে-উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্ধেকের কিছু কম এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্যে অর্ধেকের কিছু বেশি।

এই চিত্র পূরণ করতে হলে সাহায্যের পরিমাণের ভারসাম্য রক্ষায় বাজেটে সহায়তা প্রদান একটি উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকে। কোন নির্দিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি কিংবা খাতকে উপকৃত না করে এসব সাহায্য অংশীদার সরকারের জাতীয় কোষাগারে সরাসরিভাবে যোগান দেয়। ২০০৪ সনে উন্নয়নশীল সব দেশে সরাসরিভাবে বাজেটে সহায়তা প্রদানের পরিমাণ ছিল ৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আনুমানিক হিসাবে এর ২০% শিক্ষাখাতে এবং এর প্রায় অর্ধেক মৌলিক শিক্ষা পেয়ে থাকে।

সব উৎস একত্রিত করে দেখা যায় যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে সাহায্যের পরিমাণ ২০০০ সনের ৫.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সনে ৯.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মোট বৃদ্ধি ছিল ৩.৪ বিলিয়ন থেকে ৬.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উন্নয়নশীল সব দেশে ২০০৪ এ মৌলিক শিক্ষার জন্য সর্বমোট সাহায্যের পরিমাণ ৪.৪ বিলিয়ন ও নিম্ন আয়ের সব দেশ এর পরিমাণ ছিল ৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উর্দ্ধগতির এই ধারা ইএফএর প্রতি দাতা গোষ্ঠী ও সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলোর বিশেষ দৃষ্টি প্রদানকেই নির্দেশ করে। নব্বই দশকের শেষ থেকে প্রধান প্রধান বহুজাতিক দাতাগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশের সরকারদের উন্নয়ন বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSPs) তৈরির ব্যাপারে উৎসাহিত করে চলেছে। এই প্রক্রিয়াতে মৌলিক শিক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও অনেক দ্বিপক্ষীয় দাতা সংস্থাসমূহ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৌলিক শিক্ষার জন্য বেশি ব্যয়ের আহ্বান জানিয়েছে।

যদিও সাহায্যের এই ধারাগুলো আশাব্যঞ্জক, তবুও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষাখাতের মোট সাহায্যের মাত্র ৪.৮% মৌলিক শিক্ষাখাতে প্রদান করা হয়। তাছাড়া মধ্যম আয়ের দেশগুলো উক্ত সাহায্যের

৬. সাহায্য সম্পর্কিত সকল উপাত্ত ২০০৩ সালের স্থির মূল্যের হিসাবকৃত।

মাত্র এক-পঞ্চমাংশ এর কিছু বেশি পায় এবং শিক্ষাখাতে দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের প্রায় ৫০% উচ্চ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়ে থাকে; এর একটি বিরাট অংশ দাতা দেশগুলোর প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তি হিসাবে প্রদান করা হয়।

পাঁচটি দাতাদেশ শিক্ষাখাতে দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের সিংহ ভাগের দাবীদার

শিক্ষাখাতে সহায়তা দানের ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠী সমজাতীয় নয়। ২০০৪ সনে ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে শিক্ষায় সমগ্র দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের ৭২% জুগিয়েছিল। মৌলিক শিক্ষার জন্য নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দিয়েছিল। যদি মৌলিক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে সাহায্য বাড়াতে হয়, তাহলে অনেক দাতাদের বেশি পরিমাণে সাহায্য প্রদানে অংশগ্রহণ করতে হবে অথবা প্রধান দাতাদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে কিংবা তাদের উভয় প্রকারেই সাহায্য করতে হতে পারে।

দরিদ্রতম দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে সাহায্য প্রদানে দাতাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিপাতের জন্য বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও ওইসিডি এর উন্নয়ন সাহায্য কমিটি (DAC) এর দাতা দেশগুলোর অর্ধেক তাদের শিক্ষাখাতের সাহায্যের অর্ধেকের বেশি মধ্যম আয় সম্পন্ন দেশগুলোর জন্য বরাদ্দ করে থাকে।

বহুজাতিক দাতাসংস্থারা ২০০৩-২০০৪ সনে তাদের মোট সাহায্যের ১১.৮% শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করেছিল। এর ৫২% মৌলিক শিক্ষা খাতের জন্য ছিল। বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এর পরেই সবচেয়ে বড় বহুজাতিক দাতাগোষ্ঠী হচ্ছে ইউরোপিয়ান কমিশন। ২০০৫ সালে প্রাপ্ত কিছু উপাত্তে পাওয়া যায় যে শিক্ষাখাতে ছাড়কৃত সাহায্যের অর্ধেকই মৌলিক শিক্ষায় গিয়েছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকা (৩০%) ও দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় (১৯%) এই সাহায্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল।

সাহায্য থেকে কারা উপকৃত হয়?

সাহায্য প্রদানের পাইপ লাইনের শেষ প্রান্তে গ্রহীতা দেশগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেই সাহায্য প্রদানের একটি সুস্পষ্ট চিত্র নজরে আসে। দাতারা খুবই অসমভাবে তাদের সাহায্য/সম্পদ বিতরণ করে থাকে। যে ২০টি দেশ শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, এদের মধ্যে মাত্র ৭টি স্বল্পোন্নত দেশ। দরিদ্রতম দেশগুলোর

সারণী ২.১: আয়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্টকৃত দেশগুলোর শিক্ষা ও মৌলিক শিক্ষাখাতে মোট অফিসিয়াল উন্নয়ন সাহায্যের (ODA) হিসাব: ২০০০ ও ২০০৪ (২০০৩ এর ইউ.এস বিলিয়ন ডলার স্থির মূল্য)

	শিক্ষাখাতে		মৌলিক শিক্ষা		
	উন্নয়নশীল দেশ	নিম্ন আয়ের দেশ		উন্নয়নশীল দেশ	নিম্ন আয়ের দেশ
২০০০			২০০০		
সরাসরি	৪.৬০	২.৪৮	সরাসরি	১.৪০	০.৯৮
			অনির্ধারিত খাত থেকে	০.৬৮	০.৩৮
বাজেট থেকে সাহায্য	১.০০	০.৯৩	বাজেট থেকে সাহায্য	০.৫০	০.৪৭
মোট	**৫.৬০**	**৩.৪১**	**মোট**	**২.৫৯**	**১.৮৩**
২০০৪			২০০৪		
সরাসরি	৮.৫৫	৫.৫৩	সরাসরি	৩.৩২	২.৭০
			অনির্ধারিত খাত থেকে	০.৫৬	০.২৯
বাজেট থেকে সাহায্য	০.৯৪	০.৮৫	বাজেট থেকে সাহায্য	০.৪৭	০.৪৩
মোট	**৯.৪৯**	**৬.৩৮**	**মোট**	**৪.৩৫**	**৩.৪২**
২০০০ সাল থেকে পার্থক্য	**৬৯.৩%**	**৮৭.২%**	**২০০০ সালের থেকে পার্থক্য**	**৬৮.১%**	**৮৬.৬%**

উৎস: অধ্যায় ৪, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাংগ প্রতিবেদন।

ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত কোন মাত্রাতিরিক্ত সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

বিশ্বজুড়ে দরিদ্রতম ৭২টি দেশে দাতাদের উপস্থিতির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। ইথিওপিয়া, মালি, মোজাম্বিক ও তাঞ্জানিয়ার শিক্ষাখাতে ১০-১২টি করে দাতাসংস্থা রয়েছে। অপর দিকে ৩৬টি দেশে সাকুল্যে ২টি করে দাতাসংস্থা রয়েছে। যে দেশগুলোর সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন সে ব্যাপারে লক্ষ্য নির্ধারণে দাতাদের ভূমিকা নিয়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

মোট সাহায্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রদানও সব অঞ্চলের জন্য সমান নয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার এবং আরব দেশগুলো অন্য অঞ্চলের দেশগুলোর চেয়ে শিক্ষাখাতে বেশি (মোট সাহায্যের পরিমান থেকে ২০% এরও বেশি) সাহায্য পেয়ে থাকে। সাব-সাহারান আফ্রিকার ২৩টি দেশ শিক্ষাখাতে মোট সাহায্যের পরিমাণ থেকে গড়ে ১১% পায়। দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো শিক্ষাখাতে প্রাপ্ত সাহায্যের ৫০% মৌলিক শিক্ষায় দিয়ে থাকে। অন্যদিকে সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা এক্ষেত্রে মাত্র ২০% দিয়ে থাকে। আরবদেশ, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মৌলিক শিক্ষায় বরাদ্দ আরো কম।

একশতটিরও বেশি দাতা ও উন্নয়নশীল দেশ ২০০৫ সালে 'সাহায্যের কার্যকারিতা' সম্পর্কে যে ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল তার আলোকে বিভিন্ন দেশে সাহায্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। দ্রুতলয়ের প্রচেষ্টা (FTI) যা শিক্ষাখাতের প্রধান বাহন হিসাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সাহায্যের কার্যকারিতা সম্পর্কিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর সাথে যুক্ত করা যায় Joint Monitoring Review যা ২০টিরও বেশি দেশে শুরু করা হয়েছে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও সরকারি প্রতিনিধিরাও যুক্ত। এই কাজের উদ্দেশ্য হচেছ শিক্ষাখাতের [কোন উপখাত বা বড় প্রকল্পের] বিভিন্ন অর্জন মূল্যায়ন করা। সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীকে, (যেমন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অংশগ্রহণ/ প্রবেশ, সমতা, গুণগত মান) সামনে রেখে এই মূল্যায়ন করা হয়।

শিক্ষায় সাহায্যের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি

অনেক উন্নত দেশের সরকার আগামী বছরগুলোতে সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দুই হাজার পাঁচ সনে অনুষ্ঠিত বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের মিটিং এই প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। দাতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তাদের দেশজ উৎপাদনের অংশের অনুপাতে সাহায্য বাড়ানো হবে এবং এই অঙ্গীকারের ফলে সাহায্যের পরিমাণ হতে পারে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অথবা ২০১০ সন নাগাদ সাহায্যের পরিমাণ ৬০% বৃদ্ধি এবং সাব-সাহারান আফ্রিকাতে সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা। দাতারা আরো বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA) এবং আফ্রিকান উন্নয়ন তহবিলের কাছে দরিদ্রতম দেশগুলোর যে ঋণ রয়েছে তার সব তারা মওকুফ করে দেবেন। ঋণ মওকুফের ফলে ৪৬টি দরিদ্রতম দেশের সম্পদ বাড়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে দেশগুলো উপকৃত হবে।

অতি সম্প্রতি, মার্চ ২০০৬ এ যুক্তরাজ্য সরকার আগামী ১০ বছরে শিক্ষার জন্য ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋন প্রদানের অঙ্গীকার করেছে এবং অন্যান্য দেশের সরকারদেরও সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে আর্থিক বাধা রয়েছে তা দূর করতে যুক্তরাজ্যের উদাহরণ অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। জুলাই ২০০৬ এ সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত জি-৮ এর সভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ২০০৫ সনে অনুমোদিত দ্রুতলয়ের উদ্যোগ পুন:অনুমোদন করা হয়েছে (বক্স ২.১)।

২০০২-২০০৩ সনের মধ্যে ঋন প্রদানকারীরা প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ অর্থ ছাড় বা রিলিজ করেছিলেন, তারচেয়ে ৫০% বেশি অর্থের প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ মেয়াদের ও প্রত্যাশিত আর্থিক সাহায্য প্রদানের গ্যারান্টী দেয়ার ক্ষেত্রে দাতাদের আরো বেশি সচেষ্ট হওয়া উচিত। সর্বজনীন মৌলিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কঠিন ও প্রায়শ ব্যয়বহুল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দাতা দেশগুলোর কাছ থেকে গ্রহীতা দেশগুলোর এই আশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যদি গ্রহীতা দেশগুলো কার্যকরভাবে সাহায্য ব্যবহার করে তা হলেই দাতাদের পক্ষে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সম্ভাবনা বেশি থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৌলিক শিক্ষার জন্য অর্থের ছাড় খুবই মন্থর গতিতে হয়। পলিসি তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য আরো বেশি শক্তিশালী করতে হবে। একই সময়ে মৌলিক শিক্ষার কারিগরী সহায়তার ক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এতে সরাসরি বাজেট সহায়তা দেয়ার প্রবণতা কিছুটা লক্ষনীয় যাতে কুশলতা নির্মাণের ক্ষেত্রে কম প্রাধান্য দিয়ে কারিগরী সহায়তায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যে অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন তা নিয়ে বিগত বছরগুলোতে কিছু হিসাব-নিকাশ করা হয়েছে :

- বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে ২০০১ থেকে শুরু করে ২০১৫ এর মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে ক্রম বৃদ্ধি হারে প্রতি বছর ৯.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করতে হবে এবং এর ৩.৭ বিলিয়ন ডলার বহি:উৎস থেকে যোগাতে হবে।

- ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০০২ একটি হিসাবে দেখিয়েছে যে বহি:উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবধান হচ্ছে ৩.১ বিলিয়ন ইউ.এস ডলারেরও বেশি। যুক্তি ছিল অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় ব্যয়ের যে হিসাব বিশ্বব্যাংক করেছিল তা অতি মাত্রায় আশাবাদী ছিল। পরিবারের শিক্ষা ব্যয় কমানো, এইচআইভি/এইডস এর প্রকোপের সঙ্গে পাল্লা দেয়া, সংঘাতপূর্ণ দেশগুলোতে পুনর্বাসন, অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে।

- নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মৌলিক শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত যে সাহায্য দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। ফলে ২০০৫ থেকে শুরু করে ২০১৫ সাল নাগাদ প্রতি বছরে প্রয়োজন গড়ে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হিসাব কেবলমাত্র সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য; সাক্ষরতা ও প্রাক-শৈশবকালীন

- প্রতিটি কর্মসূচির জন্য পৃথকভাবে বছরে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হলে বহি: উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের প্রয়োজন হবে প্রতি বছর ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৩ সনের স্থির মূল্যে)।

যদি দাতারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং ২০১০ সাল নাগাদ প্রাপ্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ ২০০৪ সালের চেয়ে ৬০% বাড়ানো হয়, মৌলিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ/অংশ স্থির থাকে, তা হলে প্রতি বছরে বরাদ্দকৃত সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে যা প্রয়োজনীয় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ধেকেরও কম। সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত করতে হলে মৌলিক শিক্ষার জন্য "অফিশিয়াল উন্নয়ন সাহায্য" (ODA) প্রদত্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষার জন্য যেমন মাধ্যমিক ও উচ্চ তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, অন্যান্য খাত যেমন স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো এসবের সঙ্গে সাহায্য প্রদান ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব দেশে সাহায্য প্রদানের কর্মসূচি রয়েছে তার সংখ্যা কমানোর প্রবণতাও দাতাদের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে এমন একটি কাঠামো তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার বৈশ্বিক প্রেক্ষিত থাকবে- উন্নত 'FTI Calalytic Fund' বা দ্রুতলয়ে পরিবর্তন সাধনকারী ফান্ড। এর প্রধান লক্ষ্য হবে যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেসব দেশেই সাহায্য দেয়া।

এখনই সবচেয়ে বেশি দরকার শিক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা। ২০১৫ সাল নাগাদ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে সব শিশুকে ২০১৫ সালেই বিদ্যালয় পাঠ শেষ করতে হবে। তা হলে ২০০৯ এর মধ্যে সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে হবে। যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিককালের প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার আশাব্যঞ্জক। দাতাদের বেশি পরিমাণে মৌলিক শিক্ষায় সাহায্য প্রদানের জন্য সাহসী এবং ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। দাতাদের সাথে আলোচনার সময় নিম্ন আয়ের দেশগুলোর সরকারদের প্ররোচিত করতে হবে যে তারা যেন শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে এবং মওকুফকৃত ঋণ থেকে সঞ্চিত অর্থের বিরাট অংশ যেন মৌলিক শিক্ষার খাতে বরাদ্দ করে।

বহি:উৎস থেকে অর্থের প্রয়োজন প্রতিবছর ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

বক্স ২.১: দ্রুতলয়ের উদ্যোগ: বৈশ্বিক সমঝোতাকে উৎসাহিত করছে

দ্রুতলয়ের উদ্যোগ (FTI) ২০০২ এ স্থাপিত যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশ্বিক সমঝোতাকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাখাতের নির্ভরযোগ্য পরিকল্পনা তৈরি ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক আর্থিক সাহায্য বৃদ্ধিকরণ। ত্রিশটির বেশি দাতা দেশ এর সঙ্গে জড়িত এফটিআই এখন দাতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের একটি কৌশলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য দুটি ফান্ড/তহবিল রয়েছে। ক্যাটালিক ফান্ড তথা পরিবর্তন সাধনকারী তহবিল থেকে যেসব দেশে দাতার সংখ্যা কম ঐসব দেশে শিক্ষার খাতওয়ারী পরিকল্পনা তৈরির জন্য সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত সাহায্য দেয়া হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে যে, দেশগুলো শিক্ষাখাতে ভাল সাফল্য দেখাতে পারলে অন্যান্য দাতারা সাহায্য দিতে আকৃষ্ট হবে। এ পর্যন্ত তা ঘটেনি। ফলে অর্থ যোগানের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষা কর্মসূচি উন্নয়ন তহবিল দেশগুলোকে বিভিন্নভাবে তাদের পরিকল্পনা প্রণয়নে কারিগরী সাহায্যের ক্ষেত্রে অর্থ জুগিয়ে থাকে।

২০০৬ এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত এফটিআই ৭৪টি দেশের শিক্ষাখাতের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। দাতারা ২০টি দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে এবং ২০০৬ সালের মধ্যে আরো ১২টি দেশের পরিকল্পনা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এখন পর্যন্ত ক্যাটালিটিক ফান্ডের তহবিল তুলনামূলকভাবে কম এবং খুব কম সংখ্যক দেশই এতে উপকৃত হয়েছে। ২০০৬ এর আগষ্ট পর্যন্ত দাতাদের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ হয়েছিল প্রায় ২৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০০৭ এর শেষ নাগাদ আরো ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নেদারল্যান্ডস, ইউরোপিয়ান কমিশন ও যুক্তরাজ্য এই প্রতিশ্রুত অর্থের ৮৫% দেয়ার জন্য দায়িত্ব নিয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ১১টি দেশে ৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা কর্মসূচি উন্নয়ন তহবিলে বিগত বছরে দাতাদের সদস্য সংখ্যা দুই থেকে আটে উন্নীত হয়েছে এবং ২০০৫-২০০৭ এর মধ্যে ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেয়ার অঙ্গীকার করা রয়েছে, এবং এর অর্ধেক পরিমাণ দিবে নরওয়ে।

বৈশ্বিক সমঝোতা বা চুক্তিকে বাস্তবায়ন করার জন্য দাতাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত উঁচু স্তরের নেতৃত্বের দরকার হবে। একাজে এমন সব পন্থা নিতে হবে যাতে এফটিআই আরো শক্তিশালী হয়। এর সাথে যেসব দেশে সাহায্যের সবচেয়ে বেশি দরকার রয়েছে তাদের সাহায্য প্রদানে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

তৃতীয় অংশ: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা

- শিশুর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র
- শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা
- অর্থনৈতিক সুফল
- অসুবিধা কমিয়ে আনা

প্রাক-শৈশবকালীন সময়ে এমন একটি পর্যায় যখন মানুষ তার অস্তিত্ব, মানসিক নিরাপত্তা এবং জ্ঞানের বিকাশের জন্য তার নিকটজনের ওপর সবচাইতে বেশি নির্ভরশীল হয়। পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং সঠিক পরিচর্যার অভাবে পরিণতি যা ঘটে সেটাকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। শিশু অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের মূল বিষয় হচ্ছে শিশুদের স্বার্থে কাজ করা এবং তাদের উন্নয়ন করা। স্বল্প বয়স্ক শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার একটি উপায় হল প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রম সমূহ। এসবের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা যায়। এ ধরনের কার্যক্রম তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী সুফল বয়ে আনার কারণে একটি ব্যয় সাশ্রয়ী কৌশল যা দারিদ্র্য কমিয়ে আনে এবং অসুবিধা দূর করে।

অত্যন্ত কম বয়সী শিশুদের অধিকার আছে

শিশুদের জন্য কয়েকটি মানবাধিকার দলিল সুনির্দিষ্ট। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশুদের অধিকার ঘোষণার আইনগত কোন শর্ত না থাকলেও, এটা শিশু অধিকারের কিছু মৌলিক নীতিমালাকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করে। এই ঘোষণাগুলোর মধ্যে যেসব প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল স্বাস্থ্য রক্ষা, গৃহায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, অবহেলা, নিষ্ঠুরতা এবং শোষণের থেকে রক্ষা করা। কিন্তু ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশান (CRC) শিশু অধিকারের জন্য নতুন যুগের সূচনা করে। শিশু অধিকার সংক্রান্ত এই সম্মেলন শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করে এবং শিশুদের মতামতকে সবচাইতে গুরুত্ব দেয়। পৃথিবীর সবচাইতে দৃঢ়ভাবে অনুমোদিত সম্মেলন হল শিশু অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলন, যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আইনকে দেশীয় আইনে রূপান্তর করে এবং জাতীয়ভাবে অনুশীলনে সহায়তা করে।

শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে সবচেয়ে ছোট শিশুদের জন্য কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু এর পরিবীক্ষণ কমিটি, শিশু অধিকার সংক্রান্ত কমিটি তাদের সংক্ষিপ্ত সাধারণ বিবরণে উল্লেখ করেছে যে ছোট শিশুদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, যত্ন ও নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্যে এ কমিটি প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাকে ২০০৫ সালের এজেন্ডায় স্থান দিয়েছে। এই কার্যকর দলিলে শিশুদের প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষার বয়স জন্ম থেকে ৮ বৎসর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে শিশুদের স্বাস্থ্য, যত্ন এবং শিক্ষার জন্য ব্যাপক নীতিমালা উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে পিতামাতা এবং অন্যান্য যারা শিশুদের শৈশবকালীন যত্নের সাথে জড়িত তাদেরকেও সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর থেকে শিশুদের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক এবং শারীরিক বিকাশে শিশুদের অধিকারের সঙ্গে সরাসরি এই শিক্ষার সম্পর্ক থাকা উচিত।

শিশুদের নিজস্ব অধিকার রয়েছে এতে আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি থাকলেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় দলসমূহের কাছে সব সময় গ্রহণযোগ্য নয়। শিশুদের পক্ষে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রকে

পুষ্টি ভাল শিখনে সাহায্য করে: দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবারের সময়।

শক্তিশালী করার ব্যাপারটি বিতর্কিত রয়ে গেছে। তবু অন্য যে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি অপেক্ষা শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদ (CRC) এর মান অনেক ওপরে এবং ভিন্ন। CRC প্রাক-শৈশবকালীন পর্যায়ের শিশুদের জন্য মজবুত/শক্ত নীতি তৈরিতে অনেক অবদান রেখেছে।

প্রারম্ভিক বয়সে অভিজ্ঞতার প্রভাব

প্রাক-শৈশবকালীন সময় অত্যন্ত স্পর্শকাতর, যখন শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশে দ্রুত রূপান্তর ঘটে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব, যত্ন বঞ্চিত এবং নেতিবাচক আচরণের প্রভাব বিশেষ করে কম বয়সী শিশুদের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে, যার প্রতিক্রিয়া বয়প্রাপ্তদের ক্ষেত্রেও থেকে যায়। শিশুদের জীবনের প্রথম বৎসরগুলোতে বিষাক্ত দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসলে এবং তাদেরকে পর্যাপ্তভাবে উদ্দীপিত করতে না পারলে, পরবর্তীতে তাদের জীবনে এর গুরুতর প্রভাব পড়ে। একটি শিশু যখন অত্যন্ত কম যত্ন পায় অথবা কম কথা শোনে (যেমন কোন কোন এতিমখানার), তাদের মধ্যে যে সার্বিক বিকাশের ঘাটতি দেখা যায়, তা পরবর্তীতে পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাল কার্যক্রমগুলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাদের ভালভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং বাড়িতে তারা যে ধরনের যত্ন পায় তা তাদের জন্য সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

শিশুদের সার্বিক বিকাশের গঠনকালীন বৎসরগুলোতে সার্বিকভাবে শিশু বিকাশের বিষয়টি বর্তমানে আরো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এটা বলা হয় যে, একদিকে যেমন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে, অপরদিকে তেমনি এ বিষয়গুলো শিক্ষার সাথেও জড়িত।

শিখনের জন্য সুস্বাস্থ্য এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি প্রয়োজন

প্রতি বৎসর ৫ বৎসরের কম বয়সী ১০ মিলিয়নেরও বেশি শিশু মৃত্যুবরণ করে, পাঁচ বৎসরের বেশি বয়সীদের অর্ধেকেরও বেশি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় যা প্রতিরোধ করা যায় অথবা যার চিকিৎসা করা যায়। বর্তমান বৎসরগুলোতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের প্রতি ১০০০ এর মধ্যে প্রায় ৮৬ জনই পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় শিশু মৃত্যুর হার সবচাইতে বেশি (প্রতি ১০০০ এ ১০০ জনেরও বেশি)।

বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ এবং কৃতকার্যতার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত পুষ্টির একটি নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বেটে শিশু (যারা তাদের বয়সের তুলনায় বেটে) যাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং বেশির ভাগ সময়ই তারা দেরিতে ভর্তি হয় এবং ঝরে পড়ে। শৈশবকালে গুরুতরভাবে অথবা অব্যাহতভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব ঘটলে তাদের ভাষা, স্নায়বিক এবং সামাজিক, আবেগিক বিকাশ/উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পানের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা এবং সঠিক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, শিশু এবং বালক বালিকাদের মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনতে পারে। কম বয়স্ক শিশুদের বেঁচে থাকা এবং তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য এইচআইভি/এইডস এর চিকিৎসা পাওয়া অত্যন্ত জরুরি (বক্স ৩.১)। আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন কার্যক্রম সীমিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত কম পুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং এর চিকিৎসা করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহের জন্য অপুষ্টির ব্যাপকতা কমেছে এবং বেটে শিশুর সংখ্যা কমেছে। শিশুদের সুস্বাস্থ্য এবং বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতিতে এই কার্যক্রমসমূহ সহায়তা করছে।

কম বয়স্ক শিশুদের মৃত্যুহার এবং অসুস্থতা কমানোর উপায় ঠিক করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হল তাদের যত্ন এবং শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। পুষ্টিহীন শিশুদের জ্ঞানমূলক বিকাশের জন্য চার ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবস্থা বিরাট প্রভাব ফেলে। এই ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে: লৌহজাতীয় পরিপূরক, বাড়তি খাদ্য, কৃমিমুক্ত করা এবং মনোসামাজিক উদ্দীপনা। সার্বিক শিশু বিকাশের বিষয়টি বর্তমানে আরো বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এতে একদিকে যেমন স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে তেমনি অপরদিকে বিষয়গুলো শিক্ষার সাথেও জড়িত। ভারতের দিল্লীতে, একযোগে কৃমিমুক্ত করার ব্যবস্থা এবং লৌহের ঘাটতি কমানোর ব্যবস্থা কার্যক্রমের ফলে প্রাক-বিদ্যালয়ে শিশুদের উপস্থিতির হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে এককভাবে পুষ্টি বা শিক্ষা মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে তার চেয়ে পুষ্টি এবং শিক্ষা একযোগে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করলে সাফল্য আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বক্স ৩.১: এইচআইভি/এইডস: কম বয়স্ক শিশুদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রতিদিন এইচআইভি আক্রান্ত ১৮০০ শিশু জন্মগ্রহণ করে। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুরা অন্যান্য শিশুদের তুলনায় ঘন ঘন সাধারণ শৈশবকালীন রোগে আক্রান্ত হয় যার তীব্রতা অনেক বেশি এবং যা ঔষধে নিরাময় হয় না। এইচআইভি আক্রান্ত অনেক শিশু যেসব রোগে মারা যায় সে তুলনায় এত সংখ্যক সুস্থ শিশু এসব রোগে মারা যায় না। এনটায়ারট্রভিয়াল (antiretrovial) চিকিৎসার সুযোগের অভাবে রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও ৪৫% আক্রান্ত শিশুরা ২ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। শিশুদের ওপর এইচআইভি সংক্রমণের প্রভাব কমাতে হলে প্রথম অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাধারণ শৈশবকালীন সংক্রমণের থেকে রক্ষার জন্য ভাল পুষ্টি, যথার্থ প্রতিষেধক প্রদান এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা অপরিহার্য।

উচ্চ আয় অধ্যুষিত দেশসমূহে গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে যে এইচআইভি সংক্রমণের সাথে শিক্ষায় কম অর্জন, প্রাক-বিদ্যালয়ের ভাষায় কম দক্ষতা এবং কম দৃষ্টিশক্তি এবং স্নায়বিক কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সংক্রমিত শিশুদের ক্ষেত্রে এনটায়ারট্রভিয়াল চিকিৎসা, জ্ঞান এবং সামাজিক-আবেগিক বিকাশে সহায়ক হয়। শৈশবকালীন কার্যক্রম, এসব চিকিৎসার যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে এবং আক্রান্তদের আবেগিক এবং অন্যান্য পরিণতি থেকে পরিত্রাণ পেতে সহায়তা করে।

এইডস আক্রান্ত পরিবারের শিশুরা এ রোগ হয়েছে বলে লজ্জাবোধ করে। এতিম শিশুদের নিয়ে শৈশবকালীন কার্যক্রমের ওপর স্বল্প তথ্য রয়েছে। এটা সত্য যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় এসব কার্যক্রমের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমান বেশি। কিন্তু বাবা-মায়ের মৃত্যু কম বয়স্ক শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ওপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারে।

গুয়েতেমালা এবং ভিয়েতনামে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে পুষ্টি প্যাকেজের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে যার প্রভাবে শিশুদের মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞানমূলক উদ্দীপনাও ঘটে। শিশুদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সমস্যার সমাধানের প্রতি মনোযোগ দিতে হলে, শিক্ষাকে কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং ভাল ফল করার বিষয়ে উন্নতি সাধন

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষা (ইসিসিই) কার্যক্রম শিশুদের শারীরিক সুস্থতা, জ্ঞান এবং ভাষার দক্ষতা এবং সামাজিক এবং আবেগিক বিকাশ বৃদ্ধি করে। এটা প্রমাণিত যে এসব কার্যক্রম প্রাথমিক এবং তার পরবর্তী শিক্ষার ওপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ দেখা গিয়েছে যে, যুক্তরাজ্যে যাদের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম তিন বৎসরে বৌদ্ধিক বিকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পূর্ণ মনোযোগ এবং বন্ধুসুলভ আচরণে বেশি উন্নতি ঘটে।

কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ভাল ফলাফলের (কমপক্ষে ৩-৪ বৎসরের জন্য) একটি যোগসূত্র রয়েছে। নেপালের একটি দরিদ্র অঞ্চলে ৯৫% শিশু যারা প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিল, যারা এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের মাত্র ৭৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। অংশগ্রহণকারীগণ প্রথম শ্রেণী সমাপ্ত করে পরীক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে উচ্চ নম্বর পেয়েছিল। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কম আয় অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাথমিক মানোন্নয়ন প্রকল্পসমূহে (Early enrichment project) প্রাক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা এবং মায়েদের সহায়তা করার ফলে ৭ বৎসর পরেও ৮৬% শিশু বিদ্যালয়ে টিকে ছিল, তুলনামূলকভাবে যারা এতে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মাত্র ৬৭% বিদ্যালয়ে টিকে ছিল। জিডিপি নিয়ন্ত্রণের ফলে আফ্রিকার দেখা যায় যে যেসব দেশে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার উচ্চ সেসব জায়গায় আনুপাতিক হারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ সমাপ্তির হার এবং কম পুনরাবৃত্তির হার রয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমে অর্থ নিয়োগ মানব সম্পদ উন্নয়নে একটি ভাল বিনিয়োগ, কেননা স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শিক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্বপূর্ণভাবে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে গবেষণা সীমিত হলেও দেখা যায় যে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমে বিনিয়োগের ফলাফল ইতিবাচক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য মধ্যবর্তী ব্যবস্থার (intervention) চাইতেও এটা অনেক বেশি কার্যকর। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স, যুবক এবং বয়স্কদের জন্যে কার্যক্রমে বিনিয়োগের চাইতে শৈশবকালীন কার্যক্রমে বিনিয়োগ অনেক দীর্ঘ সময়ব্যাপী লাভজনক হয়। উপরন্তু শৈশবকালীন কার্যক্রমে শিশুরা যে সকল দক্ষতা অর্জন করে সেগুলো পরবর্তী পর্যায়ে সব শিখনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখিত উদাহরণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পেরী প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘ পরিসরের প্রোগ্রাম সমূহ। ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ এর মধ্যবর্তী সময়ে এই কার্যক্রম পরিমাপ করে যে বিদ্যালয়ে নিম্ন আয়ের আফ্রিকান আমেরিকান শিশুদের অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তিন থেকে এগার বৎসরের শিশুদের মধ্য থেকে প্রতি বৎসর অংশগ্রহণকারী একটি নিয়ন্ত্রিত দল চিহ্নিত করা হয়, এবং ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত কয়েকবার এটা করা হয়। এদের মধ্য থেকে পাঁচ বৎসর বয়সে অংশগ্রহণকারীদের বুদ্ধি (IQ) বৃদ্ধি পায়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে তারা অধিক হারে পাশ করে বের হয় এবং ৪০ বৎসর বয়সে তুলনামূলক ভাবে বেশি রোজগার করে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই কার্যক্রমের ফলে ১৭:১ অনুপাতে লাভ হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রমাণাদি ধীরে ধীরে পুঞ্জিভূত হচ্ছে। দিল্লীর একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য গ্রোগ্রাম থাকাতে বিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ৭.৭% এবং ছেলেদের ৩.২% বৃদ্ধি পায়। একই কার্যক্রমে প্রত্যেক শিশুর জীবনব্যাপী মজুরী বর্তমান মূল্য থেকে ২৯ ডলার বৃদ্ধি করে, যখন এর পেছনে খরচ হয় মাত্র ১.৭০ ডলার। বলিভিয়ায় গৃহভিত্তিক কার্যক্রমের সুফল এবং খরচের অনুপাত হচ্ছে ২.৪:১ এবং ৩.১:১ এর মধ্যে। এর মধ্যে বিশেষ করে ঝুঁকির মাঝে রয়েছে এমন শিশুদের জন্য তার সুফল আরও বেশি। কলম্বিয়া এবং মিশরের বিশ্লেষণেও একই অনুপাত দেখা যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুবিধাপ্রাপ্ত

শিশুদের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষার প্রভাব অনেক বেশি ঃ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া এবং পুনরাবৃত্তির হার অনেক কমে যায়।

সামাজিক অসমতা হ্রাস করা

কম বয়স্ক শিশুদের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের সপক্ষে অনেক যুক্তি রয়েছে যে, এগুলো সামাজিক অসমতা কমিয়ে আনে। সাম্প্রতিককালের গবেষণা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহ শিশুদের অসুবিধার জন্য দায়ী বিষয়সমূহ যেমন দারিদ্র্য, জেন্ডার, নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অধিকারী কোন শ্রেণী, গোত্র অথবা ধর্ম ইত্যাদির মূল ভিত্তি যাই হোক না কেন এগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ হিসেবে ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে হেড স্টার্ট (Head Start) নামে একটি প্রকল্প শুরু করা হয়, যার মাধ্যমে ধরে নেওয়া হয় যে স্বল্প সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার এবং সামাজিক অগ্রসরতা থেকে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট মধ্যবর্তী ব্যবস্থাসমূহ ক্ষতিপূরণের জন্য কাজ করতে পারে। উচ্চ পরিসর পেরী কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ইতিবাচক ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। কেপভার্দে, মিশর, গিনি, জ্যামাইকা এবং নেপাল এসব বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের বহুমুখী গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের ফলে সুবিধাবঞ্চিতরাই বেশি লাভবান হয়।

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহ জেন্ডার অসমতাকেও কমিয়ে আনতে পারে। যেসব মেয়েরা এ ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তারা সঠিক বয়সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং প্রাথমিক পর্যায় শেষ করে। ইসিসিই কার্যক্রম ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্বাস্থ্যের ওপর বেশি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

মানসম্পন্ন প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং সহায়তা সকল শিশুদের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সুবিধাবঞ্চিতদের বিশেষভাবে দরিদ্র এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের শিশুদের জন্য এ ধরণের কার্যক্রম বেশি জরুরি। নোবেল বিজয়ী জেমস হেকম্যান এর মতে এটা সরকারি নীতিমালা গ্রহণের একটা বিরল উদ্যোগ যা পক্ষপাতহীনভাবে এবং সামাজিক ন্যায়পরায়নতাসহ একই সময়ে অর্থনৈতিক উৎপাদনে সাহায্য করে। সুবিধাবঞ্চিত কমবয়স্ক শিশুদের জন্য বিনিয়োগ এ ধরনের একটি নীতি।

ইরাকের বাগদাদে ছেলেক কোলে নিয়ে একজন গর্বিত পিতা।

চতুর্থ অংশ: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার প্রসার

- শ্রম বাজারে মহিলাদের আগমন
- তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের জন্য সীমিত সরকারি সুযোগ
- উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি বৃদ্ধি
- জেন্ডার সমতা নিকটবর্তী
- পরিবার সমীক্ষায় অসমতা লক্ষ্য করা যায়
- প্রাক-শৈশব সংক্রান্ত চাকরীতে মহিলা কর্মী

কম বয়স্ক সকল শিশুদের যত্ন নেওয়া এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সকল সমাজের রয়েছে। বর্তমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধারায়, যতোই স্থানান্তর, নগরায়ন এবং শ্রমবাজারে মহিলারা অংশগ্রহণ করছে এগুলো ততই পারিবারিক কাঠামোকে রূপান্তরিত করছে এবং এ কারণে সুশৃঙ্খল প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা অর্জনের চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে অল্প কয়েকটি দেশ এই প্রেক্ষিতে প্রায় সর্বজনীন সেবা সরবরাহ করে। অনেক উন্নয়নশীল দেশে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমে শহরের গুটিকয়েক বিত্তবান পরিবার থেকে আগত, জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রাংশের প্রবেশাধিকার রয়েছে। এই অংশে প্রাক-শৈশবকালীন ব্যবস্থাদির প্রচলনের ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং ইসিসিই কার্যক্রম থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কতটা সুফল লাভ করেছে তা পরিমাপ করা হয়েছে।

অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো: চাকুরীজীবি মায়েদেরকে সহায়তা প্রদানে কর্মসূচি বৃদ্ধি এবং সুবিন্যস্ত শিশু যত্ন

কম বয়সী শিশুদের যত্নের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে। ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের প্রাক-শৈশবকালীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসবের কতকগুলো ফ্রয়বেল, মন্টেসরীর মত স্বনামধন্য শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

অনেকে দরিদ্র শ্রমজীবী মায়েদের চাহিদা অথবা অবহেলিত শিশুদের চাহিদা তুলে ধরেছিলেন, অপরদিকে অন্যরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিশুদের জন্য প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, শ্রম বাজারে মহিলাদের অংশ বৃদ্ধির ফলে তারা তাদের শিশুদের জন্য সামর্থ্যের মধ্যে মানসম্মত যত্নের দাবী জানিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমগ্র ইউরোপে রাষ্ট্র পরিচালিত নার্সারীগুলো প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সম্প্রতিকালে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রম দেখা যায় এবং অঞ্চল ভেদে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। কৃষিকার্যে এবং অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকায় শিশুদের যত্ন এবং লালন পালনের জন্য তারা আত্মীয়স্বজন এবং অনানুষ্ঠানিক সামাজিক ব্যবস্থাদির ওপর নির্ভর করত। ১৯৫০ এর দশক থেকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ব্যাপকভাবে শ্রমবাজারে মহিলাদের প্রবেশের ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতির একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দুই হাজার পাঁচ সালে পূর্ব-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে শ্রমবাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল ৫৫% যা ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে ৫০% ছিল।

যদিও দক্ষিণ এশিয়ায় (৩৫%) এবং আরব রাষ্ট্রসমূহে (২৮%) এটা অনেক কম, তথাপি পূর্ববর্তী দশকগুলোর তুলনায় এই অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক বেশি। সাধারণভাবে পরিবারে আয় এবং ব্যয়ের ওপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ যত বেশি হবে, শিশুদের ভালর জন্য কিছু করা পরিবারের সিদ্ধান্তে তত প্রাধান্য পাবে এবং প্রাক-শৈশবকালীন সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে সবাই সমভাবে লাভবান হবে।

আরও উন্নত দেশগুলোতে প্রাক-বিদ্যালয় কার্যক্রমসমূহে ভর্তির সংখ্যার সাথে শিল্পক্ষেত্রে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। উন্নয়নশীল দেশসমূহে চাকুরীর এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে সম্পর্কটা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু স্থানান্তর, নগরায়ন এবং এইচআইভি/এইডস এর ব্যাপক প্রসার ঘটাতে সম্প্রসারিত এবং একক পরিবারের মধ্যে বেশ নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং শিশু যত্নের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। একক বাবা বা মা এর পরিবারের সংখ্যা, প্রধানত যে পরিবারে মহিলাই প্রধান, এবং বিশেষভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে এ বিষয়টি শিশু যত্নের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শিশু যত্নকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারি নীতিমালা তৈরি হয়েছে। প্রায় সকল ওইসিডি দেশ ১৯৭০ দশক এর মধ্যে বেতনসহ মাতৃত্বজনিত ছুটির ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং (বিশেষ করে নোরাডিক দেশসমূহে) বাবা ও মায়ের জন্য কিছু ছুটির ব্যবস্থা করা হয় অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে (খুব কম ক্ষেত্রে) দুজনেই ছুটি নিতে পারে। প্রায় ১০০টি উন্নয়নশীল দেশে কোন না কোন ধরনের মাতৃত্ব জনিত ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এই ছুটি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মাত্র কিছুসংখ্যক কর্মীদের জন্য রয়েছে এবং প্রায়ই ট্যাক্সসহ।

ইএফএ (EFA) উদ্দেশ্য ১ এর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

আনুমানিক ৭৩৮ মিলিয়ন শিশু সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার ১১%, এবং এরা ০ থেকে ৫ বৎসর বয়সী। ২০২০ সালের মধ্যে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চল এবং আরব দেশসমূহে এ সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ৭৭৬ মিলিয়ন হবে।

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমের ব্যাপকতা, সংগঠন, এর জন্য অর্থ যোগান ইত্যাদি বিষয় পরিবীক্ষণ করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। উপরন্তু প্রাক-শৈশবকালীন সময়ের জন্য কোন সংখ্যাভিত্তিক উদ্দেশ্য নেই যার সাহায্যে এর অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়। তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য সুসংগঠিত তথ্যের অভাব রয়েছে। এসব কার্যক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য, শারীরিক উন্নতি, শিখন এবং তাদের বাবা-মাকে সহায়তা করার ওপর সীমিত তথ্য রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তি তথ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারি দল অথবা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থের দ্বারা পরিচালিত কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করা শিশুদের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যা থেকে কম উল্লেখিত হতে পারে। যখন প্রাক-শৈশব কার্যক্রমে শিশুদের বেশির ভাগ দেশেই ৩-৫ অথবা ৫-৬ বৎসর বয়সী অংশগ্রহণকারী শিশুদের গণনা করা হয় তখন এসব শিশুদের ভর্তির ধরণও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন হতে পারে। অগ্রসরতা পরিমাপের জন্য এই রিপোর্ট বহুমুখী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে ধরে নেওয়া হয় যে, তিন বৎসরের নিচের শিশুদের শিক্ষা এবং যত্নের দায়িত্ব হল বাবা-মা, ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠান অথবা বেসরকারি এজেন্সি সমূহের। সারা পৃথিবীতে অর্ধেকের কিছু বেশি দেশে কম বয়সী শিশুদের জন্য এ ধরনের একটি বা একাধিক কার্যক্রম দেখা যায়। তারা শিশুদের যত্নের জন্য সনাতনভাবে খণ্ডকালীন তত্ত্বধানের ব্যবস্থা করে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে। যদি সার্বিকভাবে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের মনিটরিং করতে হয়, তবে তিন বৎসরের নিচের শিশুদের জন্য যে সকল কার্যক্রম চালু রয়েছে সেগুলো থেকে অনেক বেশি তথ্য নেওয়া প্রয়োজন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: দ্রুত ভর্তি বৃদ্ধি

আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার শ্রেণীকরণে বলা হয়েছে যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (ISCED শূন্য পর্যায়ে)*, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান অথবা উপানুষ্ঠানিক স্থাপনায় অন্যান্য সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে যার সাথে থাকবে শিশুর যত্ন, কাঠামোগত এবং উদ্দেশ্যমূলক একসেট শিখন অভিজ্ঞতা। তিন বৎসর অথবা এর বেশি বয়সের শিশুদের জন্য কার্যক্রমে সরকার একটি সক্রিয় মূখ্য ভূমিকা পালন করে,

* ISCED Level O : The International Standard Classification of Education, Pre-Primary Education.

এবং তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের জন্য তুলনামূলকভাবে কম ভূমিকা পালন করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৭০% দেশ শিশুদের জন্য অফিসিয়াল বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে তিন বৎসর।

বিগত তিন দশকে পৃথিবীব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে এ সংখ্যা ছিল ৪৪ মিলিয়ন, ২০০৪ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১২৪ মিলিয়ন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত (GER) বয়সকে বিবেচনায় না রেখে সর্বমোট ভর্তিকে বুঝায় যা প্রত্যেক দেশে (অফিশিয়াল বয়স ৩ থেকে ৫ বৎসর) অফিশিয়াল বয়সী শিশুদের নির্ধারিত শতাংশকে বুঝায়। ১৯৭৫ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে বৈশ্বিক মোট ভর্তির অনুপাত প্রায় ১৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭% হয় যা দ্বিগুণেরও বেশি। উন্নত এবং পরিবর্তনশীল দেশে ১৯৭০ সালে এই অনুপাত ৪০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৪ সালে ৭৩% হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কম গুরুত্ব পায়। ১৯৭৫ সালে গড়ে ১০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হয়েছিল যা ২০০৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনে উন্নীত হয়েছে (৩২%)। তুলনামূলকভাবে ১৯৯১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ৮১টি দেশের পাঁচ ভাগের চার ভাগ দেশে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ঊনিশ শত সত্তর দশকে যথেষ্ট আঞ্চলিক পার্থক্যের প্রবণতা দেখা যায়। ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তিন-চতুর্থাংশ দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত বর্তমানে ৭৫% এর বেশি, যদিও ১৯৭০ সাল থেকে আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে এ সংখ্যা মন্থর গতিতে বৃদ্ধি পেলেও অর্ধেকেরও বেশি দেশে এ অনুপাত ১০% এরও কম। আরব দেশসমূহে ১৯৮০ সাল থেকে এর প্রসার স্থবির হয়ে আছে। মোট ভর্তির অনুপাত সমগ্র এশিয়াতে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার বেশির ভাগ দেশেই বর্তমানে তিন ভাগের এক ভাগ থেকে দুই ভাগের এক ভাগ-এর মধ্যে শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হচ্ছে (চিত্র ৪.১)।

আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে বিশেষ করে ১৯৯৯ সাল থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভর্তির সংখ্যা ৪৩.৫%),

হাঙ্গারী, বুদাপেষ্টে, রাষ্ট্রচালিত কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকের সাথে শিশুরা, ১৯৪৮

ক্যারিবিয়ান এ ৪৩.৪% এবং দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ায় এ সংখ্যা ৪০.৫%। যদিও আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে শিশুদের ভর্তির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি এ অঞ্চলে অব্যাহতভাবে জনসংখ্যা উচ্চ হারে বৃদ্ধির কারণে গড়ে মোট ভর্তির অনুপাত বৃদ্ধি পায়নি।

উন্নত দেশসমূহের গড় মোট ভর্তির অনুপাত (৪ শতাংশ পয়েন্টে) ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে মাঝারি ধরনের বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে একই অনুপাতে বেড়েছে। অপরদিকে পরিবর্তনশীল দেশসমূহে সুস্পষ্টভাবে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে (আঠারো শতাংশ পয়েন্টে)। পূর্ব এশিয়াতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কম বয়সী শিশুদের ভর্তি সংখ্যা প্রায় ১০% কমে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ চীনে এর ব্যাপক প্রসারের ফল (১৯৭৬ সালে ভর্তি সংখ্যা ৬.২ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৯ সালে ২৪ মিলিয়ন হয়)। ২০০৪ সালে ০ - ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে এ সংখ্যা আবার কমে ২০ মিলিয়ন হয়)। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৪৮% হল মেয়ে শিশু। এ অনুপাত ১৯৯৯ সাল থেকেই অপরিবর্তিত। একই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অসমতা দেখা যায়, এগুলো সাধারণত জাতীয়

বিগত তিন দশকে পৃথিবীব্যাপী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ১৯৭০/৭১ থেকে ২০০৩/২০০৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট ভর্তির আঞ্চলিক প্রবণতা

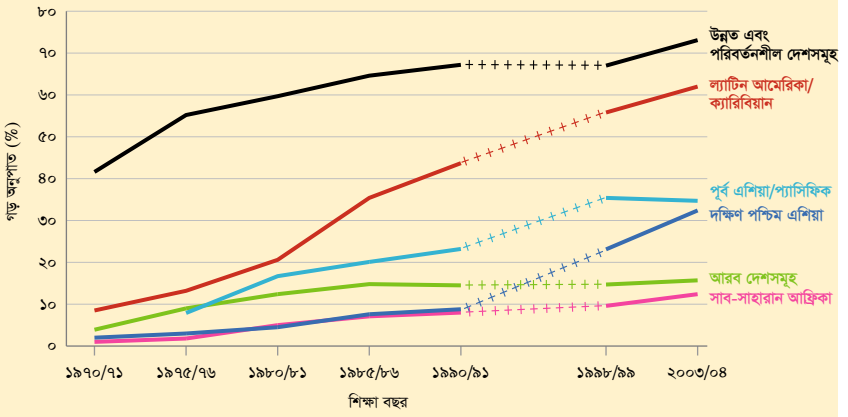

নোট: নতুন শ্রেণীকরণের কারণে বিদ্যালয় বৎসর তথা সিরিজে লাইনগুলো ভেঙ্গে দেখানো হয়েছে।
উৎস: ইএফএ পূর্ণ প্রতিবেদনের অধ্যায় ছয় দেখুন।

বেশির ভাগ অঞ্চলেরই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে জেন্ডার সমতা লক্ষ করা যায়।

উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত (উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে, আঞ্চলিক গড় মাত্র ১০%, মরিশাস এবং সিসিলিতে মোট ভর্তি অনুপাত প্রায় ১০০%, পূর্ব এশিয়ায় ১০% এরও কম, ক্যাম্বোডিয়ায়, কোরিয়ান প্রজাতন্ত্রে, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডে প্রায় সর্বজনীন ভর্তি নিবন্ধন করা হয়েছে)। মধ্য এশিয়াতে ১৯৯০ সালে কমে যাওয়া ভর্তি পরিস্থিতি কিছুটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলেও, কোন দেশেই মোট শিশুদের অর্ধেকের বেশি শিশু ভর্তি হয় না। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে কার্যত সব দেশেই মোট ভর্তির অনুপাত ৬০% এর ওপরে, এসব দেশের মধ্যে অর্ধেকের অনুপাত ১০০%।

আফ্রিকার সাব-সাহারান এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বায়ান্নটি দেশের বেশির ভাগ দেশেই মোট ভর্তি অনুপাত ৩০% এর কম। সম্প্রতিকালে সাধারণভাবে তাদের বর্তমান অগ্রসরতা অত্যন্ত কম (পাঁচ শতাংশ পয়েন্টের কম)। ২০০৪ সালে ছিয়াশিটি দেশের মোট ভর্তি অনুপাত ৩০% এর ওপরে ছিল। ১৯৯৯ সাল থেকে ৮৬টি দেশের মধ্যে ৬৬টি দেশে এর বৃদ্ধি ঘটেছে। উল্লেখিত যে, ব্রাজিল, কিউবা, ইকুয়েডর, মেক্সিকো এবং জ্যামাইকাতে এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে (১০ শতাংশ পয়েন্ট), এবং বেশির ভাগ পরিবর্তনশীল দেশ তাদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধারের ওপর প্রচেষ্টা শুরু করেছে।

যদিও উদ্দেশ্য ১ এর সংখ্যাভিত্তিক কোন লক্ষ্য নেই, বেশির ভাগ দেশই ২০১০ অথবা ২০১৫ সালের জন্য তাদের জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় কমপক্ষে তিন বৎসরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যেসব দেশে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে মোট ভর্তির অনুপাত বেশি, সেসব দেশ ২০১৫ সালের মধ্যে এ পর্যায়ে সর্বজনীনভাবে সব শিশুকে ভর্তি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে চিলি এবং মেক্সিকো, যাদের বর্তমানে মোট ভর্তি অনুপাত ৫০% এর ওপরে তারা এটা করেছে এবং ভারত, কাযাকিস্থান এবং পেরাগুয়ের মোট ভর্তির অনুপাত ৪০% এর নিচে, তারাও এটা করেছে। অতীতে যে বৃদ্ধি হার দেখানো হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণ বর্ধিত প্রচেষ্টা ছাড়া জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছানো এদের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বেশির ভাগ অঞ্চলেরই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে জেন্ডার সমতা লক্ষ করা যায়। সার্বিকভাবে মেয়ে এবং ছেলেদের মোট ভর্তির অনুপাত ০.৯৭ এর মধ্যে। উচ্চ জেন্ডার বৈষম্যের অঞ্চলসমূহে যথেষ্ট অগ্রগতি দেখা যায়। উল্লেখ্য যে আরব রাষ্ট্রসমূহে যেখানে জেন্ডার সমতার সূচক ১৯৯৯ এ ০.৭৬ ছিল সেখানে ২০০৪ সালে ০.৮৭ হয়। ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালের মধ্যে দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোও জেন্ডার সমতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। ক্যারিবিয়ান এবং প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে কিঞ্চিৎ অসমতা দেখা যায়। এ সমস্ত দেশে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়েদের পক্ষে জেন্ডার অসমতা বিরাজ করছে। আফগানিস্তান, মরক্কো, পাকিস্তান এবং ইয়েমেন এসব দেশে সবচেয়ে বেশি জেন্ডার অসমতা রয়েছে।

বাড়ি/পরিবার জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহনে যেসব দলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে

প্রাক-বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রশাসনিক তথ্যের চাইতে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাড়িভিত্তিক জরিপ করে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে প্রাক-শৈশবকালীন সুযোগ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যায়। জরিপ থেকে

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তিপ্পান্নটি দেশের বেশির ভাগ দেশেই জেন্ডার পার্থক্য খুব কম দেখা যায় (১০% এরও কম)। তুলনামূলকভাবে, শহর ও গ্রামের মাঝে বৈষম্য অনেক বেশি এবং (জ্যামাইকা ব্যতীত) গ্রামের শিশুরাই সুবিধাবঞ্চিত, অনেক দেশেই প্রাক-শিশু কার্যক্রমে গ্রামের শিশুদের প্রবেশগম্যতার অনুপাত শহরের শিশুদের চাইতে দশ থেকে ত্রিশ শতাংশ পয়েন্ট কম। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষায় ধনী পরিবারের শিশুদের উপস্থিতির হার দরিদ্র শিশুদের চাইতে অনেক বেশি (চিত্র ৪.২)। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া জানা মায়েরা লক্ষণীয়ভাবে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করে। যেসব শিশুদের জন্ম নিবন্ধন তালিকা এবং টিকা দেওয়ার কোন রেকর্ড নেই সেসব শিশুদের প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমসমূহে উপস্থিতি কম দেখা যায়। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে বামন আকৃতি (বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম) শিশুদের অংশগ্রহণের হার কম।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষায় কর্মচারীর সংখ্যা

উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা বহু প্রকারের। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেখা যায়। আনুষ্ঠানিক প্রবেশের যোগ্যতা প্রায়ই মানা হয় না। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ প্রায় সব সময় তাদের বিপরীতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের থেকে প্রশিক্ষণও অনেক কম পেয়ে থাকেন। লেসোথো এবং উগান্ডাসহ, সম্প্রতিকালে কিছু দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের উন্নয়ন করা হয়েছে।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা উপাদানসমূহ সাধারনত: এই কার্যক্রমে পৃথকভাবে থাকে এবং সেজন্য তা সুস্পষ্টভাবে কর্মচারী নিয়োগ পলিসিতে প্রতিফলিত হয়। সেজন্য বেশির ভাগ শিল্পোন্নত দেশে, চাকুরীতে প্রবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণবিহীন শিশু যত্ন কর্মচারীদের পাশাপাশি কোন সময় উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদগণও কাজ করে থাকেন। তাদের মধ্যে অনেকেই খণ্ডকালীন অথবা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করেন।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষকই মহিলা। এতে ইসিসিই-কে ঐতিহ্যবাহীভাবে মায়েদের ভূমিকার সম্প্রসারণ মনে করা হয়। ওইসিডি দেশসমূহে, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের ২০% এরও বেশি শিক্ষকদের বয়স ৫০ এর ওপরে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশসমূহে সম্প্রতিকালে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে কম বয়স্ক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

বেশির ভাগ দেশের প্রাপ্ত তথ্যে (প্রধানত মধ্য আয়ের), প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন সাধারণত: একই। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য দেখা যায়। আবার আনুষ্ঠানিক এবং কম আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমসমূহে কম বয়স্ক শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে বেতনের বৈষম্য দেখা যায়। কিছু দেশ, যেমন যুক্তরাজ্য, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নিম্নতম জাতীয় বেতন প্রবর্তন করে এ কার্যক্রমে শিক্ষক ও কর্মচারীর মধ্যে বেতন বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

কিছু দেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তন করে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষায় শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

অনেক দেশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে উন্নয়ন, পুনর্বিবেচনা/সংশোধন ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলছে। মিশরের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের জন্য প্রাক-চাকুরীকালীন এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশসমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সম্প্রতিকালে তাদের প্রথম কার্যক্রমসমূহ শুরু হয়েছে। অনেকে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ জোরদার করছে। মরক্কোর প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষকদের জন্য অব্যাহত শিক্ষা এবং শিক্ষণবিজ্ঞান পদ্ধতিতে সহায়তা প্রদানের জন্য রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোর সারভল (SERVOL) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্যারিবিয়ানের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

চিত্র ৪.২: পারিবারিক সম্পদের বৈষম্যের জন্য যত্ন এবং শিখন কার্যক্রমসমূহে ৩ এবং ৪ বৎসর বয়সী শিশুদের উপস্থিতির হারের বৈষম্য

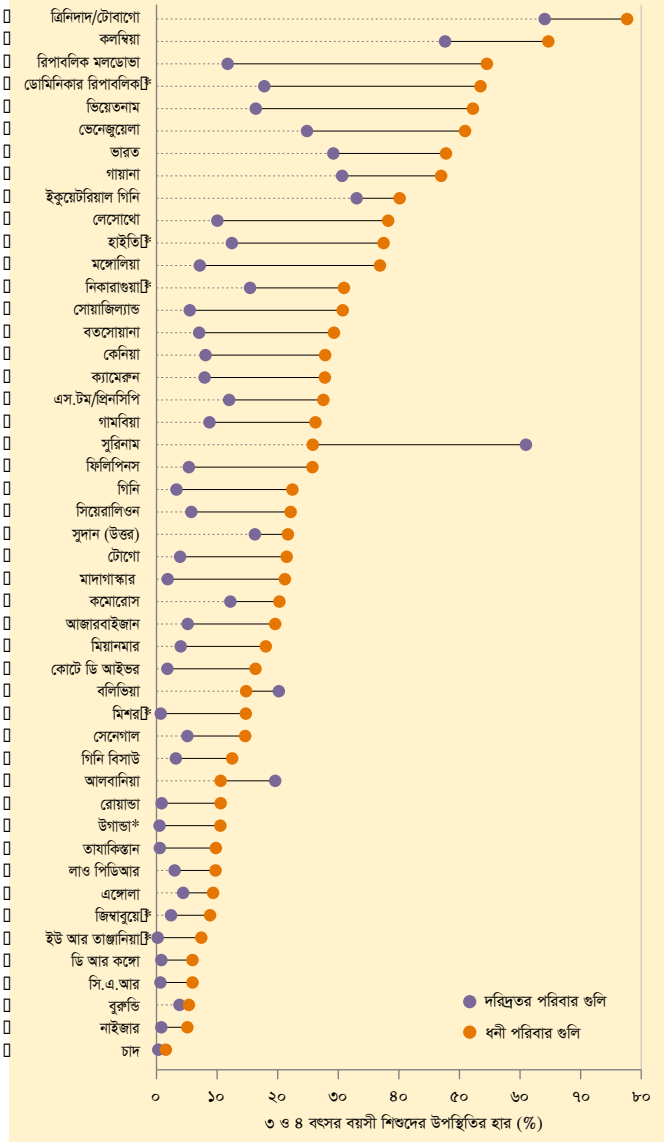

উৎস: অধ্যায় ৬, সবার জন্য শিক্ষার পূর্ণাংগ প্রতিবেদন।

পঞ্চম অংশ: কম বয়স্ক শিশুদের জন্য মানসম্মত কার্যক্রম সমূহের পরিকল্পনা তৈরি

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহ বাবা-মা এবং অন্যান্য যারা যত্ন নেন তাদের প্রচেষ্টার পরিপূরক এবং সমর্থক। এ ধরনের কার্যক্রমসমূহকে কার্যকর হতে হলে অবশ্যই সংস্কৃতি সংবেদনশীল, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু অথবা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এ অংশে কার্যকর কার্যক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয়েছে যা শিশুদের জন্ম থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করে থাকে।

- বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- বাবা-মায়ের সাথে কাজ করা
- মাতৃভাষায় শুরু
- গৎবাধা ব্যতীত জেন্ডারের ধরণ
- একীভূত প্রেক্ষিত
- বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি

কম বয়স্ক শিশুদের জন্য কার্যক্রমের পরিকল্পনা তৈরি করা বেশ জটিল। সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক সেবা প্রদানের কার্যক্রমকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ বিজ্ঞান নির্বাচিত করতে হবে এবং শিশুদের প্রারম্ভিক বয়সে সাহায্য করার জন্য তাদের বাবা-মাকেও সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রাক-শৈশবকালীন সহায়তা প্রদানের এমন কোন একক মডেল নেই যা একইভাবে সকল দেশের বেলায় প্রযোজ্য হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাবা-মা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শিশুর যত্ন নেন। বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষিতে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রম সমূহের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যেন যাদের জন্য এ কার্যক্রম তৈরি করা হয়েছে সেটা যেন তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়।

পিতামাতা সংক্রান্ত কার্যক্রম: বাড়িতে শুরু

পিতামাতা অথবা অন্যান্য যত্নকারী হলেন প্রথম শিক্ষক, এবং সবচেয়ে কম বয়সী শিশুদের জন্য বাড়িই হল যত্নের প্রধান ক্ষেত্র। জ্ঞানমূলক বিকাশ এবং সামাজিক-আবেগিক সুস্থতার ওপর বাড়ির পরিবেশের এক বিরাট প্রভাব রয়েছে। পড়ার বই এবং ছবি আঁকার জিনিসপত্র জ্ঞানের বিকাশে, যেমন মনোযোগ, স্মরণশক্তি এবং পরিকল্পনায় সহায়ক। গৃহ পরিবেশকে সহায়তা করার সবচাইতে ভাল উপায় হল বাবা-মায়ের সাথে সরাসরি কাজ করা।

পিতামাতা সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ নানা রকমের এবং এ জন্য এগুলোকে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টকর। বাড়ি পরিদর্শন কার্যক্রমগুলো প্রতিটি

পরিবারের বাবা মাকে পৃথক পৃথকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ মডেলটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকির মাঝে রয়েছে এমন পরিবারসমূহকে রক্ষার জন্য উত্তম মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ডাবলিনে মা সম্প্রদায়ের কার্যক্রমের লক্ষ্যদল হল একক পিতামাতা এবং/অথবা ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সের বাবা-মা, শরণার্থী, নিরাপত্তা প্রার্থী এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বসবাসকারী। মা সম্প্রদায় এবং নার্স দ্বারা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ভলান্টিয়ার/সেবক মাসে একবার করে এসব বাবা-মাকে পরিদর্শন করে এবং বিশেষভাবে পরিকল্পিত শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমকে, যেমন স্বাস্থ্যের যত্ন, পুষ্টি এবং শিশুর সার্বিক বিকাশ তাদের নিকট তুলে ধরে।

মূল্যায়নে দেখা গিয়েছে যে, মা ও শিশু উভয়ের আত্মমর্যাদা, পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক এবং শিশুদের শিখন অভিজ্ঞতায় সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। পেশাজীবীদের সাহায্যে বাবা-মায়ের দল গঠন শিশু যত্ন এবং শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাবলি সম্পর্কে জানার আর একটি সাধারণ মাধ্যম। স্থানীয় সম্প্রদায়ও গৃহ-অথবা সম্প্রদায়ভিত্তিক শিশু যত্নের ব্যবস্থার মাধ্যমে কম বয়স্ক শিশু অথবা তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, কলম্বিয়াতে হোগারস কমিউনিটারিওস (Hagares Comunitarios) কার্যক্রম জন্ম থেকে ৬ বৎসর বয়সী ১ মিলিয়নেরও বেশি শিশুদের কল্যাণে একটি প্রধান উদ্যোগ হিসাবে পরিচিত হয়েছে। প্রারম্ভিক অবস্থায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের পুষ্টির উন্নতির জন্য এটার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, বর্তমানে শিশু যত্নকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন পরিবারগুলো একজন 'কমিউনিটি মা' নির্বাচন করে যিনি তার বাড়িতে ১৫ জন শিশুর যত্নের ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র শিশুদের মধ্যে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে তাদের শারীরিক বৃদ্ধির জন্য এই কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব শিশু (১৩ থেকে ১৭ বৎসর বয়সী) একবার এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে তারা বিগত বৎসরগুলোতে যারা এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেনি তাদের তুলনায় বেশি বিদ্যালয়ে যায় এবং একই শ্রেণীতে কম পুনরাবৃত্তি করে।

শিক্ষণ বিজ্ঞান এবং শিক্ষাক্রম: শিখনের জন্য প্রারম্ভিক মৌলিক কাজ

বিশেষ করে ৩ থেকে ৬ বৎসর বয়সী শিশুদের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক ব্যবস্থা হল প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার সবচাইতে সাধারণ ধরণ। শিশুদের জন্য অভিজ্ঞতাসমূহ ইতিবাচক করতে হলে শিশুদের জন্য কার্যাবলী বা অনুশীলনসমূহ তাদের বয়স এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী হতে হবে।

সেনেগালের টোবাব ডাইয়ালাও অঞ্চলে পাঠদান রত একজন কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক এখানে লোকজন মৎস্য শিকার করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। অধিকাংশ জনগণ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে।

মাতৃভাষার শিখন বেশি কার্যকর হয়। একই সাথে প্রথমবারের মত শিশুর জন্য এই সংগঠিত শিখন পদ্ধতিতে সনাতনী জেন্ডার ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করার একটি সুযোগ পাওয়া যায়। পরিশেষে, একীভূত কার্যক্রম হওয়া প্রয়োজন এবং অস্ত্র দ্বন্দ্বের মত পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনা উচিত (বক্স ৫.১)।

উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশে গবেষণার ফলাফল কার্যক্রমসমূহের বিভিন্ন গুণগত দিক এবং শিশু বিকাশের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক তুলে ধরে। যদিও একটি ভাল প্রাক-শৈশব পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হল, শ্রেণী আয়তন এবং কর্মী-শিশু অনুপাত, তবে গবেষণায় দেখা যায় যে শিশুদের কল্যাণ বৃদ্ধির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কর্মী এবং শিশুদের মধ্যে সুসম্পর্ক। আইএ (IEA)[৭] প্রাক-প্রাথমিক প্রকল্প ১৭টি দেশে শিশুদের উপর একটি অনুসন্ধান চালিয়েছিল।

এ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু ছিল ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের অভিজ্ঞতা কীভাবে তাদের ৭ বৎসর বয়সে প্রভাব ফেলে তা দেখা। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ৪ বৎসর বয়সের শিশুদের আগ্রহ অনুসারে নমনীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা প্রাধান্য পেয়েছিল তারা তাদের ৭ বৎসর বয়সে অন্যশিশু যারা একই বয়সে নিয়ম মাফিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সাক্ষরতা এবং গণনার দক্ষতা অর্জন করে তাদের তুলনায় ভাষার ক্ষেত্রে বেশি পয়েন্ট অর্জন করেছিল।

শিশুদের পরস্পরের মাঝে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাদের কার্যক্রমে বয়স্কদের অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, এর সবগুলোই পরবর্তী সময়ে শিশুদের ভাষার পারদর্শিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়।

দারিদ্র্য ভাষা উন্নয়নকে ব্যাহত করে

জেন্ডার: একঘেয়ে/গৎবাধা নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করেছে

প্রাক-শৈশবকালীন সময়েই পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এ বিষয়টি সম্পর্কে শিশুরা বোঝে। প্রায়ই দেখা যায় এ বয়সীদের জন্য যে শিক্ষাক্রম রয়েছে তা জেন্ডার নিরপেক্ষ নয়। বইগুলোতে ছেলে এবং মেয়েদের বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে। খেলাধূলার সময়, শিশুদেরকে গৎবাধা এক ধরনের খেলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ছেলে এবং মেয়ে শিশুদের প্রতি শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, কি তাদের কথা শুনতে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষকগণ একই ধরনের প্রতিক্রিয়া করেন।

প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহ জেন্ডার ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। শিক্ষণ বিজ্ঞান, শিক্ষণ এবং খেলাধূলার সামগ্রী বিভিন্ন মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে। প্রাক-বিদ্যালয়ে এবং প্রাক-বিদ্যালয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ যারা বিতর্কের মাধ্যমে

৭ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিক এ্যাসোসিয়েশন।

জেন্ডার সমতার উন্নয়নে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে চান তাদের জন্য অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে সুইডেন একটি প্রতিনিধিত্বকারী দল গঠন করেছিল। জেন্ডারসমতা উন্নয়নের ব্যাপারে শিক্ষকদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

এটা ধরে নেওয়া হয় যে শিশুদের যত্ন নেয়ার দায়িত্ব শুধু মহিলাদেরই। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য প্রাক-শৈশব কার্যক্রমসমূহে পুরুষদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং শিশুদের লালন-পালনে বাবাদেরকেও বেশি করে জড়িত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

প্রারম্ভিক ভাষা বিকাশে সহায়তা

গবেষণার ফলাফলে সব সময়ই দেখা যায় যে প্রারম্ভিক সাক্ষরতার অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অনেক, যেমন শিশুদেরকে বই পড়ে শোনানো এবং যে বাড়িতে বই এর সংখ্যা বেশি ইত্যাদি ভাষার বিকাশ, পড়ার ফলাফল এবং বিদ্যালয়ের সাফল্যের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। যুক্তরাজ্যে দেখা গিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের পড়তে পারার সাফল্য প্রাক-বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের লিখিত বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত হওয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ভাষার বিকাশে দারিদ্র্যও অনেকখানি প্রভাব ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণীর পরিবারের ৪ বৎসরের শিশু যে কয়টি শব্দ শোনে আর পেশাজীবী পরিবারে ঐ বয়সী শিশুরা যত সংখ্যক শব্দ শোনে তাদের মাঝে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। যে সকল ৩ বৎসর বয়সী শিশুদের মা, শিশু কল্যাণ তহবিলের সাহায্য নেয় তাদের তুলনায় পেশাজীবী পরিবারের ঐ বয়সের শিশুদের শব্দভান্ডার অনেক বেশি। এর অর্থ হচ্ছে ভাষায় ভাল করতে হলে দরিদ্র অর্থনৈতিক পরিবার থেকে আগত শিশুদেরকে অল্প বয়সেই ভাষা সমৃদ্ধ পরিবেশের সান্নিধ্যে আনতে হবে।

যদিও অনেক শিশু বহু ভাষাভাষী সমাজের মধ্যে বেড়ে ওঠে, বিশ্বের সর্বত্র প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অফিশিয়াল ভাষায় শিখন কাজ পরিচালিত হওয়াটাই একটি নিয়ম। তথাপি, প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে যে শিশুরা ছয় থেকে আট বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিখে, তারা অফিশিয়াল ভাষায় যারা শিখতে আরম্ভ করে, তাদের তুলনায় অনেক বেশি ভাল করে।

যাহোক দ্বিভাষীক মডেল অনেক কম এবং সুদূর প্রসারি। অনেকেই দাবি করে এগুলো বেশ দামী, প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন এবং এতে সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভক্তি দেখা দেয়। কিন্তু ক্যাম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, মায়েনমার, পাপুয়া নিউগিনি এবং ভিয়েতনামের মত দেশসমূহ সফলতার সাথে দ্বিভাষী প্রাক-শৈশব কার্যক্রমের উন্নয়ন করেছে এবং সেগুলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম দিকের বৎসরগুলোকে প্রভাবিত করে। পাপুয়া নিউগিনি যেটা পৃথিবীর সবচাইতে বেশি সংখ্যক ভাষার জাতি, সেখানে ১৯৭০ সালে ২ বৎসরের স্বদেশীয় ভাষার প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাবা-মায়েরা স্থানীয় সরকার এবং এনজিও (NGO) দের সাথে কাজ করেছিলেন। ১৯৯৫ সালে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম তিন বৎসর স্বদেশীয় ভাষায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করে। পরে ধীরে ধীরে শিশুরা ইংরেজি ভাষায় পড়াশুনা করে। বর্তমানে দেশটির শিক্ষাব্যবস্থায় ৩৫০টিরও বেশি ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে।

বক্স ৫.১: জরুরি অবস্থায় বসবাসরত শিশু: ধীরে এর অবসান ঘটছে

ছয়টির সংঘর্ষের মধ্যে পাঁচটি ঘটে আফ্রিকা এবং এশিয়াতে যার নাটকীয় পরণতি ঘটে বেসামরিক জনগণের জন্য বা সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে। সংঘর্ষের কারণে নিজ দেশেই ২৪ মিলিয়নের মত মানুষ স্থানচ্যুত হয়। সংঘর্ষের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ছোটখাট গৃহযুদ্ধ হয়। সৈন্যদেরকে ব্যক্তি উদ্যোগে এবং আধা সামরিক শক্তি এবং শিশু সৈন্যদের ওপর নির্ভর করতে হয়। শিশুদের জীবনের স্থিতিশীলতা বা সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার।

উত্তর ইথিওপিয়ার শিমেলবা রিফিউজি ক্যাম্পে একটি আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি শিশুদের জরুরি অবস্থা থেকে মুক্তি এবং কল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে: শ্রেণীকক্ষের অসুবিধাসমূহ কমানোর উদ্দেশ্যে প্রাক-বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য ক্যাম্পের বিশেষ এলাকার মধ্যে একটি "শিশুগ্রাম" তৈরি করে। খাবারের কেন্দ্রগুলো প্রতিদিনের খাদ্য সরবরাহ করে। কম বয়স্ক শিশুদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্য শ্রেণীকক্ষসমূহ ফার্নিচার দিয়ে সাজানো হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিখন কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে কলা, সঙ্গীত এবং প্রাক-সাক্ষরতার বিষয়সমূহ। একই সময়ে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মায়েরা উপকৃত হন।

বেশ কয়েকটি আফ্রিকার সাব-সাহারান দেশে শিশুদের জন্য ইউনিসেফের বন্ধুত্বপূর্ণ মা ও শিশুদের পরিবেশের জন্য যত্ন ও নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক সন্নিবেশিত করে। লাইবেরিয়াতে প্রারম্ভিক বিকাশের শ্রেণীগুলোতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং এ ধরনের পরিবেশের মধ্যে মায়েরা তাদের শিশুদেরকে বুকের দুধ পান করাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। অন্যান্য সেবার মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রারম্ভিক উদ্দীপনা এবং শিখন, পানি, স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন এবং কম বয়স্ক শিশুদের রক্ষার ব্যাপারগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।

দুই ভাষায় গল্পবলা এবং কার্যক্রমসমূহ শিশুদের সাক্ষরতার দক্ষতা বিকাশেও সহায়তা করে, যা একভাষা থেকে অন্যভাষা শিখতে সাহায্য করে। আরও একটি সম্ভাবনাপূর্ণ কৌশল হল বহুভাষা জানে এমন কর্মী নিয়োগ করা। অনেক ইউরোপিয়ান দেশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিবেশে যেখানে নতুন বিদেশী শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতা রয়েছে সেখানে দোভাষী সহকারীকে নিয়োগ দান করে। সংখ্যালঘু ভাষাভাষী থেকে আগত শিশুদের বাবা-মাকে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানানো দরকার। এর সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কেও জানানো প্রয়োজন।

একীভূত এ্যাপ্রোচসমূহ: বিশেষ চাহিদা এবং জরুরি পরিস্থিতিসমূহ

সকল শিশুদের মধ্যে প্রায় ৮৬% বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু উন্নয়নশীল দেশসমূহে বাস করে। এসব দেশের শিশুদের মধ্যে ইন্দ্রীয় সম্পর্কিত সমস্যা যেমন শিশুকালে অন্ধত্ব এবং কানে কম শোনা অত্যন্ত বেশি। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কমবয়স্ক শিশুদের ক্ষেত্রে কারা ইন্দ্রীয় সম্পর্কিত জটিলতায় ভূগছে, কারা ভুগছে না, পর্যাপ্তভাবে এসব পরীক্ষা করলে কার্যকর সুফল বয়ে আনতে পারে। প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমসমূহ কোন কোন শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রধান ধারায় নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। চিলিতে প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষায় একীভূত এ্যাপ্রোচ আছে, যেখানে নার্সারী বিদ্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য মাসিক বুলেটিন এবং কানে শোনার যন্ত্র এবং হুইল চেয়ার কেনার জন্য তহবিল আছে। এসব মূল ধারায় নিয়ে আসা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কম বয়স্ক শিশুদেরকে উন্নত যত্ন দানে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকারের প্রতি অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশির ভাগ ওইসিডি দেশে একীভূত শিক্ষার এ্যাপ্রোচসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশে সহায়তা করা

ভাল মানের প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাই সব কিছু নয়। ইএফএ উদ্দেশ্যসমূহের স্বীকৃতি অনুযায়ী পরবর্তী শিক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, এভাবে এটি শুধুমাত্র শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তাদের শারীরিক, মানসিক ও জ্ঞানমূলক বিকাশেই সহায়তা করে না, এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন অবস্থাও সুন্দর করে। এর একটি উপায় হল প্রাথমিক শিক্ষার সাথে নিবিড়ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা। শিশুদের জন্য পৃথক ভাবে উত্তরণের চেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহজভাবে প্রবেশে সহায়তার জন্য এ ধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এই এ্যাপ্রোচের সাথে প্রাক-শৈশবকালীন স্বাস্থ্য, যত্ন ও শিক্ষার অংশসমূহের একটি দৃঢ় বন্ধন তৈরি করে, এর ফলে একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। সাধারণত: এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং ইসিসিই, প্রাথমিক শিক্ষা এসব কিছুর দায়িত্ব গ্রহন করে। যদিও এ ধরনের প্রচেষ্টার ফলে শিশুদের জন্য ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় তবে এটি স্বাস্থ্য, যত্ন এবং শিশু কল্যাণের জন্য ব্যাপক ও সার্বিক পদ্ধতিতে সমন্বয়ের পরিবর্তে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করে।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা এ দুটোকে সমন্বয় করার দ্বিতীয় উপায় হল পাঠক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কয়েকটি দেশে সমন্বিতভাবে প্রাক-বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম রয়েছে। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের ত্রিশটি দেশে ধাপে ধাপে শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়, এদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম চার বৎসরে কোন শ্রেণী বা গ্রেড নেই, যাতে শিশুরা তাদের নিজ নিজ আগ্রহ ও মেধা অনুসারে অগ্রসর হতে পারে। জ্যামাইকাতেও প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রবেশ পর্যন্ত একই নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। ভারতের বোধ (Bodh) শিক্ষা সমিতি এবং কলম্বিয়ার এসকুয়েলা নোয়েবাতে (Escuela Nueva) ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ এবং মেধাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বহুগ্রেডভিত্তিক শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহার করা হয়।

বাবা-মাকে বেশি সম্পৃক্ত করেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব। পাকিস্তানে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাবা-মা স্থানীয় গান এবং গল্পের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষণে সহায়তা করে থাকে। ফ্রান্সে, মধ্যস্থতাকারী জনগোষ্ঠী নিম্ন আয়ের প্রতিবেশি বাবা-মায়েদের সাথে কাজ করে শিক্ষকদের সাথে তাদের সংলাপের উন্নতি বিধানে চেষ্টা করে। যেখানে শিশুদের প্রাক-বিদ্যালয়ে গমনের সুযোগ নেই, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কাজ করে স্কুল গমনকে সেখানে সহজ করা যেতে পারে, যেমন, শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে নিয়ে এসে তাদের ভবিষ্যৎ পরিবেশের সাথে পরিচয় করানো কিংবা ছোট ছোট দলে শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের কয়েক মাস পূর্ব থেকে সুসংগঠিত বা মুক্ত খেলাধূলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বাবা-মাকে বেশি সম্পৃক্ত করেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব

ষষ্ঠ অংশ: প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার নীতিমালা উন্নয়ন/ গড়ে তোলা

যদি প্রারম্ভিক বয়সে শিশুদের গুণগতমানের যত্ন এবং শিখন সুযোগের সুফল ভোগ করতে হয়, তবে সরকারকে অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডার যারা এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত তাদের সঙ্গে একত্রে এ ব্যাপারে কার্যকর নীতিমালার উন্নয়ন করতে হবে এবং এর প্রয়োগ করতে হবে। তিনটি প্রধান ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন: পরিচালন পদ্ধতি, গুণগতমান এবং অর্থায়ন- এসবের সাথে সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্ব থাকতে হবে।

চিয়াপাস, মেক্সিকো

অনুকূল নীতিমালার পরিবেশ সৃষ্টি
জাতীয় প্রাক-শৈশবকালীন নীতিমালা প্রণয়ন
সমস্ত স্থাপনায় গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ
বেসরকারি অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তকরণ
যারা সবচাইতে বিপদজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং যারা অসুবিধাগ্রস্থ এমন শিশুদের নিকট পৌঁছানো
অর্থায়ন কৌশল প্রণয়ন
আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব

সম্ভাবনাপূর্ণ লক্ষণ

উন্নয়নশীল দেশের সরকারসমূহ ইএফএ লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সাধারণত প্রাথমিক শিক্ষা এবং জেন্ডার সমতার তুলনায় প্রাক-শৈশবকালীন নীতিমালার প্রতি সীমিত মনোযোগ দিয়েছে। পঁয়তাল্লিশটি দেশের নীতিমালা সংক্রান্ত দলিল পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে মাত্র গুটিকয়েক দেশ আট বৎসর এবং তার নিচের বয়সী শিশুদের জন্য সার্বিকভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। অসুবিধাগ্রস্থ, ঝুঁকির মাঝে বসবাসরত এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য, জাতীয় প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার নীতিমালার অভাব রয়েছে। সাধারণত ৩ বৎসর এবং এর বেশি বয়সের শিশুরা প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষায় মনোযোগ পায়। তিন বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে এসব সুযোগ/ব্যবস্থা নেই। যাহোক, কিছু সম্ভাবনাময় লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইসিসিই-এর সুফলের ওপর অনেক গবেষণা হয়েছে যাতে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ধরা হয়েছে। এর সাথে সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক ইসিসিই নেটওয়ার্ক অনুকূল নীতিমালা পরিবেশের ওপর অনেক অবদান রেখেছে। শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং কম বয়স্ক শিশুদের আইনগতভাবে রক্ষা করার জন্য সরকারগণ সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার স্পষ্ট এবং বিস্তৃত নীতিমালা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। অর্থ যোগানের অঙ্গীকারসহ একটি জাতীয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বিবৃতি, প্রত্যেক শাখার দায়িত্বসমূহ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এ ধরনের নীতিমালা বিধিবদ্ধ করার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক করতে আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কীভাবে প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম রাজনীতির সহায়তা পেতে পারে ?

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু উপাদান রয়েছে।

- উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সহযোগিতা ইসিসিইকে আলোচনার এজেন্ডায় রাখতে পারে। সম্প্রতিকালে চিলি, জ্যামাইকা, জর্দান, সেনেগাল, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দ প্রাক-শৈশবকালীন সময়কে জাতীয়ভাবে প্রাধান্য দিয়েছে, যাতে বর্তমান বৎসরগুলোতে নতুন জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যবস্থাদির সম্প্রসারণ, গুণগত মানের বৃদ্ধির প্রতি অধিক মনোযোগ এবং যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

- অনেক ষ্টেক হোল্ডারদের সম্পৃক্ততা, মালিকানা এবং ঐক্যমত উন্নয়নে সহায়তা করে (উদাহরণস্বরূপ ঘানায়)। ইসিসিই কার্যক্রমসমূহে বাবা-মায়ের অংশগ্রহণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে একাজে সহায়তা করতে উৎসাহিত করতে পারে।

- আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, দাতাগোষ্ঠী এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরকারি অংশীদারিত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে মূলধন গঠনে এবং প্রকল্পের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা করতে পারে যা পরে এগুলিকে সম্প্রসারণ করতে পারে।

- অন্যান্য জাতীয় উন্নয়ন এবং খাতওয়ারী উন্নয়নের নীতিমালার সাথে ইসিসিই এর নীতির সংযোগ

কে নেতৃত্ব দেবে? প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে বহুমুখী শাখা, কার্যক্রমসমূহ এবং অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের। এজন্য সমন্বয়ের কাজ প্রায়ই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

সব শিশুকে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম ষ্ট্যান্ডার্ড প্রদানের জন্য সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে

- সাধন হলে সম্পদের বণ্টন থেকে সুবিধা প্রাপ্তির একটি কৌশল পাওয়া যায় এবং তা ইসিসিইকে একত্রিকরণে উৎসাহিত করে। ঘানা, উগান্ডা এবং জাম্বিয়া তাদের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলকে শিশুর প্রারম্ভিক উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করছে।

- দায়িত্বসমূহ বন্টন, সম্পদ বরাদ্দ করণ এবং সময়সীমা নির্ধারণ করে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করলে ইসিসিই এর নীতিমালা প্রয়োগে সহায়তা হয়।

- গণমাধ্যমিক প্রচারসমূহ ইসিসিই এর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে যেমন, শিশু যত্ন সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা, নবজাতক শিশু সম্পর্কিত জ্ঞানমূলক তথ্য, বুকের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা, শিশুদেরকে পড়ে শোনানো এবং পিতার ভূমিকা সম্পর্কে জনগণের নিকট তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

প্রশাসনিক সমস্যা

কে নেতৃত্ব দেবে? ইসিসিই'তে রয়েছে বহুমুখী খাত, প্রোগ্রাম এবং কর্মী। এসব কিছুর সমন্বয় সাধন করতে অহরহই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। বহুদেশেই বিশেষভাবে ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক বা দুই বৎসরের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থায়, বিশেষ করে তিন বৎসরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ইসিসিই-কে স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে রাখা হয়। নানা প্রকার কর্মীদের অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একত্র করা সম্ভব হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিরোধেরও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক দেশে কোন একক প্রশাসনিক সংস্থা ইসিসিই-এর দায়িত্ব বহন করে না, এতে অবশ্য এর অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একশ বাহাত্তরটি দেশের মধ্যে ৬০% দেশে মন্ত্রণালয়গুলো, সাধারণত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৩ বৎসরের বেশি বয়সের শিশুদের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম দেখাশোনা ও সমন্বয় সাধন করে। ত্রিশ শতাংশ দেশে অন্যান্য সরকারি সংস্থার সঙ্গে মিলে এই কার্যক্রমগুলো করা হয়। অবশিষ্ট ১০% দেশে প্রাক-শৈশব কার্যক্রমসমূহের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক হল বেসরকারি সংস্থাসমূহ।

অধিকাংশ দেশে যদিও শিশুদের বয়স অনুসারে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রশাসনের ওপর বর্তায় তবে ১৯৮০ এর শেষ দিক থেকে অনেকগুলো দেশ (এগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, চিলি, জ্যামাইকা, কাযাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন এবং ভিয়েতনাম) জন্ম থেকে সব বয়সের শিশুদের শিক্ষার প্রধান দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য একটি মন্ত্রণালয় নিযুক্ত করেছে। প্রাক-শৈশব বিষয়াবলীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনলে ছোট শিশুদের শিখন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন সহজতর হয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা আবশ্যিক না হওয়ার কারণে, এর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং সম্পদ পেতেও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়। আরও একটি ভাববার বিষয় হচ্ছে যে ইসিসিইকে আরো আনুষ্ঠানিক এবং বিদ্যালয়ের মত হওয়ার জন্য অনেক বেশি চাপের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যেই নেতৃত্ব দিক না কেন, বা কাজের পুরোভাগ থেকে নির্দেশনা দিক না কেন, এটা সত্য যে ইনস্টিটিউটসমূহ এবং বিভিন্ন খাতসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সমন্বয়ের জন্য কার্য সাধন পদ্ধতি একটি ফোরাম তৈরি করে যাতে সম্পদ, মান, নিয়মকানুন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির স্বপ্ন পুরন হতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, যে সমন্বয়কারী সংস্থাসমূহে কর্মচারীর সংখ্যা কম বলে তারা শুধুমাত্র উপদেশক হিসাবে কাজ করেন। যার ফলে তাদের কর্মক্ষমতা সীমিত হয় এবং তারা ছোট শিশুদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এজেন্ডায় কিছু রাখেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা এর থেকে ব্যতিক্রম, কারণ এর জাতীয় সমন্বয় কমিটির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ থেকে প্রতিনিধিগণ। এরা ৫ এবং ৬ বৎসর বয়সের সকল শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমসমূহ উদ্ভাবন করতে সাহায্য করেছেন।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে তীব্র মতানৈক্য দেখা যায়। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জনগোষ্ঠীর চাহিদা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সেবা এবং সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন সম্ভব হয়। বাস্তবে, যদিও এর ফলে অসম নীতিমালার প্রয়োগ ঘটতে পারে, এবং বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং শিক্ষায় গুণগত মানের মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। ১৯৯০ সালে অনেক

পরিবর্তনশীল দেশে, বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শহরের ধনবান এবং গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং গুণগতমানের আরো অবনতি ঘটে।

এরপর থেকে এটা স্বীকৃত যে বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি অবশ্যই দূরদৃষ্টি এবং নীতি সম্পন্ন একটি কার্যকর কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, সুইডেনে ১৯৯০ সালের পরে প্রাক-বিদ্যালয়ের জন্য বেশি পরিমাণ বেতন নির্ধারণ করে, এবং একটি নতুন শিক্ষাক্রমও চালু করে কিন্তু তা ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়োজিত কর্মীরা সম্ভাবনাপূর্ণ অংশীদার

বেসরকারি অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ, গোষ্ঠীভিত্তিক দল, বেসরকারি সংস্থাসমূহ, বিশ্বাসভিত্তিক সংস্থাসমূহ এবং লাভজনক স্বতন্ত্র সত্ত্বা- অনেক দেশে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আরব দেশসমূহে বিশ্বাসভিত্তিক দলগুলো বেশ সক্রিয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৫৪টি দেশের অর্ধেক দেশে প্রাইভেট ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির পরিমান সমগ্র ভর্তির এক তৃতীয়াংশেরও কমঃ এক তৃতীয়াংশ দেশে প্রাইভেট ইনস্টিটিউটসমূহে সমগ্র ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি ভর্তি হয়।

আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে, আরব রাষ্ট্রসমূহে, ক্যারিবিয়ান এবং পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি শাখা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার ইউরোপীয়ান দেশসমূহে ইসিসিইকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়েছে। অনেক পরিবর্তনশীল দেশে, যেখানে সরকার নিষ্ক্রিয়, সেখানে উদ্বাবনীমূলক অনুশীলনী এবং উদ্যোগ নিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এগিয়ে আসছে। কিন্তু প্রবেশ গম্যতার ক্ষেত্রেও অসমতা দেখা যায়।

লাভজনক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ করে বিতর্কিত। সমর্থনকারীরা বলেন এর ফলে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় এবং পিতামাতার পছন্দের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। সমালোচকদের মতে সরকারি ব্যবস্থার বাইরে, বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা উচ্চ ফিস নির্ধারণ এবং ভর্তির জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দেখিয়ে প্রায়ই দরিদ্র শিশুদেরকে বাদ দেন। দ্বৈত ব্যবস্থার একটি ঝুঁকি থাকে। কারণ নিম্ন আয়ের বাবা-মায়েরা কম মূল্যের এবং নিম্নমানের বিকল্প ব্যবস্থা বেছে নিতে বাধ্য হন। এটাকে এড়াতে হলে সরকারকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন গ্রহণ করতে হবে, এবং পরিচালনা, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, মনিটরিং এবং ন্যায়বিচারের উন্নতি বিধানে কমিউনিটি সমর্থিত একটি ফ্রেমওয়ার্কের উন্নয়ন করতে হবে।

গুণগতমানের উন্নতিকরণ

সরকারকে সকল শিশুর জন্য ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানসম্পন্ন কার্যক্রমের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। এ ধরনের আইন-কানুন সকল সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে। বেশির ভাগ সরকার ইসিসিই কার্যক্রমের গুণগতমানের পরিমাপের জন্য সহজ কাঠামোগত সূচক ব্যবহার করে যেমন- শ্রেণী আয়তন, কর্মী শিশু অনুপাত, সরঞ্জামের প্রাপ্যতা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। বেশি না হলেও একইভাবে যত্নকারী এবং শিশুর সম্পর্ক, বিভিন্ন পরিবারসমূহের অন্তর্ভুক্তি এবং ভিন্ন সংস্কৃতির পরিবার এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর প্রতি সাড়া দেওয়া বা সচেতন হওয়া এ সব কিছুই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচটি ল্যাটিন আমেরিকান দেশ প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য জাতীয় মান নির্ধারণ করেছে। সাতটি ক্যারিবিয়ান দেশ একটি সাধারণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ, যত্নকারী এবং শিশুর মধ্যে সম্পর্ক, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমের মান মূল্যায়ন করেছে। গুটি কতক দেশ প্রারম্ভিক শিখন এবং উন্নয়নের স্টান্ডার্ড এর জন্য তাদের জাতীয় প্রত্যাশার একটি মান নির্ধারণ করেছে, যেমন তাদের শিশুদের কী জানা দরকার এবং তারা কী করতে পারে। মান নির্ধারণ করা এবং এর ব্যবহার অত্যন্ত সাবধানতার সাথে করতে হবে : জাতীয় পর্যায়ে এটা করা হয়েছে সুতরাং খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার না করলে সাংস্কৃতিক, ভাষা এবং অন্য ধরনের ভিন্নতার অপব্যবহার হতে পারে। শিশুরা অকৃতকার্য অথবা স্কুলে পড়া শুরু করার জন্য প্রস্তুত নয়, এভাবে আখ্যা দিয়ে তাদের অপবাদ দিতে পারে।

কর্মচারীদের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে মানের উন্নয়ন

শিশুরা কীভাবে তাদের যত্নকারীর সাথে ক্রিয়া/প্রতিক্রিয়া করে, এর মাধ্যমেই প্রধানত শিখনের মান সম্পর্কে

জানা যায়। কতকগুলো শিল্প প্রধান দেশ শিশুদের জন্ম থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ পর্যন্ত সমন্বিত প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে, যেখানে শিক্ষক/কর্মচারীদের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণকে পুন:ঢালাই করে সাজানো হচ্ছে এবং প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এই দুইটির মাঝে পার্থক্য মুছে ফেলে যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুরে, সকল শিশু যত্ন এবং প্রাক-বিদ্যালয় কর্মচারীদেরকে একই ধরনের প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন এবং শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারের জন্য প্রয়োজন বাড়তি সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল/অর্থ

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কিভাবে বিরাটসংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইসিসিই এর কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দিয়ে তাদেরকে ধরে রাখা যায়। এক্ষেত্রে আরো প্রার্থীদেরকে আকর্ষণ করার জন্য কয়েকটি দেশে চাকুরীতে প্রবেশের সময় নমনীয় প্রবেশ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে হতে পারে। কতকগুলো ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যোগ্যতাভিত্তিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কোন কোন দেশে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাবার জন্য Early Childhood Development Virtual University (ভারচুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়) একটি প্রশিক্ষণ এবং Capacity building এর উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষার্থী, যারা প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রমের কর্মচারী হিসেবে চাকুরীরত, তাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ফ্যাকাল্টি সদস্যরা শিক্ষাদান করেন এবং তারা প্রত্যেক দেশে অথবা অঞ্চলে পরামর্শদাতাদের সাথে কাজ করেন।

প্রাক-শৈশব কার্যক্রম থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ সহজ করার জন্য, কতকগুলো দেশ এই দুটো পর্যায়ের মধ্যে পেশাগত ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, জ্যামাইকা এবং যুক্তরাজ্য), যা সক্রিয় শিখন এ্যাপ্রোচের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে এবং ইসিসিই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সমান পেশাগত পদমর্যাদা দেয়।

পর্যাপ্ত অর্থযোগানে আশ্বাস

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বাড়তি সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল এবং এগুলোকে আরো কার্যকরী কৌশলের মাধ্যমে বরাদ্দ করতে হবে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সারা বিশ্বে যে অর্থায়ন প্রয়োজন তার চাইতে কোন নির্দিষ্ট দেশের প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নে কত খরচ লাগবে নীতিমালা প্রণয়নে সেটা বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৬৯ দেশের মধ্যে ৬৫টি দেশ ২০০৪ সালে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার জন্য শিক্ষাখাতে মোট খরচের মাত্র ১০% বরাদ্দ করে। পঁয়ষট্টিটি দেশের অর্ধেকেরও বেশি দেশ ৫% এরও কম অর্থ বরাদ্দ করে। চৌদ্দটি দেশ যারা ১০% এরও বেশি বরাদ্দ করেছে তাদের বেশির ভাগই ইউরোপে অবস্থিত। জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে, মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি খরচ সবচেয়ে বেশি (০.৫%)। তুলনামূলকভাবে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে সেই খরচের পরিমাণ ০.৪% এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে যেটা মাত্র ০.২%। সার্বিকভাবে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমসমূহের জন্য খরচ হয় প্রাথমিক শিক্ষার মোট খরচের ২৬%। যদিও এ খরচ ফ্রান্স এবং জার্মানিতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০% হয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার খরচ প্রাথমিক শিক্ষার খরচের ১৪% এবং সমগ্র দেশে এই খরচ বিভিন্ন হারে প্রদত্ত হয়।

সমগ্র শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণের খুব সামান্যই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। তাতে ভর্তির হার কম হয় ঠিকই কিন্তু প্রতি শিশুর জন্য খরচের হার কম হয় না। সংশ্লিষ্টদেশ সমূহের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি খরচের পরিমাণ প্রাথমিক শিক্ষায় যে খরচ হয় তার ৮৫%।

অবশ্য রাষ্ট্র যখন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ খরচ বহন করে, যা মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক (পূর্বের) দেশসমূহে দেখা যায় তখন প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ইউনিট মূল্য ২৫% বেশি হয়। এর প্রধান কারণ হল শিক্ষার্থী কর্মচারীর অনুপাত অনেক কম। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার একজন শিশুর জন্য যে খরচ হয় সেক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যেক শিশুর জন্য তার প্রায় ৭০% এর কাছাকাছি খরচ হয়। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিশুর জন্য যদিও জার্মানি, ফ্রান্স এবং গ্রীসে এর পরিমাণ প্রায় ৯০% পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সার্বিকভাবে, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উভয় তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেওয়া হয়ে থাকে, যদিও দেখা যায় সরকারি তহবিল এর ক্ষেত্রে একের অধিক পর্যায় থেকে এই অর্থ সরবরাহ করা হয়। এই অর্থায়নের পরিমাণ সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ, ওইসিডি দেশসমূহে যেমন যুক্তরাষ্ট্রে বাবা-মায়ের কাছ থেকে মোট অর্থের প্রায় ৬০% আসে। কিন্তু সুইডেন এবং ফ্রান্সে এর পরিমাণ ২০% এর কাছাকাছি। উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই পার্থক্য আরো বেশি। ইন্দোনেশিয়ায়, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাকে পরিবারের দায়িত্ব বলে মনে করা হয় এবং এখানে সরকারি অর্থায়নের পরিমাণ মোট অর্থায়নের ৫% এর বেশি নয়, যা শহরের বেসরকারি শিশু যত্ন কেন্দ্রগুলিতে ভর্তুকি হিসাবে দেওয়া হয়। কিউবাতে এসব ক্ষেত্রে সরকার ১০০% খরচ দিয়ে থাকে।

ইসিসিই এর কার্যক্রমসমূহের বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হচ্ছে: সরকার কর্তৃক সম্পদের সরাসরি বিনিয়োগ (ভাউচার হিসাবে) যা বিভিন্ন বিনিয়োগ সংস্থার যে কোন একটির থেকে পিতামাতা কিনে নিতে পারেন। চিলি, যুক্তরাষ্ট্র এবং তাইওয়ান (চীন) এ এই পদ্ধতি চালু আছে। ফ্রান্সে সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত (fiscal) এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাসমূহ বিপর্যস্ত পরিবারগুলোকে শিশু যত্নের খরচ পুষিয়ে নিতে সহায়তা করে।

ঝুঁকিপূর্ণ/বিপদজনক পরিস্থিতিতে বসবাসরত শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করা

বিপদজনক পরিবেশে বসবাসরত এবং অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের জন্য ইসিসিই এর কার্যক্রমসমূহ সবচেয়ে বেশি সফল হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু খুব সম্ভবত এসব শিশুরাই এই কার্যক্রমে ঢুকতে পারবে না। সীমিত সম্পদের দেশসমূহ কীভাবে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেসব অভাবগ্রস্থ শিশুদের চাহিদা মেটাবে? এজন্য ভৌগোলিকভাবে এবং রোজগারের ওপর নির্ভর করে দু'ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও বিশেষ কোন দলের যেমন প্রতিবন্ধী, ভাষা সম্বন্ধীয় সমস্যাভিত্তিক এবং উপজাতি সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য প্রায়ই একীভূত নীতিমালা গ্রহণ করা হয়।

ভারতের সমন্বিত শিশু উন্নয়ন সেবামূলক কাজ ভৌগোলিকভাবে লক্ষ্যদল নির্ধারণ করে। দুর্গম গ্রামীণ অঞ্চল, শহরের বস্তি এবং উপজাতীয় এলাকাসমূহ ২৩ মিলিয়ন শিশুদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শিশুকে পুষ্টি, টিকাদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সেবা প্রদান এবং ৬ বৎসরের কম বয়সী শিশুদের শিক্ষা, গর্ভবতী এবং বাচ্চা দুধ খায় এমন মায়েদের জন্য শিক্ষা এসবের ওপর প্যাকেজ তৈরি করেছে। এই কার্যক্রম পরিচালনার ফলে কম বয়স্ক শিশুদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা এবং উন্নয়নের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভিয়েতনামে দুর্গম এবং পাহাড়ী এলাকাগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। কেনিয়ার লক্ষ্যদল হল মেষপালক জনগোষ্ঠীর শিশু (বক্স ৬.১)। আয়ের ওপর ভিত্তি করে সবচেয়ে সাধারণ আয়ের ব্যবস্থা হল কম যোগ্যতাসম্পন্নদের অন্তর্ভুক্ত করা, ভর্তির সময় দরিদ্র পরিবারগুলোকে ভর্তুকি দেওয়া এবং তাদের জন্য অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য সরকারি কাজের মত ইসিসিই কার্যক্রমে বিশেষ দলের কাজ করার জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক সহযোগিতা নাও পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য নির্ধারণের ফলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পৃথক করা যেতে পারে এবং এতে কার্যক্রমের অসুবিধার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হতে পারে। সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন কাজ। অনেক উন্নত দেশ সকল শিশুদেরকে সেবা প্রদানের

দাতা গোষ্ঠী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যা বরাদ্দ করে তার ১০% এরও কম বরাদ্দকরে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য

বক্স ৬.১: কেনিয়ার মেষ পালক জনগোষ্ঠীর শিশুদের যত্ন

কেনিয়ার সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালা উত্তরের মেষপালক জনগোষ্ঠীসমূহকে আরো স্থিতিশীল জীবন-যাপন করার জন্য বেশ চাপ দিচ্ছে। আঞ্চলিক ভাষায় লয়পি- 'শেড' হলো ঘের দেওয়া সংরক্ষিত স্থান যেখানে এক সময় দাদী-নানীরা শিশুদের দেখাশোনা করতেন। মুখে মুখে শিশুদেরকে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং দক্ষতা সম্পর্কে গল্প শোনাতেন। ১৯৯৭ সাল থেকে বেশ কিছু মেষপালক পরিবার সম্পদ যোগার করে পেশাজীবিদের নির্দেশনায় এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ২ থেকে ৫ বৎসর বয়সের শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে এ বয়সের শিশুদের সংখ্যা ৫,২০০ এর ওপরে। লোপী কার্যক্রম শিশু যত্নের গতানুগতিক এ্যাপ্রোচের সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সেবা গ্রহণ, আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা এবং ক্ষতিকারক অনুশীলন সম্পর্কে (যেমন মেয়েদের লিঙ্গছেদন) জনগণকে অবহিত করছে। বেড়া বা ঘের এবং খেলাধূলার বস্তু জনগোষ্ঠীরাই তৈরি করে। এর ফলে টিকাদান কর্মসূচি এবং উন্নত পুষ্টি পাওয়া সহজ হয়েছে। প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতে এই কার্যক্রম শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদ্দেশ্যে প্রাক-বিদ্যালয় কার্যক্রমের জন্য সরকারি অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে আবার এর সাথে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য দল নির্ধারণ করে বাড়তি সম্পদ/অর্থ যোগার করা হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে বেশির ভাগ শিশুরা প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত সেসব স্থানে এই পদ্ধতি কম প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক কার্যপদ্ধতি বেশি কার্যকর: সকল শিশুদের জন্য এবং সকল পরিবেশে সকল দেশ জাতীয়ভাবে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার নীতিমালা উন্নয়ন করে, কিন্তু সরকারি অর্থ দিয়ে সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিতদের নিয়ে কাজ শুরু করে।

প্রাক-শৈশবের জন্য সাহায্য নীতিমালা

উন্নয়নমূলক সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম অগ্রাধিকার পায় না। আটষট্টিটি দাতাগোষ্ঠীর ওপর একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সতেরোটি দাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র চারটি সার্বিক কার্যক্রম এবং কৌশলের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাকে তাদের সার্বিক সাহায্যের একটি ক্ষেত্র মনে করে। অন্যরা মনে করে যে প্রাক-শৈশবকালীন কার্যক্রম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেক্টরের সাথে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাহায্যের ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠী ৩ থেকে প্রাথমিক শিক্ষার বয়সের শিশুদের জন্য কেন্দ্রীয়ভিত্তিক প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি এবং অল্প পরিমাণে পিতামাতা এবং যত্নকারীদের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করে। অনানুষ্ঠানিক প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমে একমাত্র সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ হল ইউনিসেফ এবং ইউএসএইড (UNICEF এবং USAID)। এরা আবশ্যকীয় অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এজন্য এই অর্থায়ন দেশের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। যে সকল ব্যবস্থাতে কম খরচ লাগে এবং যেগুলো কম আনুষ্ঠানিক সে সকল কেন্দ্র বেশি শিশুদের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে।

প্রধান আন্তর্জাতিক কম্পিউটারজাত উপাত্তে প্রাক-শৈশবকালীন এবং মৌলিক শিক্ষাকে পৃথক করা বেশ কঠিন। উপরন্তু, প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার কিছু অংশ যেমন স্বাস্থ্য, অন্যান্য খাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মধ্য আয়ের দেশসমূহের তুলনায় কম আয়ের দেশসমূহে ইসিসিই শিক্ষার ক্ষেত্রে কম সাহায্য পায়। অষ্ট্রেলিয়া, গ্রীস এবং স্পেন ব্যতীত, দাতাগণ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যা বরাদ্দ করেন তার ১০% এরও কম প্রাক-প্রাথমিকের জন্য বরাদ্দ করেন এবং অনেক দাতা এক্ষেত্রে ২% এরও কম বরাদ্দ করেন। বেশির ভাগ দাতাগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট সাহায্যের মাত্র ০.৫% এরও কম প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করেন।

শক্ত বা সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সহায়তা, উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে অঙ্গীকার এবং ইসিসিই এর সুফলের ওপর গবেষণার ফলাফলের আরও ব্যাপক প্রচার ইসিসিই এর কার্যক্রমের প্রতি দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের অঙ্গীকার বৃদ্ধি করতে পারে।

অনুরূপভাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলের সাথে যথাযথভাবে ইসিসিই-এর পলিসির শ্রেণীকরণ (alignment) এ কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পরিশেষ

সার্বিকভাবে সবার জন্য শিক্ষা (EFA) একটি মিশ্র চিত্র। ডাকার সম্মেলনের সময় থেকে বিশেষ করে মেয়েদের সহ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইএফএ কর্মসূচির বাকি বিষয়গুলো পিছিয়ে আছে। এভাবে চলতে থাকলে ইউপিই এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও সময়মত সম্ভব হবে না। বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নে এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রবেশের পূর্বের কার্যক্রম সফলকরণের জন্য ন্যূনতম মনোযোগও দেওয়া হচ্ছে না।

নয়টি ক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন নিশ্চিতকরণ

১. *ডাকারের ব্যাপক এ্যাপ্রোচের প্রতি ফিরে আসা:* ইউপিই (UPE) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আলোচ্য সূচিসমূহে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বয়স্ক সাক্ষরতার জন্য কোন দায়দায়িত্বই সরকার গ্রহণ করছে না। প্রতি পাঁচজন বয়স্কদের মধ্যে একজন মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতা এবং ইসিসিই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ব্যতীত বসবাস করছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করা প্রয়োজন যা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে।

২. *জরুরিভাবে কার্য সমাধা:* ২০১৫ সাল আসতে মাত্র নয় বৎসর বাকি এবং তিন বৎসর বাকি রয়েছে সকল স্কুল বয়সের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য। সবচাইতে অসুবিধাগ্রস্থ এবং বিপদজনক পরিস্থিতিতে বসবাসরত শিশুদের ভর্তি করা, শিশুর শিখনকে নিশ্চিত করা, এবং বয়স্ক সাক্ষরতা কার্যক্রমসমূহের প্রসার ঘটানো যাতে সংঘাতময় এবং সংঘাতের পরবর্তী পরিস্থিতিতে বসবাসরত শিশুদের জন্য অগ্রগতির ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩. *সমতা এবং একীভূতকরণের ওপর গুরুত্ব প্রদান:* অনেক দেশেই দরিদ্র পরিবারদের জন্য প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমসমূহে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে বেতন নেওয়া হয় তা ভর্তির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। অনেক শিশুই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না এবং অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে কিংবা নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় না। বিশেষ অঞ্চলসমূহ এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি পদ্ধতির উন্নয়ন প্রয়োজন। অন্তর্ভুক্তির (inclusive) বা একীভূত নীতিমালা এমন একটি ব্যবস্থা যা সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত ভিন্নতার প্রতি সংবেদনশীল এবং সব রকম পরিবেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জেন্ডার সমতার মত উদ্বেগজনক ব্যাপারের প্রতি বিশেষ যত্নবান এবং যে সব স্থানে জনগণের বসবাস সেসব স্থানের বিদ্যালয় কার্যক্রমসমূহকে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসার একটি প্রয়াস চালায়।

২০১৫ সন আসতে মাত্র ৯ বৎসর বাকি আছে এবং ৩ বৎসর এর মাঝে ঐসব শিশুদের ভর্তি করতে হবে যাতে তারা ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে।

সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম আরো বেশি ব্যাপক হওয়া উচিত এবং এর জন্য আরো বেশি টেকসই প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

৪. *সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি এবং অধিক মনোযোগ প্রদান:* অনেক সরকার মৌলিক শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা এবং সাক্ষরতার জন্য পর্যাপ্ত ব্যয় করছে না। দুই হাজার ছয় সালের প্রতিবেদনের প্রকাশিত হওয়ায় সময় থেকে এ পর্যন্ত ৪১টি দেশে শিক্ষা খাতে জিএনপি (GNP) এর অংশ হিসাবে সরকারি ব্যয় কমে গিয়েছে। সবার জন্য শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন করতে হলে আর্থিক সম্পদ অপরিহার্য প্রয়োজনে কাজে লাগানো দরকার। যেমন গ্রামীন এলাকায় শিক্ষকদের জন্য এবং একীভূত শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগের কাজে বেশী অর্থের যোগান দিতে হবে।

৫. *সাহায্য বৃদ্ধি এবং যেখানে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন সেখানে এর বরাদ্দকরণ:* স্বল্প আয়ের দেশসমূহে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য কমপক্ষে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে প্রাক-শৈশবকালীন শিক্ষা এবং সাক্ষরতাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। দ্রুতলয়ে উদ্যোগের (FTI) কর্মসূচির জন্য আরো অর্থের প্রয়োজন যাতে এর মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের জন্য তহবিল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং ইএফএ -এর সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়।

৬. *প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাকে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে স্থান দেওয়া:* শিশুর বর্তমান কল্যাণ এবং ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দানের জন্য উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অনুমোদনের প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশে জন্ম থেকে আট বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ইসিসিই এর জন্য জাতীয় নীতিমালার কাঠামো থাকা প্রয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে কোন মন্ত্রণালয় বা এজেন্সি এর সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে বিভিন্ন শাখাসমূহের সাথে একযোগে কাজ করতে পারে। এ ধরনের নীতিমালায় নির্ধারিত লক্ষ্য এবং অর্থের পরিমাণ এবং এর জন্য পরিচালনা পদ্ধতি এবং মানসম্মত পরিবীক্ষণে এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তুলনামূলকভাবে একটি মাত্র বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার চেয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ যেমন পুষ্টি, স্বাস্থ্য, যত্ন এবং শিক্ষা এসবের সঙ্গে একত্রে কাজ করলে তা বেশি কার্যকর হয়। অনেক দেশে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষাকে একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য আরো প্রয়োজন বিদ্যালয়ে প্রবেশগম্যতা এবং মানের অসাম্যঞ্জতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এবং বেসরকারি শাখার সাথে কার্যকরী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

বাংলাদেশে সাতক্ষীরা জেলায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে ছেলেমেয়েরা বর্নমালা দেখছে।

৭. *প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও এর জন্য সরকারি অর্থায়ন বৃদ্ধি করা:* যদিও জাতীয় নীতিমালা সকল শিশুদের ঘিরে হওয়া উচিত, প্রারম্ভিকভাবে তবু কিছু কিছু স্থানে বিশেষভাবে অরক্ষিত এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সরকারি সম্পদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া শ্রেয়/উচিত। সরকারি সম্পদ বরাদ্দকরণের মূল দলিলে, জাতীয় বাজেটে, শাখা পরিকল্পনায় এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রে ইসিসিই-কে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৮. *প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মচারীদের, বিশেষ করে তাদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ এবং কাজের পরিবেশ উন্নয়ন:* প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার কার্যক্রমের গুণগতমানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হল শিশুদের সাথে যত্নকারী এবং শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং বেতন উভয়ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়ন করা হয়। ইসিসিই-এর সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা বিশেষ মানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এসব কার্যক্রম কার্যকর হতে হলে এর কর্মচারীদের একটি যুক্তিসম্মত কাঠামো থাকা প্রয়োজন [যেমন, যথার্থ শিশু/কর্মচারী অনুপাত এবং দলের আয়তন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সরঞ্জাম]।

৯. *প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার পরিবীক্ষণ পদ্ধতি উন্নতিকরণ:* ইসিসিই-এর শিক্ষার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের সহায়তার জন্য দেশসমূহে বিশেষ করে তিন বৎসরের কম বয়সের শিশুদের কার্যক্রমের শিক্ষকগণ ছাড়া প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, গুণগত পরিমাপ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে আসার প্রয়োজন।

ডাকার সম্মেলনের সময় হতে সবার জন্য শিক্ষার যে অগ্রগতি হয়েছে, তা পরিমাপ করে দেখা যায় যে, দেশসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং আন্তর্জাতিক জনগোষ্ঠীর শক্তি একত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করার ফলে কতটুকু অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তথাপি সবার জন্য শিক্ষা এর ব্যাপক এ্যাপ্রোচ এবং আরো টেকসই প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আমরা অবশ্যই এই প্রচেষ্টা এবং গতিকে থামিয়ে দেব না। ইএফএ-এর অর্থ হল সবার জন্য শিক্ষা, শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক লোকের জন্য নয়। এর অর্থ ছয়টি লক্ষ্যের সবকটি, শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত লক্ষ্যগুলো নয়। এর অর্থ প্রারম্ভিক বয়সে শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া। যার ফলে কমমূল্যে অসুবিধা দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়, এবং যখন সহজেই মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পরিশেষে এটা বলা যায় যে এ ধারাকে বজায় রাখতে হবে। কমবয়সী বংশধারার প্রতি ব্যর্থতা শুধুমাত্র তাদের অধিকারকেই খর্ব করে না, এটা আগামী দিনের জন্য আরো ব্যাপক দারিদ্র্যের বীজ বপনসহ অসমতাও সৃষ্টি করে। চ্যালেঞ্জসমূহ স্পষ্ট, সেই সাথে কর্মসূচিও। কার্যসূচি গ্রহণের এটাই সময়।

ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট এর জন্য

EFA GMR EDUCATION FOR ALL GLOBAL MONITORING REPORT

অনুগ্রহ করে ফিডব্যাক

সবার জন্য শিক্ষার গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট একটি নিজস্ব প্রকাশনা যা প্রতি বৎসর ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই প্রশ্নমালার উত্তর দিতে কয়েক মিনিট সময় নিন এবং আপনার পরিচয় দিন।

আমরা আপনার মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানাই। এই প্রশ্নমালা আপনি ডাকে অথবা ফ্যাক্সে পাঠাতে (নিচে দেওয়া ঠিকানা দেখুন) পারেন; অথবা আপনি GMR ওয়েবসাইটে www.efareport.unesco.org ইলেকট্রনিক্যালী পাঠাতে পারেন।

ব্যক্তিগত/পেশাগত তথ্য

নাম ঃ

প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সাথে সম্পর্ক ঃ

ঠিকানা ঃ

শহর ঃ দেশ ঃ

ই-মেইল ঃ

আপনার প্রধান পেশা/কর্মের ক্ষেত্র কোনটি ?

ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট

আপনি কীভাবে GMR সম্পর্কে জেনেছেন ?

আপনি কি আগের EFA GMR গুলো দেখেছেন ?

আপনি কি ছাপানো পূর্ণ প্রতিবেদনটি ব্যবহার করেন ? সারসংক্ষেপে রিপোর্ট ?

আপনি কি ওয়েবসাইটের পূর্ণ প্রতিবেদনটি ব্যবহার করেন সারসংক্ষেপে রিপোর্ট ?

আপনি কি পূর্ণ রিপোটির CD সংস্করণ ব্যবহার করেন ? সারসংক্ষেপে রিপোর্ট ?

আপনি কীভাবে রিপোর্টটি ব্যবহার করেন ব্যাখ্যা করুন

আপনার মতামত

কীভাবে রিপোর্টটি আরো ভাল/উন্নত করা যায় ?

বর্তমানে গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট এর প্রায় অর্ধেকই পরিসাংখ্যিক সারণী দ্বারা পরিবেশন করা হয়েছে। এগুলো যদি পৃথকভাবে তৈরি করা হত তাহলে আপনার দৃষ্টিতে সেটা কি আরও ভাল হত ?

মতামত অথবা প্রস্তাব

GMR আঞ্চলিক অভিমত/পর্যালোচনা

- আপনি কি প্রতি বৎসরের GMR থেকে প্রস্তুতকৃত আঞ্চলিক অভিমতের সাথে পরিচিত ?
- আপনি কি কখনও GMR আঞ্চলিক অভিমত সম্পর্কে পরামর্শ নিয়েছেন ?
- যদি হ্যাঁ হয়, তবে কি এটা ছাপানো সংস্করণ ওয়েব সংস্করণ ? উভয়ই
- কোন অঞ্চল/অঞ্চলসমূহ ?
- কীভাবে আপনি আঞ্চলিক অভিমতসমূহ ব্যবহার করেন তা বর্ণনা করুন ?

- মতামত অথবা পরামর্শ

GMR সংবাদ সংকেত (ওয়েবসাইট)

- আপনি কি কখনো GMR ওয়েবসাইট পরিদর্শন করেছেন ?
- আপনি কী তথ্য পেতে চেয়েছিলেন এবং সেটা কি আপনি পেয়েছিলেন ?

আপনি কি কখনো ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক (background) কাগজপত্র পড়াশুনা (consult) করেছেন?

- আপনি কি নিজের সারণী তৈরি করার জন্য এসব পরিসাংখিক তথ্য ব্যবহার করেন ?
- কিভাবে ওয়েবসাইটের আরও উন্নয়ন/উন্নতি করা যাবে ?

GMR NEWS ALERTS

- আপনি কি ই-মেইলের মাধ্যমে মাসে মাসেই গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট পেতে চান ?
- যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক এখানে আপনার ই-মেইল ঠিকানা দিন :
- [যে কোন সময় আপনি এটি বাতিল করতে পারেন]

অন্য যে কোন মতামত অথবা পরামর্শ থাকলে দিন :

ধন্যবাদ

ইএফএ গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট
প্যারিস/ফ্রান্স

Mailing Address and Fax
EFA Global Monitoring Report Team
Attn: GMR Feedback
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75352 Paris 07, France

Fax: +33(0) 145 68 56 41
www.efareport. unesco.org
email: efareport@unesco.org

EFA GMR EDUCATION FOR ALL GLOBAL MONITORING REPORT